পাষাণময়ী।

বঙ্গদেশের নবাব আলীবর্দ্দীর সাময়িক ঐতিহাসিক

উপন্যাস।

শ্রীরাখালদাস গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা;

৩৫ নং বেনেটোলা লেন,

রায় যন্ত্রে

শ্রীবিপিনবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৭৯।

উপহার।

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

ভ্রাতঃ

আমি শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্ব্বক মদ্রচিত এই গ্রন্থখানি আপনাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিলাম। গ্রহণ করিলে পরম প্রীত হইব ইতি।

কাল্না।

শ্রীরাখালদাস গঙ্গোপাধ্যায়।

মুখবন্ধ।

পাঠক মহোদয়গণ,

আমি লজ্জাহীনা হইয়া আপনাদের নিকট বাহির হইলাম। আপনাদের নিকট পরিচিতা হই ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু অদৃষ্টে কি ঘটিবে জানি না। একে অপরিচিতা তাহাতে আবার আমি-অলঙ্কার ও সুন্দর পরিচ্ছদ বিহীনা। আপনাদের যে চিত্তাকর্ষণ করি এমন আমার কিছুই নাই। আমার এমন কোন গুণ নাই যে আপনাদের সমাজ মধ্যে আদৃতা হই। তবে আমি দীনা রমণী। আজ কাল আপনারা অনেক রমণীকেই আশ্রয় দিতেছেন। যদি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক এ অধীনীকে আশ্রয় দেন তাহা হইলেই আপনাদের নিকট দাঁড়াইতে পারি ইতি।

শ্রীমতী পাষাণময়ী

পাষাণময়ী।

প্রথম অধ্যায়।

পান্নু বিবি।

মুরশিদাবাদের নবাব আলীবর্দ্দীর রাজত্বকালে বঙ্গদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিল। উহাদিগের উপদ্রবে নবাব আলী-বর্দ্দী সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতেন। তৎকালে কাটোয়া নগর উহাদের প্রধান আড্ডা ছিল। নবাবের রাজধানী আক্রমণ করিতে হইলে প্রায়ই উহারা ঐ স্থানে আসিয়া প্রথমে সমাগত হইত। উক্ত নগরের উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে ভাগীরথী তীরে তৎকালে একটী বিশাল বটবৃক্ষ ছিল। বৃক্ষতল হইতে গঙ্গার ধারে ধারে উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ একটি সঙ্কীর্ণ পথ। বোধ হয় নাবিক-গণ গুণটানিয়া গমনাগমন করাতে উহাদের পদচিহ্ণ পড়িয়া ঐরূপ পথের সৃষ্টি হইয়াছিল। পথের পশ্চিমদিকে কৃষকদিগের শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র।

১৭৪৩ খৃঃ অব্দ। মার্চমাসের শেষাবস্থা। বেলা দ্বিপ্রহর তবুও গগন-মণ্ডলে সূর্য্যদেবের দেখা নাই। ধূমাকার মেঘমালায় সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন—অচঞ্চল কুজ্ঝটিকায় চারিদিক আবৃত। দূরের পদার্থ সকল দর্শনাতীত। মধ্যে মধ্যে বৃক্ষশাখা হইতে দুই চারি ফোটা বারি বৃক্ষতলস্থ শুষ্ক ও গলিত পত্রে টপ্‌টপ্ করিয়া পড়িতেছে ও ধরাতলকে অভিষিঞ্চন করিতেছে। ঐ সময়ে যদি কেহ উক্ত বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর দিকাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে প্রথমতঃ তিনি দেখিতেন যে

কি জল কি স্থল সমুদায়ই ধূমাকারে পরিণত। কিন্তু কিছুক্ষণ অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিলে তাঁহার বোধ হইত যেন অদূরে উক্ত পথের পশ্চিমদিকে একটী পর্ণকুটীর রহিয়াছে এবং মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে কুটীরের অভ্যন্তর হইতে যেন কোন মনুষ্য অস্পষ্টস্বরে কি কথা কহিতেছে।

কৃষকেরা ক্ষেত্রের সমস্ত শস্য কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। আর তাহাদের কুটীরের প্রতি বিশেষ যত্ন নাই। চালের তালপত্র গুলি শুষ্ক ও জীর্ণপ্রায়—পরিত্যক্ত বস্তুর শেষাবস্থা প্রায় ঐরূপই ঘটিয়া থাকে। কুটীরের দ্বারদেশ দুই একখানি শুষ্ক তরুশাখা ও তৃণপত্র দ্বারা আবৃত। বোধ হয় কোন কুটীরবাসী কুজ্‌ঝটিকার গতিরোধের জন্য যেন ঐরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

কুটীরের দ্বারদেশাভিমুখে একটী রমণী উপবিষ্টা। অভ্যন্তর প্রদেশে একটি শিশু শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। রমণী আপনার জানুদেশে হস্তদ্বয় ন্যস্ত করিয়া তদুপরি স্বীয় মুখ স্থাপনপূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও কাতর শব্দ নিঃসরণ করিতেছে। রমণীর শরীরে একখানি সামান্য গাত্রাবরণমাত্র ছিল। ঐ বস্ত্রের কিয়দংশ দ্বারা শিশুটীর দেহ আবৃত। বস্ত্রের ও রমণীর আলুলায়িত কেশের স্থানে স্থানে শোণিত চিহ্ন।

শিশুর বয়ঃক্রম প্রায় চারি বৎসর। উহার মুখমণ্ডল দর্শন করিলে বোধ হয় যে বালকটী মুসলমান বংশোদ্ভব। মুখের আর কান্তি নাই। নাসিকার পার্শ্ব হইতে গণ্ডদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত একটী দীর্ঘাকার অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। যন্ত্রণায় শিশুর মুখশশির জ্যোতি একবারে মলিন। বালকটী নিদ্রিত অবস্থায় মুহুর্মুহু কম্পিত ও হস্তপদ প্রসারণ করিতেছিল। ঐ সময়ে হঠাৎ তীর হইতে বৃহৎ একখণ্ড মৃত্তিকা খসিয়া গঙ্গায় পতিত হওয়াতে ভয়ানক একটী শব্দ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে অমনি বালক চিৎকার করিয়া উঠিল। শিশু একবার রমণীর দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিল, কিন্তু তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অস্ত্রাঘাতে উহার একটী পদ খঞ্জ হইয়াছিল।

শিশু জাগরিত হইবামাত্র রমণী চমকিয়া উঠিলেন এবং তৎপরে উহাকে ক্রোড়ে লইয়া উহার আহত স্থানে যেন কি ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তিনি শিশুকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইল। শীতে ও ক্ষত স্থানের বেদনায় অধীর হইয়া বালক ক্রন্দন করিতে লাগিল। রমণী অবাক হইয়া এক দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হতাস দৃষ্টি, মলিন বদন ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ দেখিয়া বোধ হইল যেন তাঁহার সহিত বালকের কোন অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ রমণী শিশুর জননী।

ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া রমণীর মনে যেন সন্দেহ উপস্থিত হইল। অবিলম্বে তিনি শিশুটীকে বাম কক্ষে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কুটীরের দ্বার মুক্ত করিলেন। পরে বহির্গতা হইয়া নদীতটে গমনপূর্ব্বক গঙ্গাজল দেখিতে দেখিতে কহিতে লাগিলেন; "রাত্রি গিয়াছে। দিবস আসিয়াছে। এক্ষণে আমার উপায় কি? হৃদয়ের আশা-প্রদীপ দেখ্‌চি নির্ব্বাণ হইতে চলিল। আমি ভদ্র মহিলা—মুরশিদাবাদ বোধ হয় এখান হইতে অনেক দূর। পদ ভ্রমণ করিয়া তথায় যাওয়া আমার পক্ষে সুকঠিন। এস্থান ত নির্জ্জন। স্বামী বিনষ্ট হইয়াছেন, রক্ষকেরা দূরে অবস্থান করিতেছে, এবং শারীরিক বলও আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। সম্পত্তির মধ্যে এক্ষণে কেবল আমার এই বালক। তা সেটীও আবার মরণাপন্ন। খোদা বিপদাপন্ন করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি যে আর দুঃখভার বহন করিতে পারি না। বিধাতঃ, ঐই জাহ্নবী গর্ভই কি এক্ষণে আমাদের বিশ্রামের স্থল হইল! আচ্ছা, ইহার বক্ষঃস্থলই আমাদের উভয়ের কবর রূপে পরিণত হউক।" এই রূপ বলিতে বলিতে যেমন তিনি সন্তানকে হস্তদ্বারা উত্তোলন করিয়া গঙ্গার গভীর জলে ঝাঁপ দিতে অগ্রগামিনী হইবেন অমনি তাঁহার কর্ণকুহরে "ঝপ ঝপ" শব্দ প্রবেশ করিল। তচ্ছ্রবণে রমণী অভিলষিত ভয়ঙ্কর উদ্যম হইতে নিরস্ত হইয়া শিশুকে পুনরায় কক্ষে লইয়া দণ্ডায়মানা রহিলেন। পরে অস্পষ্টরূপে "আল্লা আল্লা" এই ধ্বনি

শুনিয়া তাঁহার মনে সাহসের সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন নিশ্চয়ই একখানি জলযান আসিতেছে। আশার আশ্চর্য্য শক্তি! আশা দরিদ্রকে ধনী করে, দুর্ব্বলকে বলী করে এবং অসুখীকে সুখী করে। ইহার বাক্য শ্রবণ করিলে বিষম বিপদাপন্ন ব্যক্তিরও অন্তরে সাহসের উদ্রেক হয়। রমণীর মনে পরিত্রাণের আশা হইল। তিনি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন "খোদা বুঝি এ অনাথিনীর শিশুর জীবন রক্ষার জন্য কোন মুসলমানকে জলপথে প্রেরণ করিয়াছেন। দেখা যাউক, তরণী খানি কোন্ দিকে যায়।" ক্রমে "ঝপ ঝপ" শব্দ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল এবং অবশেষে এক খানি বজ্‌রা দর্শন-পথে পতিত হইল। বজ্‌রাখানি তীর সন্নিহিত হওয়াতে মাজি বলিয়া উঠিল "দাঁড়্ ফেল্, নগি ধর্"। পরে দুই জন নাবিক নগি ফেলিতে ফেলিতে যেখানে রমনী দণ্ডায়মানা ছিলেন তাহার অনতিদূরে তরণী আনিয়া লাগাইল। "আল্লা আল্লা" শব্দ শুনিয়া পূর্ব্বেই রমণী ভাবিয়াছিলেন যে নাবিকেরা মুসলমান জাতীয়। এক্ষণে উহাদের প্রায় অনেকেরই শ্মশ্রু দেখিয়া তাঁহার সে বিশ্বাস আরও নিশ্চয় হইল। নাবিকেরা নৌকা লাগাইয়া বিশ্রাম করিবার জন্য ব্যাগ্র হইল। একজন নাবিক অপর একজনকে বলিল "মামু গো, এখন একবার তামুক্ সাজ্। আমি সিঁড়িখান লাগাই।" "রস্ (উঠিয়া) আগে গায়ের কাপড় চোপড় গুলা থুই। (গায়ের কাপড় রাখিয়া আলস্য ত্যাগ করিতে করিতে) উঃ! কুয়ায় যেন মোর কাপড় চোপড় নিয়ে ফলার করেচে।"

"আর একজন বলিল, যাহক চাচা! স্থর্যি সুমুন্দিকে ম্যানে খুব জব্দ করেচে। সুমুন্দি এখন একবার একবার নজরা মারচেন।" "চতুর্থ নাবিক বলিল, সুমুন্দি সুমুন্দি বল্‌চিস্, খানিক বাদে ম্যানে রোদের ঠ্যালা ঝিস্। রদে তখন ক্যাটিয়ে দেবে দেখিস্।" "পঞ্চম নাবিক বলিল, হ্যাঁ, ও সুমুন্দি ত কুয়াকে পাল্লি না, এখন মোদের নিয়ে পড়্বে।"

"মাজি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিল, আগে তোরা না, খা, তার পর কথা বার্ত্তা কস্ ম্যানে। সহর যাতি পাল্লি হয়।"

যৎকালে নাবিকেরা এইরূপ কথোপকথন করে তখন রমণী নৌকা সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "ও মাজি! এ বজ্‌রা কার? কোথায় যাবে? মাজি তদুত্তরে বলিল "হুজুরের বজ্‌রা, সহর যাবি। তোমার তা জানি কি কাম।" "সহর যাবি" এই কথা শুনিয়া রমণীর হৃদয়ে আরও আশার সঞ্চার হইল। তিনি মনে করিলেন যে যখন 'সহর যাবি বল্‌চে তখন যাহাকে হুজুর বলিয়া উক্তি কর্‌চে, তিনি বোধ হয় আমার স্বামীর নাম করিলে চিনিতে পারিবেন। এই ভাবিয়া পুনরায় তিনি মাজিকে কহিলেন "আমি পূর্ব্ব নবাব ঘরানা সদত্‌ খাঁর পত্নী—বড় বিপন্না। তোমার হুজুরকে যদি আমার বিষয় জানাও তাহা হইলে আমার উপকার হয়। তিনি শুনিলে বোধ হয় অনুগ্রহ করিয়া সহরে লইয়া যাইতে পারেন।"

মাজি রমণীর সমস্ত কথা এক প্রকার বুঝিল কিন্তু কি বলিয়া 'হুজুরকে' বুঝাইবে তাহা স্থির করিতে পারিল্‌ না। সে যাহা হউক রমণীর মুখ-বিনির্গত "সদতখাঁর পত্নী" এই কথা গুলি নৌকার অভ্যন্তর হইতে হুজুর শুনিতে পাইয়া বজ্‌রার খড়খড়ে টানিয়া দেখিলেন, একজন স্ত্রীলোক দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। উহার কক্ষে একটী বালক। দূর হইতে রমণীর অবস্থা দেখিয়া বোধ করিলেন যে স্ত্রীলোকটী যথার্থই বিপদাপন্না। হৃদয়ে দয়ার আবির্ভাব হওয়াতে "হুজুর" আপন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন "রোমজান! নদীতীরে ঐ যে স্ত্রীলোকটী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে উহাকে আমার নিকট আন্‌।"

প্রভুর আদেশানুসারে রোমজান নৌকারোহণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মানা রমণীর নিকট উপস্থিত হইল এবং উহার কক্ষ হইতে শিশুটীকে আপন হস্তে লইয়া রমণীকে বজ্‌রায় উঠিতে বলিল। শিশুর মুখাবলোকন করিয়া রোমজানের শরীর শিহরিয়া উঠিল। নৌকায় উঠিবার সময় রোমজান আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল "উঃ, কি ভয়ানক কাটা—ছেলেটী যে বাঁচবে না।" রমণী সে কথায় মনোযোগ না করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নৌকারোহণ করিলেন।

রোমজান শিশুকে হস্তে করিয়া নৌকামধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র হস্তস্থিত শিশুর প্রতি "হুজুরের" নেত্রপাত হইল। তিনি শিশুটীকে অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-

বিক্ষত ও অবসন্ন দেখিয়া আপনাআপনি কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন; "আহা, কোন্ দুরাত্মা এই নিরপরাধী বালকের প্রাণ হনন করিয়াছে। ইহার দেখ্‌চি স্পন্দন শক্তি নাই। রোমজান, কাছে আন্ দেখি। (শিশুর বক্ষঃস্থলে হাত দিয়া) এখনও জীবিত আছে। শোন্ রোমজান! তুই ইহার আহত স্থানে তারপিন তেলের সেক দিগে। দেখ্, যদি বাঁচাতে পারিস্ তাহা হইলে তোকে বিশেষ পুরস্কার দিব।" ভৃত্য "যো হুকুম" বলিয়া, বালকের শুশ্রূষার জন্য বজ্‌রার একটী কামরায় প্রবেশ করিল।

রমণী ভৃত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিলেন কিন্তু তাহার প্রভুকে শিশুর প্রতি মনোযোগী দেখিয়া এ পর্য্যন্ত কথা কহিবার কোন অবকাশ পান নাই। এক্ষণে শিশু লইয়া ভৃত্যকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তিনি হুজুরের সম্মুখীন হইলেন এবং তাঁহার অবয়ব দৃষ্টি করিয়া এইরূপ সম্ভাষণ করিলেন। "মহাশয়! আপনার অবয়ব ও পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে আপনি নবাব আলীবর্দ্দীর অধীনস্থ একজন আফগান যুবক সৈনিক। আমার নাম পান্নুবিবি। আমি নবাবের প্রতিপালিত ওমরা সদতখাঁর পত্নী। গত রাত্রির ভয়ানক দুর্ঘটনা হইতে কেবল ঐ শিশুটীকে পাইয়াছি। যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে মুরশিদাবাদে লইয়া যান তবে চিরবাধিত হই।

রমণীর বাক্য শ্রবণে যুবক ক্ষণকালের জন্য বিস্মিত, দুঃখিত ও অবাক হইয়া রহিলেন। কেবল এই কথাগুলি তাঁহার মুখ হইতে অস্পষ্ট স্বরে বহির্গত হইল। "তুমি ওমরা সদতখাঁর পত্নী! তবে কি তুমি আমার বন্ধুপত্নী। বন্ধু কোথায়? তবে কি তিনি——" বলিতে বলিতে যুবকের মুখমণ্ডল একেবারে মলিন হইয়া গেল। শিশুটীর অবস্থা মনে করিয়া তাঁহার নয়নদ্বয় ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল। বাক্যহীন শোকে তাঁহার হৃদয়কে যেন বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। কিন্তু রমণীর মুখমণ্ডলে সেরূপ ভাব দেখা গেল না। ঘৃণা রাগ ও হতাশ্বাসের লক্ষণ তাঁহার মুখে প্রকাশ পাইতে লাগিল। রমণী যুবকের অস্পষ্ট কথা গুলি শ্রবণ করিয়া ছিলেন। মনে মনে ভাবিলেন যে যুবক অবশ্যই মাস্তাফা খাঁ হইবেন। যদি তাহাই হন তবে তাঁহার দ্বারা

প্রতিদ্বেষের কার্য্য নিশ্চয়ই সাধিত হইবে। দুরন্ত কাফেরেরা পতি ও পুত্র-হীনা রমণীর অভিশম্পাত অবশ্যই ভোগ করিবে। এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় কি তবে মাস্তাফা খাঁ, যদিও আমি তাঁহাকে দেখি নাই কিন্তু তিনি যে আমার স্বামীর একজন বন্ধু তাহা আমি জানি।"

যুবক তদুত্তরে বলিলেন "হ্যাঁ আমার নাম মাস্তাফা খাঁ। তোমার শিশুর শুশ্রূষার জন্য আমি স্বীয় ভৃত্যকে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছি। খোদা অবশ্যই উহাকে পুনর্জীবিত করিবেন। তোমার উদ্বিগ্ন হইবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে গত রাত্রের বিষাদজনক ঘটনা গুলি শুনিবার জন্য আমি সমুৎসুক হইয়াছি। কিরূপে তোমার এরূপ অবস্থা ঘটিল তাহা আমাকে সবিশেষ বল।"

পান্না বিবি মাস্তাফা খাঁকে কৌতূহলাক্রান্ত দেখিয়া স্বীয় ইতিবৃত্ত বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মাস্তাফাকে বলিলেন "বোধ হয় আপনি জানেন্ যে আমার পুত্রের পীড়া শান্তির জন্য হাকিমেরা জল ভ্রমণের পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাহাতে আমি স্বামী ও পুত্রদ্বয় সহ মাসাবধি জলভ্রমণে নিযুক্তা ছিলাম। গত সায়াহ্নে আমাদের নৌকা নদীতটস্থ ঐ বটবৃক্ষ সন্নিকটে লাগান হয়। কতকগুলি কাফের লোক ঐ বৃক্ষতলে রন্ধন করিতেছিল। শুনিলাম যে তাহারা মহারাষ্ট্র দেশবাসী। নৌকা লাগিলে পর আমার স্বামী গোস্তের জন্য একটী গোবৎস বধ করিতে ভৃত্যগণকে আদেশ করেন। প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যেরা যেমন তটিনীতটে পশু হনন করিতে প্রবৃত্ত হইবে অমনি একজন কাফের সক্রোধে কহিয়া উঠিল "খাড়া রহ, ম্লেচ্ছ! এসা কাম ছিঃ মত্ কর"। কাফের মুখবিনির্গত এইরূপ স্পর্দ্ধা জনক বচন শুনিয়া "কোন্ হায় ওস্কা শির লেও" বলিতে বলিতে নিষ্কাসিত অসি হস্তে করিয়া নৌকা হইতে আমার স্বামী বাহির হইলেন। ভৃত্যগণ অগ্রেই ভাবিতেছিল যে নবাব আলীবর্দ্দীর রাজ্যে কাফের লোকের রাগে কি ভয় করিতে হইবে এবং পরে স্বীয় প্রভুর কঠিন আজ্ঞা পাইয়া "চপ্‌রহ" বলিতে বলিতে

পশুর গলদেশে ছুরিকা বিদ্ধ করিল। হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য দর্শনে কাফের-গণ ভয়ানক ক্রোধ পরবশ হইয়া "মার্ ডার—যবনলোককো মার্ ডার" এই শব্দ করিতে লাগিল এবং দশজন বর্গী দ্রুতবেগে যমদূতের ন্যায় আসিয়া তীক্ষ্ণ তরবারি প্রহারে আমার স্বামী ও অন্যান্য সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া জলনিক্ষেপ করিল। ঐ সময়ে আমি এক রকম হতজ্ঞানা হইয়াছিলাম। পরে যখন তাহারা নৌকা লুণ্ঠনের সঙ্কল্প করে তখন আমি অন্যতর উপায় না দেখিয়া কনিষ্ঠ শিশুকে কক্ষে এবং জ্যেষ্ঠের হস্ত ধারণ করিয়া নৌকা হইতে তীরে অধিরোহণ করিলাম। তদ্দর্শনে "যবন কি বাচ্ছা—মার্ ডার' বলিয়া একজন কাফের বেগে আসিয়া আমার কক্ষের শিশুটীকে কাড়িয়া লইল এবং আমার সম্মুখে তাহাকে অসিদ্বারা দুই খণ্ড করিয়া গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিল। আহা সে সন্তানের রূপলাবণ্যই কি ছিল! আমি এবং আমার জ্যেষ্ঠ তনয় তৎপরে তাহার অস্ত্রাঘাতে ধরাশায়ী হইলাম। আমা-দিগকে অচেতন দেখিয়া তাহারা নৌকা লুণ্ঠন ও দাহনানন্তর প্রস্থান করে। কিছুখন পরে আমি চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া দেখিলাম শিশু রক্তে প্লাবিত এবং অর্দ্ধ জীবিত রহিয়াছে। অমনি তাহাকে কক্ষে ধারণ-পূর্ব্বক আমি ঐ পর্ণ কুটীরে গিয়া আশ্রয় লইলাম। গত রজনীর শেষ ভাগ উহার মধ্যেই অতি-বাহিত হইয়াছে। শিশুকে সঙ্কটাপন্ন ও আপনাকে নিরুপায় দেখিয়া অদ্য গঙ্গা গর্ভে চির-বিশ্রাম লইবার উপক্রম করিতেছিলাম; কিন্তু তাহা ঘটিল না। আপনার বজ্‌রা আসিয়া তীরে লাগিল—আমার নিদ্রিত আশা জাগরিত হইল! আমি নৌকা সমীপে উপস্থিত হইয়া আপনার আশ্রয় লাভে সমর্থ হইলাম।"

পান্নু বিবির বাক্যাবসান হইতে হইতেই রোমজান আসিয়া বলিল "বালক রক্ষা পাইল না—মরিয়াছে"। অমনি মাস্তাফা আস্তে ব্যস্তে শিশুর শয্যার নিকট গমন করিলেন এবং দেখিলেন শিশু চির-নিদ্রায় অভিভূত। উহার মৃতদেহ হস্তে লইয়া ভৃত্যকে কহিলেন "রোমজান! আমার সঙ্গে চল্—বাল-ককে কবরশায়ী করিয়া আসি"। পান্নু বিবি মাস্তাফাকে স্বীয় সন্তানের

শব লইয়া যাইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন—"প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—আমি একাকিনীই প্রতিশোধ লইব। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ আমি স্বয়ংই লইব। যে দিন কাফের বর্গীশোণিতে এই হস্ত দ্বারা ধরাতলকে প্লাবিত করিতে পারিব, সেই দিন এ শোকদগ্ধ হৃদয়ের বেদনার হ্রাস হইবে। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ আমি অবশ্যই প্রতিশোধ লইব"। এই বলিতে বলিতে রমণীর বিস্ফারিত নয়নদ্বয়ের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি লক্ষিত হইল। উহার ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত ও ভ্রূদেশ আকুঞ্চিত হইতে লাগিল। রমণী স্বীয় নাভিদেশ আচ্ছাদিত বস্ত্র মধ্য হইতে একখানি ছুরিকা বাহির করিয়া দক্ষিণ করদ্বারা একবার দৃঢ়বদ্ধ করিলেন এবং পুনরায় উহা যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। ঐ ছুরিকা দ্বারা সদতখাঁর ভৃত্যেরা গোবৎস বধ করিয়াছিল। পান্নু বিবি উহা পর্ণকুটীরে যাইবার সময় কুড়াইয়া আপনার কাছে রাখিয়াছিলেন।

মাস্তাফা ভৃত্যসহ তটিনীতটে বালকের অন্ত্যেষ্টি কার্য্য সমাধা করনানন্তর পুনরায় নৌকারোহণ করিলেন এবং পান্নু বিবির কাছে বসিয়া বলিলেন "শিশু প্রাণত্যাগ করিয়াছে তজ্জন্য আমাদের দুঃখ করিবার আবশ্যক নাই। সে অস্ত্রাঘাতে খঞ্জ হইয়াছিল, জীবিত থাকিলে কখনই কাফের সহ যুদ্ধ করিতে পারিত না। কাফেরেরা বন্ধুকে বিনাশ করিয়াছে—তাহার পত্নীর ক্রোড় শূন্য করিয়াছে। আমি আজ অঙ্গীকার করিলাম যে, শীঘ্রই কাফের মস্তক ছেদন করিয়া তোমার প্রতিহিংসা বৃত্তিকে চরিতার্থ করিব। আমার বোধ হচ্চে এবৎসরও বর্গীরা মুরশিদাবাদ আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। আমি রাজধানী ছাড়িয়া আসিয়াছি। শীঘ্র তথায় উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। রোমজান্ শীঘ্র নৌকা খুলে যাইতে বল্।"

নাবিকেরা অনুমতি পাইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। এখন আর আকাশে কুজ্ঝটিকা নাই। সুমন্দ বায়ু বহিতে দেখিয়া উহারা পাইল উত্তোলন করিল। পাইল ভরে নৌকা চলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে নাবিকগণ "পীর বদর পীর বদর" ধ্বনি করাতে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কাসিমবাজার—প্রিয়বাবুর বৈঠকখানা।

কাসিমবাজার মুরশিদাবাদের অতি সন্নিকট এবং ভাগীরথীতীরবর্ত্তী। এই স্থানটী রেশমের কারখানার জন্য বঙ্গদেশের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। নবাব আলীবর্দ্দীর সময়ে এখানে ইংরাজদিগের সামান্য একটী কুঠী থাকে। এস্থানে বহুসংখ্যক লোকের বাস ছিল না। নগর মধ্যে দুই চারিটী সুরম্য ইষ্টকালয় ভিন্ন সমস্তই কাঁচা বাড়ী ছিল।

১৭৪৩ খৃঃঅব্দ-১ এপ্রেল—বেলা ৪টা বাজিল তবুও সকলে প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে অস্থির। কাসিমবাজারের অলস ব্যক্তি সকল শীতল বায়ু সেবন-জন্য ভাগীরথী তীরে গমন করিতে লাগিল। কিন্তু পবন দেবের দয়ালাভ করা আজ বড়ই দুর্লভ। নদী তরঙ্গশূন্য—কোথাও বায়ু নাই। বায়ুর অভাবে বৃক্ষ সকলের একটী পাতাও নড়িতেছে না। নগরের পথপ্রান্তস্থিত গৃহচ্ছায়ায় নিরাশ্রয়েরা নিদ্রা যাইতেছে। কোন গৃহের দ্বারে বসিয়া ভৃত্য-গণ স্বীয় প্রভুর নিন্দাবাদ করিতেছে। ভদ্রলোকেরা গৃহাভ্যন্তরে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। কেবল দুই একটী ভিক্ষুক রৌদ্রকে অবজ্ঞা করিয়া ইতস্ততঃ আহারীয় দ্রব্য যাচঞা করিয়া বেড়াইতেছে আর এখানে ওখানে দুই একটা অশান্ত দীন বালক গর্ত্ত ও ডোবার জলে পড়িয়া ক্রীড়া করিতেছে।

ঐ সময়ে নগরের একজন ধানাঢ্য সওদাগর নিজের বৈঠকখানার ফরা-সের উপর বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। যখন তিনি লিখেন তখন তাঁহার পার্শ্বে দুই জন রমণী এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল। রমণী দুই জনের নাম নিরদা ও কামিনী। কামিনী পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়াছিলেন এবং নিরদা তৎসমীপে উপবেশন করিয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা কামিনি, বসিয়া লিখিতেছেন উনি কে? যাহাতে উনি আমার প্রতি

একবার নেত্রপাত করেন তজ্জন্য আমি অনেকক্ষণ হইতে চেষ্টা করছি, কিন্তু উনি একবারও কাগজ কলম ছেড়ে অন্যদিকে তাকাইলেন না।'

"আশ্চর্য্য কর্‌লে দেখ্‌চি। তুমি উহাকে চেন না!"

"চিন্‌লে আর তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বো কেন? এক্ষণে তুমি আমার কথার উত্তর দিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ কর।"

"উহার নাম প্রিয়লাল শীল।"

"উনিই প্রিয়বাবু;—আহা কি সুন্দর পুরুষটী! অনেক রমণীই উহার সঙ্গ লাভ করিতে ইচ্ছা করে।"

"শুদ্ধ রূপে নয়—উনি অনেক গুণেও গুণাকর—উনি সঙ্গীত বিষয়ে বেস পারদর্শী।"

"কে না শুনেচে যে, উনি গান বাঁদ্‌তে খুব নিপুণ? উহাঁর এয়ারদের মুখে শুনিচি যে উহাঁর মজলিশ গান বাজ্‌নার জন্য বিখ্যাত। তাহারা বলে যে মদের সঙ্গে উনি যেরূপ ভাঁল ভাল চাট্ দেন তেমন চাট্ আর কোন বাবুই দিতে পারে না। ভাল ভাল চাটের উনি একরকম সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও বলা যায়। লেখা পড়ায় উনি আমার দাদা অপেক্ষা পণ্ডিত। আচ্ছা, কামিনি,——উনি কি খুব ধনী?"

"বল কি? উনি একজন প্রসিদ্ধ সওদাগরের পুত্র। বোধ হয় উহাঁরা প্রসিদ্ধ বণিক জগত শেঠের বংশ সম্বন্ধীয়। আমি শুনিচি, উহাঁর মাসিক আয় প্রায় আদ্‌লাক টাকা।"

"আমার ইচ্ছা করে উহার পরিচিতা হই।"

"তা হওয়া আবশ্যক।"

"আচ্ছা, উনি এত মনোযোগপূর্ব্বক কি লিখিতেছেন?"

"বোধ হয়, নিজের বিষয়কার্য্য সম্বন্ধে কি পত্র লিখ্‌চেন।"

রমণীদ্বয় পরস্পর এইরূপ প্রশ্নোত্তর করিতেছেন, এমন সময়ে প্রিয়বাবু লেখা বন্ধ করিয়া স্বীয় ভৃত্যকে কি ইঙ্গিত করিলেন। তাহাতে ভৃত্য গৃহের দ্বারদেশ হইতে একজন আগন্তুক সহ পুনরায় প্রভু সমীপে উপস্থিত

হইল। পাঠক! আগন্তুক কে, ইহা কি তোমার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে? উহার পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। উনি যে দলসংক্রান্ত লোক সে দলকে প্রাচীনেরাও চিনিতেন এবং আমরাও চিনি। উহার মত ব্যক্তি পৃথিবীর আদিম ধনীর সঙ্গে আসিয়াছেন এবং প্রলয় কালে শেষ ধনাঢ্য ব্যক্তির সহ ধরাধাম পরিত্যাগ করিবেন। উনি একজন তোষামোদকারী—প্রিয়বাবুর পারিষদ। আগন্তুক আসিবামাত্র প্রিয়বাবু বলিলেন, "আমি অদ্য কাসিম্-বাজার হইতে পলাশী যাইব। তুমি সূর্যাস্ত হইলে আমার বেহারাদের ডাকাইয়া পাল্‌কি প্রস্তুত রাখিবে। তোষামোদকারী, "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল।

তোষামোদকারী বিদায় গ্রহণ করিলে পর কামিনী পর্য্যঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় বাবুর নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমার কি আমার প্রতি কিছুমাত্র দয়া নাই। আমাকে একাকিনী রাখিয়া পলাশী যাইবে। এবার বর্গীরা আমাকে পর্য্যন্ত লুঠ করিয়া লইয়া যাইবে।" প্রিয়বাবু কামিনীর কথায় উত্তর না দিয়া তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক নিজের পুষ্পোদ্যানে গমন করিলেন। এই সময়ে তথায় দুই একটী মালী ভিন্ন আর কেহই থাকিত না। উদ্যানে উপস্থিত হইয়া উভয়ে দূর্ব্বাসনোপরি উবেশন করিলেন। কামিনীর পূর্ব্ব কথা প্রিয়বাবুর মনে ছিল। তদুত্তরে তিনি রমণীকে বলিলেন।

"এবৎসরও কি বর্গীরা আসিবে? তা, তুমি না হয় আমার সঙ্গে যাইবে।"

"তুমি কি জনরব শুন্‌তে পাচ্চ না? শুন্‌চি, স্বয়ং আলীবর্দ্দীই উহাদের জন্য উৎকণ্ঠিত আছেন।"

"যখন নবাব নিজেই ভয় পাইয়াছেন তখন আমাদের আর কি ভরসা? আমরা যখন বঙ্গদেশে বাস করিতেছি তখন আর আমাদের দ্বারা কি উপায় হইবে? দেখ কামিনি! তুমি স্ত্রীলোক, তা তোমার সাক্ষাতে বলিবার কিছু বাধা নাই—যেহেতু বঙ্গের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অধিকাংশেরই কেবল আকার ভেদ আছে মাত্র। দেখ, বঙ্গদেশের মৃত্তিকার এমন গুণ যে, যে বর্গীদের

ভয়ে এক্ষণে সকলে ভীত, তাহাদের দেশীয় বীর বীরেন্দ্র সব যদি কিছু দিন এখানে থাকেন, তবে বিলাস-প্রিয় হইয়া তাহাদের বীরত্বের হানি হয়। সে যাহা হউক আমি ওবিষয়ে আর কিছু বলিতে চাহি না। সম্প্রতি আমি পলাশীর বাগানবাটী যাইব। তথায় আমার একটী গুপ্তাভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার ইচ্ছা আছে। বলিতে গেলে অনেকক্ষণ সময় লাগিবে। তুমি ততক্ষণ মন দিয়া শুনিতে পারিবে?"

"তোমার গুপ্তাভিসন্ধি শুনিতে আমার কৌতূহল জন্মিল। যদি যাবজ্জীবন শুনিতে লাগে তাহা হইলেও আমি মন দিয়া শুনিব। তুমি বল।"

"তবে শুন। এবার পলাশী হইতে এখানে আসিবার পূর্ব্বে এক দিন আমি তথায় নিজ উদ্যানে বসিয়া, সন্ধ্যা কালে যখন বংশীতে সঙ্গীত করিতেছিলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন কে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া দুঃখজনক ভাব প্রকাশ করিতেছে। চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া আমি সঙ্গীতবিমোহিতা একটী রমণীকে বৃক্ষতলে দণ্ডায়মানা দেখিলাম। তদ্দর্শনে বংশী বাজাইতে বাজাইতে আমি তাহার নিকটবর্ত্তী হইলাম। রমণী আমাকে তাহার সম্মুখে দেখিয়া একপাও নড়িল না। কিন্তু যেমন আমি বংশীধ্বনি করিতে নিরস্ত হইলাম, অমনি রমণী পালায়ন করিল। তাহাকে দেখিবার অভিলাষে পুনরায় আমি সঙ্গীত আরম্ভ করিলাম এবং ক্ষণপরে আবার তাহার দর্শন পাইলাম। পরে যত আমি সঙ্গীত নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে লাগিলাম, ততই রমণী আমার নিকটে আসিতে লাগিল। পরিশেষে আমার পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।"

"এ ঘটনাটী নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গীত পারদর্শীতার পুরস্কার। রমণী তোমার সহিত কি কথা কহিয়াছিলেন?"

"না,—সজলনয়না সেই রমণী কথা কহিবার উদ্দেশে যেন আমার প্রতি তাকাইয়া স্বীয় ওষ্ঠদ্বয় নড়াইতে লাগিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না। আহা, তাহার বাহুদ্বয়ের গঠন সৌন্দর্য্যই কি পরিপাটি! তাহার বয়স অল্প, কিন্তু দেখিতে বয়স্কা স্ত্রীলোকের মত সুন্দরী। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি

চমৎকৃত হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে গেলাম; কিন্তু রমণী আমাকে আলিঙ্গন না দিয়া পলায়নপরা হইল। তৎপরে বাদ্যধ্বনি করাতে রমণী আনন্দিত হইয়া আমাকে এরূপ আলিঙ্গন দান করিল যে তাহাতে আমি লজ্জিত হইলাম।"

"তুমি লজ্জিত হইলে;—তোমার আবার লজ্জা!

"বংশীই আমার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার একমাত্র উপায় ছিল। প্রতিদিন সঙ্গীত শুনাইয়া আমি সেই বিমোহিতা রমণীর নিকট জানিলাম যে, সে রামভট্ট নামক এক ব্যক্তির তনয়া। তাহার বয়স ১৪ বৎসর এবং নামটী অতি মধুর—স্বর্ণলতা। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাটী যাইতে গেলে স্বর্ণলতা আমাকে নিবারণ করিত"।

"বড় আশ্চর্য্য;—তুমি তাহার নিবারণ বাক্য শুনিয়া আপন উদ্দেশ্য সাধনে নিরস্ত থাকিতে?"

"হ্যাঁ—কিন্তু আর এক দিন সায়ংকালে আমি তাহাকে সঙ্গীত মুগ্ধ করিয়া তাহার গমনাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম যে তাহার পিতা এক জন শক্তি-উপাসক। দেবীর উপাসনাই তাঁহার জীবনের একমাত্র কাজ। নিজে কঠোর ধর্ম্ম সাধনে সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি তনয়াকেও তপস্যা বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তিনি কন্যাকে সমবয়স্কা বালিকাদের সঙ্গে ভ্রমণ, সঙ্গীত ইত্যাদি শ্রবণ এবং কাব্য অধ্যয়ন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। চিত্তবিনোদনের জন্য তিনি তনয়াকে কেবল আমার উদ্যানের নিকটস্থ তাঁহার উদ্যানে পুষ্প চয়ন ইত্যাদি কার্য্য করিতে অনুমতি দিয়াছেন। আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই রমণী নিজ উদ্যানে থাকিয়া আমার সঙ্গীত শুনিতেন। রমণীর রক্ষক এক জন বৃদ্ধ। ঐ ব্যক্তি আমাদের পরস্পরের সম্মিলন জানিতে পারাতে রমণী উহার নিকট সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করিয়াছে। বৃদ্ধ জানিতে পারিয়াও স্বর্ণলতাকে আমার নিকট আসিতে দেয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রমণী তাহার পিতার উৎপীড়ন সত্ত্বেও তাঁহার অনুগতা। আমি তাহাকে পরিত্রাণের

উপায় বলিয়া দিলাম কিন্তু যুবতী কোন মতেই তাহার পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে সম্মত নহে। আমি তাহাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছি, মুখচুম্বন ও আলিঙ্গন করিয়াছি এবং অবশেষে নিজের বাঁশীটী পর্য্যন্ত দিয়াছি। বাঁশীটী দিয়া এই হইয়াছে যে আর তাহার সঙ্গে আমার দেখা হয় না। বোধ করি তাহার অভিলাষ উহাতেই সিদ্ধ হইয়াছে। আমি এক প্রকার বিরক্ত হইয়া কাসিমবাজারে আসিয়াছি।"

"তবে তুমি তাহাকে না পেয়ে পালিয়ে এসেছ?" এই বলিয়া কামিনী হাস্য করিতে লাগিলেন।

প্রিয়বাবু ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তুমি আমার কথা শুনে হাস্য করিতেছ—আরও শুন—আমি একেবারে নিরাশ হই নাই। এখানে যে কয় দিন আছি স্বর্ণলতার মূর্ত্তি আমার অন্তরে জাগরূক আছে। যদি তাহাকে না পাই তবে আমার জীবনে ধিক! ধন, মান, যশ, সর্ব্বস্বই আমি সেই চিত্তোন্মাদিনীর জন্য ত্যাগ করিতে স্বীকার। এক্ষণে পলাশী যাইবার কারণই সেই—"

"হাঁ—ইহাই পুরুষের কাজ--নিরস্ত থাকিলে কাপুরুষ মনে কর্‌তাম"।

"আমি নিরস্ত হইব?—কথনই নয়। যুবতীর রক্ষক আমার অভিসন্ধি সিদ্ধ করিয়া দিবে বলিয়াছে। সে ব্যক্তি এক দিন আমাকে রামভট্টের বাটীতে লইয়া যাইবে বলিয়াছিল। কিন্তু তখন আমি তাহার কথায় অবজ্ঞা করিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, এবার তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া চলিব।"

"সমস্তই শুনিলাম। এক্ষণে দ্বার দেশে বেহারারা বোধ হয় উপস্থিত হইয়াছে। আমাকে যদি লইয়া যাও তবে আরও বেহারার আবশ্যক হইবে।"

"তোমাকে লইয়া যাইব না ত কাকে লইয়া যাইব। চল, এবার এক রকম ভাল চাট্ তৈয়ার করা গিয়াছে। আজ্ রাত্রিতে সেখানে আমোদ প্রমোদ করা যাবে। (মালীকে ডাকিয়া) দুই পাল্কির বেহারা আন্‌তে বল্‌গে"।

সায়ংকাল ক্রমে সমাগত হইল। প্রিয়বাবু তদ্দর্শনে কামিনী সহ পুষ্পোদ্যান হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। গগনে নিশানাথ আস্তে আস্তে উদিত

প্রায়। দিনমণি অস্তমিত হওয়াতে এক্ষণে চতুর্দ্দিক শীতল। সদাগতি নির্দ্দয় ভাবে আর অধিক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে লাগিল। প্রিয়বাবুর গৃহদ্বারে পাল্কি বাহকেরা সকলেই উপস্থিত হইল। কামিনী সহ তিনি পলাশী যাত্রা করিলেন। তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে তাঁহারা পলাশী পৌঁছিলেন। বাবুর বাগানবাটী দেখ্‌তে অতি মনোহর। তাহাতে আজ্‌ আবার বাবু আসিবেন বলিয়া উহার অভ্যন্তর প্রদেশে ঝাড় লণ্ঠনের রোসনাই হওয়াতে আরও সুন্দর দেখাইতেছে। দুই তিন জন নর্ত্তকী ও পারিষদগণ অগ্রেই আসিয়াছিল। উহারা ফরাসের উপর বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল। কামিনী সহ বাবু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র উহাদের মনে আনন্দ জন্মিল। প্রথমেই বাবু মজলিশ ঘরে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র যাহারা বসিয়াছিল তাহারা দণ্ডায়মান হইল। বাবু আসন পরিগ্রহ করিলে পর সকলে আবার উপবেশন করিল। ক্ষণ পরে বাবু নৃত্য ও সঙ্গীত করিবার আদেশ করাতে নর্ত্তকীগণ নিয়োজিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। সঙ্গীতের আশ্চর্য্য শক্তি। বাবু কিছুক্ষণ সঙ্গীতামোদে রত হইয়া মোহিত হইলেন। স্বর্ণলতার রূপ তাঁহার চিত্তে ত অঙ্কিত ছিলই— তাতে সঙ্গীত শুনে যেন সে মূর্ত্তি নয়নের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বাবুর আর নৃত্যগান ভাল লাগিল না। সঙ্গীত ভেঙ্গে গেল। বাবু উঠিয়া ভোজন ঘরে যাইবেন এমন সময় নবা নামে এক জন ভৃত্য আসিয়া বলিল 'হুজুর, এক জন বৃদ্ধ আপনার সঙ্গে নির্জ্জনে দেখা করিতে চায়।" বাবু অমনি নবাকে সঙ্গে করিয়া একটী নির্জ্জন ঘরে আগন্তুকের সহিত দেখা করিলেন। আগন্তুক বাবুর কাণে কাণে কি বলিয়া প্রস্থান করিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভাস্কর পণ্ডিত।

১৭৪২ খৃঃ অব্দে বিরার দেশাধিপতি রঘুজী বঙ্গদেশ আক্রমণাভিলাষে তাঁহার মন্ত্রী ভাস্কর পণ্ডিতকে বহুসংখ্যক সৈন্য সহ মুরশিদাবাদে প্রেরণ করিয়াছিলেন। নবাব আলীবর্দ্দী বর্গীদিগের আগমনে ভীত হইয়া দিল্লীশ্বর মহম্মদ সা সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তৎকালে ভারতে মোগল সম্রাজ্যের গৌরব-রবি প্রায় অস্তমিত হইয়াছিল। তখন সে আকবর সাও ছিলেন না—সে আরংজীবও ছিলেন না যে মোগল বীরত্বের পরিচয় দিবেন। সিংহের আসনে তখন শৃগালের অধিবেশন হইয়াছিল। সম্রাট মহম্মদ সা ভীরু এবং অতিশয় বলহীন হইয়া স্বীয় রাজ্য রক্ষণে সম্পূর্ণরূপ অসমর্থ ছিলেন। বিস্তীর্ণ মোগল রাজ্য সুশৃঙ্খলাবদ্ধ রাখা তাঁহার পক্ষে ভার হইয়াছিল। অধীনস্থ নবাবকে সাহায্য দান করিয়া স্বরাজ্য রক্ষা করিতে তিনি স্বয়ং সক্ষম হইলেন না। কিন্তু বঙ্গদেশ রক্ষা করা উচিত বিবেচনায় তিনি মহারাষ্ট্ররাজের 'পেশোয়া' নামধারী মন্ত্রী বালাজী বাজী রাওকে নবাবের সাহায্য জন্য পত্র লিখিলেন। বাজী রাও নিজ স্বার্থসাধনের সুযোগ পাইয়া মোগল সম্রাটের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং স্বীয় চিরশত্রু রঘুজীর বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে বঙ্গদেশ হইতে দূরীকৃত করিলেন। রঘুজী তৎকর্ত্তৃক নিরস্ত হইয়া সে বৎসর আর নিজ মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারিলেন না। অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি সে বৎসর স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

১৭৪৩ খৃঃ অব্দে রঘুজী পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। একদিন তিনি স্বীয় সভামধ্যে উপবেশন করিয়া মন্ত্রীবর ভাস্করকে বলিলেন,—

"গত বৎসরে ত বঙ্গদেশ আক্রমণের কোন শুভফল ফলে নাই। এবৎসর বর্ষারম্ভের পূর্ব্বে তুমি নবাব আলীবর্দ্দীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কর। এবার সে ভীরুস্বভাব মুসলমানকে স্বীয় ব্রাহ্মণ বীরত্বের ও মহারাষ্ট্রীয় সেনাগণের রণ-দক্ষতার বিশেষ পরিচয় দিয়া এস।"

"গত বৎসরেই কি আমরা সহজে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি-লাম। মুসলমানদের অস্ত্র ভয়ে কি মহারাষ্ট্রীয়েরা ভীত? তবে ঘরের শত্রু বাজী রাও নবাবকে সাহায্য করিল—তা না হলে গতবারেই নবাব আমাদের বাহুবলের বিলক্ষণ পরিচয় পাইতেন।"

"সে যা হবার তা হইয়াছে। গতানুশোচনায় আর ফল কি? এবার মুরশিদাবাদ সহর ছারখার করিতে হইবে। নবাবের রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়া বিপুল অর্থ আনিতে হইবে। তবে যে পরিমাণ টাকা গতবারে নবাব বাজী রাওকে দিয়াছিল সেই পরিমাণ টাকা যদি তোমাকে দেয় তাহা হইলে নবা-বকে নিষ্কৃতি দিয়া তুমি স্বদেশে ফিরিয়া আসিবে।"

"তা আবার বল্‌চেন! বিশেষ অর্থসংগ্রহ না করিতে পারিলে ভাস্কর শর্ম্মা এবার আর ফিরে আসিবেন না। আজ্‌ই আমি সৈন্যগণকে প্রস্তুত হইতে বলিব। কাল প্রত্যুষে সসৈন্যে বঙ্গদেশাভিমুখে গমন করিব।"

"তুমি বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া অগ্রগামী হও। আবশ্যক হইলে আমিও তোমার অনুবর্ত্তী হইব। বঙ্গদেশে বিপুল অর্থ আছে। কেবল মুসলমানেরাই তাহা ভোগ করিতেছে। এবার বঙ্গের অর্থ দ্বারা আমার ধনা-গার পূর্ণ করিতে হইবে।"

"আগে ত যাই তারপর "বর্গীর হ্যাঙ্গাম" কাকে বলে নবাবকে টের পাওয়াইয়া আসিব। যদি বিপুল অর্থ দিয়া নবাব সন্ধি না করে তবে বঙ্গদেশের যেস্থানে যাইব সেই স্থানই লুণ্ঠন করিব। যে প্রকারে পারি প্রচুর অর্থ না লইয়া আর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিব না।"

"যদি কাল প্রত্যুষে যাইবার মানস কর তবে অদ্য রাত্রিতেই অধী-নস্থ সৈন্যগণকে বঙ্গদেশ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিবে। সন্ধ্যা

প্রায় উপস্থিত হইল। তুমি তবে প্রস্তাবিত কার্য্য সাধন জন্য গমন কর।”

“আমার সমস্ত বিষয় এক প্রকার ঠিক করা আছে। তবে সৈন্যগণকে ‘কাল যাব’ এই কথা কেবল বলিয়া দিতে হইবে। তা যাই হউক আমি তবে বিদায় গ্রহণ করিলাম (প্রস্থান)।

ভাস্কর পণ্ডিত রঘুজীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অধীনস্থ সৈন্যগণের নিকট সভার মন্তব্য বিষয় ঘোষণা করিয়া দিলেন। বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে ‘কাল যাওয়া হইবে’ শুনিয়া সকলেই উৎসাহিত হইল। বঙ্গের গ্রামে গ্রামে খাদ্য অর্থাদি লুট করিব মনে করিয়া বৃদ্ধ সৈনিকেরও মুখমণ্ডল জ্যোতিবিশিষ্ট হইতে লাগিল এবং তাহার শুষ্ক ধমনীর বদ্ধ শোণিত বঙ্গের নামে গতি লাভ করিল। বৃদ্ধ সৈনিক যেন যুবা হইয়া দাঁড়াইল। চুম্বুক অপেক্ষাও বঙ্গদেশের আকর্ষণ শক্তি অধিক। চুম্বুক লৌহ মাত্র আকর্ষণ করে, কিন্তু বঙ্গদেশ কি মুসলমান, কি ইংরাজ, কি সভ্য, কি অসভ্য, সকল জাতিরই চিত্তাকর্ষণ করে। যে জাতির জঠরানল প্রজ্বলিত হয়, সেই জাতিই বঙ্গে আসিয়া রাক্ষসের ন্যায় স্বীয় করাল বদন বিস্তার পূর্ব্বক বঙ্গের যথাসর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া আপন জঠরানল নির্ব্বাণ করিতে রত হয়। বঙ্গের নাম শ্রবণমাত্র ভাস্করের সৈন্যগণ আনন্দ করিতে লাগিল। ভাস্কর তাহাদিগকে উৎসাহান্বিত দেখিয়া প্রফুল্ল অন্তরে স্বগৃহে গমন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকাল হইল। বসন্তের সমাগমে চতুর্দ্দিক প্রফুল্ল—বৃক্ষসব নূতন পত্রযুক্ত হইয়া শাখা পল্লবে সতেজিত—মন্দ মন্দ বায়ু হিল্লোলে তরুলতা সমস্ত ঈষৎ কম্পিত—কোকিল গণের কুহুস্বরে চারিদিক আমোদিত—প্রকৃতি-দেবী যেন রজনীর গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুমধুর হাস্য করিতে লাগিলেন। বাহ্য জগৎ যেন অভিনব রূপ ধারণে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিল। ঐ সময়ে গত রজনীর নির্দ্দিষ্ট সেনাগণ বঙ্গদেশ গমন জন্য এক স্থানে সমবেত হইল। তুরঙ্গের হ্রেষারবে, পদাতির পদবিক্ষেপশব্দে, এবং বীর কর্ণপ্রিয় অস্ত্র সঞ্চালন ধ্বনিতে স্থানটী পরিপূর্ণ হইল। বাহ্য জগতেরও আজ যেমন নূতন দর্শন,

বিরারের সৈন্য দলেরও আজ সেই রূপ অভিনব ভাব। রঘুজীর আদেশ মত ভাস্কর পণ্ডিত পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বঙ্গ দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পাঠক! পান্নু বিবি মাস্তাফা খাঁর নিকট যে মাহারাষ্ট্রীয়দের কথা বলিয়াছিলেন সে ইহারাই! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কাটোয়া মহারাষ্ট্রীয় দিগের একটী প্রধান আড্ডাছিল। গতবৎসর ইহাদের সহিত এই স্থানে নবাব আলীবর্দ্দী ঘোরতর সংগ্রাম করেন। এবৎসরও ভাস্কর পণ্ডিত ঐ স্থানে দিয়া মুরশিদাবাদ যাত্রা করেন। যে দিন কাটোয়া পরিত্যাগ করিয়া মুরশিদাবাদ যান সেই দিন সদত খাঁর নৌকা কাটোয়ায় উপস্থিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রতাবলম্বী।

পলাশীর অদূরে গঙ্গাতীরে একটী মন্দির ছিল। উহার ঈশান কোণে একটী অশ্বথ বৃক্ষ জন্মিয়া মন্দিরের শিখরদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করে। মন্দিরটী এত পুরাতন যে, পলাশীর লোকেরা উহা কত দিনের নির্ম্মিত, তাহা বলিতে পারিত না। মন্দিরের প্রায় চারিদিকেই শ্মশান তুল্য স্থান। অন্ধকার রজনীতে স্থানটী ভয়ানক বোধ হইত। মন্দিরের অভ্যন্তরে একখানি শ্যামা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রতিমাখানি প্রস্তর নির্ম্মিত। গ্রামবাসীরা ঐ পাষাণ-ময়ী দেবীকে শ্মশানকালি বলিত। দেবীর নির্দ্দিষ্ট কোন পূজক ছিল না। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে কেহ কেহ গঙ্গাস্নানে আসিয়া মধ্যে মধ্যে দুগ্ধ ও গঙ্গাজল তাঁহার পাদপদ্মে ঢালিয়া দিত। বোধ হয় দেবীর কোন জমি জারাত ছিল না। দেবত্র বিষয়াদি থাকিলে অবশ্যই অধিকারী ব্রাহ্মণ জুটিত।

১৭৪৩ খৃঃ অব্দ—বসন্তকাল অতীতপ্রায়—সূর্য্য দেব অস্তাচল শিখরে উপবেশন করিবার সময়ে একদিন দুই ব্যক্তি উক্ত মন্দিরের নিকট আসিয়া পরস্পর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পদচারণা করিতে লাগিল। মন্দিরে নিপতিত রবিকিরণ দেখিতে দেখিতে এক জন অপরকে বলিলেন, "বন্ধো! অস্তমিত রবিকিরণে মন্দিরটী সমুজ্জ্বল দেখিয়া উহার ভাবী অবস্থার বিষয় আমার মনে হইতেছে।"

"মন্দির ফন্দির বা সূর্য্যস্ত ফুর্য্যাস্ত ভাবিবার আমার অবকাশ নাই।"

দ্বিতীয় ব্যক্তির উত্তরে কর্ণপাত না করিয়া প্রথম ব্যক্তি বলিলেন "আহা কি পরিপাটী কিরণ! যেখানে পড়িয়াছে সে স্থানটী যেন স্বর্ণ মণ্ডিত করিয়াছে। কিন্তু ক্ষণকাল পরে আর এরূপ মনোহর দৃশ্য থাকিবে না। আচ্ছা, কিছুক্ষণ পরে কি চন্দ্রোদয় হইবে না?"

"তুমি কিজন্য এরূপ প্রশ্ন করিতেছ?"

"তুমি কি জাননা যে এক দল নূতন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে। উহাদের দলবল দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। উহারা নবদ্বীপ বাসী চৈতন্য নামক এক ব্যক্তিকে অবতার বলিয়া মানিতেছে। লোকে বেদ বিধি শাস্ত্র ছাড়া মত মানিতে লাগিল আর বাকি রহিল কি! আর কিছুদিন পরে বোধ হয় এ গ্রামবাসীরা এই মন্দির বাসিনীর পদে এক ফোটা গঙ্গাজল ও দিবে না। মহাদেবের তন্ত্রকে একবারে জলে নিক্ষেপ করিবে। তাই বল্‌চি যে যাহারা উহাদের মত ভ্রমে পতিত হইয়াছে তাহাদেব তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে কি দেবীর করুণা-শশির জ্যোতি প্রকাশ হইবে না।"

"কতকগুলি অশিক্ষিত অপকৃষ্ট জাতীয় লোক এই কল্পিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। চৈতন্যের দল তাহাদের কাছে গ্রামে গ্রামে ঐ ধর্ম্ম প্রচার কবিয়া বেড়াইতেছে। তোমাব তন্ত্র মন্ত্র প্রচার করে কে! সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান না থাকিলে ত সকলে ও সব জানিতে পাবে না। এক্ষণে বঙ্গ দেশে হিন্দু রাজাব অধিকার নাই যে, রাজানুশাসনে লোকে সত্য ধর্ম্মানুসাবে চলিবে। এখন ছোট লোকেরা যাহাদের কাছে শিক্ষা ও প্রেম পাইবে তাহাদেরই বশবর্ত্তী হইবে"।

"আমি প্রচার করিব। সত্য ধর্ম্ম পুনর্জীবিত করিবার জন্য আমি জীবন উৎসর্গ করিব। অজ্ঞানীদিগকে কখনই প্রতারিত হইতে দিব না। চৈতন্য যে ঈশ্বর নয় ইহা শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিব। কল্পিত ধর্ম্ম বদ্ধমূল হইতে কখনই দিবনা—কখনই দিবনা। এই আমার ব্রত। আমার ও আমার তনয়ার জীবন দেবীর প্রিয় কার্য্য সাধনে নিযুক্ত করিব। এই আমার সংকল্প। (কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) তুমি আমার কথা শুনে কি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ! অন্যান্য বিষয়ে আমি এরূপ উদ্ধত নহি। কিন্তু যখন আমি ধর্ম্মকে অপবিত্র ও দূষিত হইতে দেখি, যখন প্রচারকগণের প্রবঞ্চনা জালে অশিক্ষিত লোকদিগকে আবদ্ধ হইতে দেখি, তখন আর আমার মনের ধৈর্য্য থাকে না।"

"আমি জানি যে তুমি এক জন উদ্ধত স্বভাবের লোক কিছুদিন পূর্ব্বে তুমি প্রণয় বিষয়ে উন্মত্ত ছিলে—অর্থাৎ তোমার পত্নী—"

"তুমি ক্ষান্ত হও—সে আমাকে প্রতারিত করিয়াছে"।

"তোমার মেয়ে—"

"আমার সঙ্গে এই পলাশীগ্রামে আছে।"

"যখন কৃষ্ণনগরে আমি তোমার প্রতিবেশী ছিলাম তখন তাহাকে বালিকা দেখিয়াছিলাম।—তোমার পিতা মাতার কি কোন সন্ধান পাইয়াছ?"

"যাঁহাদের আর পাওয়া যাইবে না তাঁহাদের কথায় আর কাজ নাই। আমার জীবন আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত হইয়াছে। অমার বিষয়ের পরিণাম বেস টের পাইয়াছি। দেবীর কৃপায় এক্ষণে আমি জীবনের অবশিষ্টাংশ সত্যধর্ম্ম পালনে নিযুক্ত করিয়াছি।"

"তোমার মত এরূপ কঠোর ব্রতাবলম্বী হইবার আমার সাধ্য নাই।"

"বন্ধো! যে দিন আমি সকল কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হই—যে দিন হইতে আমার সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ঈশ্বর কেবল আমারই উপর ন্যস্ত করিলেন—যে দিন বাটী হইতে আমি চিরকালের জন্য বিদূরিত হই—সেই দিন হইতেই আমার হৃদয়ে গত পাপের জন্য পরিতাপ হইতে থাকে এবং সেই দিন হইতেই আমি ধর্ম্মকে এক মাত্র সুহৃদ বলিয়া অবলম্বন করিয়াছি। (আমাকে এখন হইতে রামভট্ট বলিয়া ডেক) আমার সন্তানকে সাবধানে রক্ষা করিতেছি। পরদুঃখ মোচন, পরিত্যক্ত ব্যক্তিকে সাহায্য দান, রোগীর শুশ্রূষা এই সমস্ত তাহার জীবনের কার্য্য বলিয়া স্থির করিয়া দিয়াছি। আমরা এক্ষণে উভয়েই ঈশ্বরপ্রেমী।"

"তোমার সন্তানের বয়স অল্প—তাহাকে বড় বিশ্বাস কর না।"

"তদ্বিষয়ে কোন ভয় নাই। একজন সমধর্ম্মাবলম্বী ও সমব্রতীকে তাহার রক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছি। বল্লভাচার্য্যের সহিত আমার প্রায় এক বৎসর হইল প্রথম দেখা হয়। সে ব্যক্তি ধার্ম্মিক ও বিশ্বাসী।"

"সে ব্যক্তি কে, যে তোমার তাহার উপর এত বিশ্বাস?"

"সে আমার সমবয়স্ক বলিলেও বলা যায়। আমি তাহাকে পরিত্যক্ত দেখিয়া তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছিলাম। সে একজন নূতন ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। তাহাকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছি। এক্ষণে সে আমার সমব্রতাবলম্বী হইয়াছে। দেবীর প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখিয়া আমি তাহাকে বিশ্বাসভাজন বলিয়া জানিয়াছি।"

"তোমার তনয়া কি তাহাকে ভক্তি ও সম্মান করে?"

"সে জানে যে আমার যাহা প্রিয় তাহা তাহারও প্রিয় এবং আমার যাহা অপ্রিয় তাহা তাহারও অপ্রিয়। তুমি কি আমার কন্যাকে অবাধ্য দেখিতে পাইবে। আমার সঙ্গে গিয়া সমস্ত বিষয় একবার দেখে এস। চল, আমার বাড়ী চল। দুই জনে বেস সমব্রতী হইয়া কাজ্ করিব।"

"না হে—আমি স্বাধীনভাবে জীবন কাটাইব। কোন স্থানে বা কোন বিষয়ে আবদ্ধ হইব না।"

"বন্ধো! আমি তোমাকে থাকিতে অনুরোধ করিতেছি।"

"না ভাই, আমি চল্লাম" (প্রস্থান)

বন্ধু চলিয়া গেলে পর রামভট্ট ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। বাল্যবন্ধুর সহিত বিচ্ছেদ হইল ভাবিয়া একবার তাঁহার মনে দুঃখ হইল। কিন্তু সে দুঃখ অধিকক্ষণ রহিল না। তিনি বলিলেন "যে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে বিরত সে আর আমার বন্ধু নয়।" এই বলিয়া তিনি দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

পাঠক। রামভট্ট কিরূপ লোক তাহা তুমি এক্ষণে বুঝিতে পারিলে। তিনি জীবনের স্বার্থ বিসর্জ্জনে ব্রতী। বন্ধুর নিকট সরলভাবে যাহা তিনি বলিলেন সে তাঁহার বিনীত স্বভাবের পরিচয়। বাল্যকালে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ এবং তৎপরে আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপণ করিয়া কিছুতেই তিনি শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। যৌবনে যে স্ত্রীলোকের তিনি পাণিগ্রহণ করেন সে স্ত্রীলোক তাঁহাকে প্রতারিত করে। যে তাঁহার প্রণয়িনী—যাহাকে তিনি স্বীয় প্রাণাধিকা ভাবিতেন—তৎকর্তৃক প্রতারিত হইলেন দেখিয়া কিছু

দিন তিনি মনের দুঃখে অবসন্ন হইলেন। কিন্তু সে দুঃখের পরিণাম ফল ভাল হইল। তিনি দুঃখ ও কষ্ট পাইয়া জ্ঞানলাভ করিলেন। সাংসারিক সুখ তাঁহার মনে অসার বোধ হইল। বিষয়াদিতে তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিল। পিতা পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণ শক্তির উপাসক ছিলেন বলিয়া তিনিও দেবীর আরাধনা করিতে যত্নবান হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

স্বর্ণলতা।

জনাকীর্ণ নগর আর পল্লীগ্রামে এই উভয়ের দৃশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পল্লীগ্রামে নগরের শিল্প সৌন্দর্য্য কিছুই নয়নকে আকর্ষণ করে না। সুরম্য অট্টালিকা, বিচিত্র দেব মন্দির, প্রস্তর খণ্ডাবৃত পরিষ্কার পথ, বহুদেশীয় জনগণের সমাগম, এ সমস্তের কিছুই এখানে দেখা যায় না। এখানকার লোকেরা যেন পৃথিবীর আদিম নিবাসী। দুই একটী ইষ্টকালয় ভিন্ন এখানে সকলই দোচালা, তেচালা, আটচালা ইত্যাদি খড়ুয়া বাড়ী। এখানকার পথ সকল সঙ্কীর্ণ ও ধূলিময়। পলাশী এইরূপ পল্লীগ্রাম। গ্রামের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে একটী সামান্য পুষ্পোদ্যান মধ্যে রামভট্টের ইষ্টকালয়। তাঁহার গৃহের সন্নিকটে প্রিয়বাবুর বাগানবাটী। সেইটীই কেবল অট্টালিকা নামে খ্যাত হইতে পারিত। বড়লোকের প্রাসাদ সন্নিহিত বলিয়া রামভট্ট একবার নিজের গৃহাদি বিক্রয় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রিয়তমা তনয়ার অনুরোধে তিনি সে উদ্যম হইতে নিবৃত্ত হন। তনয়া স্বভাবের শোভা দর্শনে অনুরক্তা ছিলেন এবং উদ্যান মধ্যে মনমত নানা প্রকার তরুলতা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাহার অনুরোধ রক্ষা করেন।

রজনী হাস্যমানা। চন্দ্রমার বিমল সুধা জগতে বর্ষিত হইতেছে—রাম ভট্টের পুষ্পোদ্যানের চতুর্দ্দিক শশিকিরণে সমুজ্জ্বল। নিকটস্থ প্রিয়বাবুর বাগানবাটী ও পলাশীর ময়দান স্পষ্টরূপ দর্শন পথে পতিত হইতেছে। উক্ত উদ্যানে জনমানবের সমাগম নাই। ঐ সময়ে রামভট্টের গৃহের বাতায়ন প্রদেশে একটী যুবতী বসিয়া যেন কি চিন্তা করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া রমণী উদ্যান মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হস্তে একটী বংশী লক্ষিত হইল। বাঁশীটী হস্তে করিয়া তিনি উদ্যান মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন, এবং চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া এক একবার বাঁশীটী বাজাইতে চেষ্টা করিলেন। পুনরায় এদিক ওদিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক এক স্থানে উপবেশন করিয়া আস্তে আস্তে বংশীতে এই সঙ্গীতটি আরম্ভ করিলেন,—

ইমন—মধ্যমান।

মা সঙ্গীত জননী!
স্বর্গ ত্যজি অবনীতে অবতীর্ণা কেন শুনি?
হৃদয় দুঃখ যন্ত্রণা, স্মরিলে তোমায় থাকে না,
দেহ এ দাসীরে শান্তি, মাতঃ বিরামদায়িনী।

গীতটী গাইতে গাইতে রমণী আকাশপানে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। চারিদিকে তিনি আর একবার নেত্রপাত করিলেন। "আমার হস্তার্জ্জিত তরুগণেরই কি শোভা! নিশার অদ্য বেশভূষাই কি মনোহারিণী!" এই বলিতে বলিতে রমণী চিন্তায় নিমগ্না হইলেন।

এই রমণীই রামভট্টের তনয়া। ইহাঁকেই তিনি কাব্য ও সঙ্গীত ইত্যাদির সুখলাভ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। মাতৃহীনা, সঙ্গীহীনা, নির্জ্জনবাসিনী হইয়া সতত ইহাঁকে পিতার কঠিন আদেশ প্রতিপালন করিতে হইত। যদি পিতার অবাধ্য হইয়া ইনি বংশীর সঙ্গলাভ করিতে না পারি-

তেন তাহা হইলে বিষণ্ণভাবেই ইহাঁর দিন যাইত। ইহাঁর পিতা বৃথাই ইহাঁকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, প্রণয়, স্বাধীনতা, আমোদ, কাব্য, চিত্র, সঙ্গীত, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি পার্থিব সমুদায় বিষয়ই অকিঞ্চিৎকর ও অসার। আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোযোগ কালে বৃথা ইনি ভাবিয়াছিলেন যে, পিতৃ নিষিদ্ধ বিষয়ে কখনই আসক্তা হইবেন না। পুষ্পোদ্যান ভাল বাসিতে বাসিতে ক্রমে ইনি সঙ্গীতপ্রিয়া হইয়াছিলেন। স্বভাবতঃ সঙ্গীতানুরক্তা ছিলেন বলিয়া ইনি প্রিয়বাবুর নিকট গান শিখিতে যাইতেন। অতি শৈশবাবস্থায় ইহাঁর মাতা ইহাঁর কাছে বসিয়া গান গাইতেন। তখন হইতেই ইহাঁর সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম জন্মে। সেই আসক্তিটী এইরূপ প্রবলা হইয়াছিল যে, ইনি পিতার নিষেধ বাক্য সত্ত্বেও গোপনে প্রিয়বাবুর কাছে গিয়া সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রিয়বাবু ইহাঁকে কি ভাবে দেখিতেন তাহা ইনি একবারও ভাবিতেন না। তাঁহার কাছে বংশী লাভ করিয়া ইনি কেবল কৃতজ্ঞতার ভাব দেখাইয়াছিলেন। সরল স্বভাবা এই রমণী বংশী সহ নির্জ্জনে স্বীয় দুঃখ নিবারণ করিতেন। বংশীই ইহাঁর পিতা, মাতা সঙ্গী ও প্রণয়ী স্বরূপ ছিল এবং সেইটীকেই ইনি আনন্দ, স্বাধীনতা এবং জ্ঞানের আভরণ মনে করিতেন। বংশীটী হস্তগত হওয়া অবধি ইহাঁর স্বাভাবিক নম্রতা, স্নেহ ও যৌবন সৌন্দর্য্য যেন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বাঁশীকেই ইনি সম্বোধন করিতেন, চুম্বন করিতেন এবং তাহারই সঙ্গে ক্রীড়া করিতেন।

যৎকালে উদ্যানে বসিয়া ইনি চিন্তায় নিমগ্না হন তখন ইনি একাকিনী ছিলেন না। এক জন কৃষ্ণবর্ণ, বিকট দর্শনধারী, বিমর্ষান্বিত বৃদ্ধ আস্তে আস্তে আসিয়া ইহাঁর পার্শে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ঐ ব্যক্তির সঙ্গেই প্রিয়-বাবুর সাক্ষাৎ হয় এবং উহাঁরই নাম বল্লভাচার্য্য। রমণীর নিকটে আসিয়া উনি বলিলেন "তোমার বাঁশীটী লুকাও—রামভট্ট দ্বারে উপস্থিত"। এই কথা শ্রবণমাত্র সরলা চমকিয়া উঠিলেন এবং ক্ষণেক স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিলেন। পরে বস্ত্রমধ্যে বাঁশীটী লুকাইয়া দ্রুতবেগে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিলেন দ্বার দেশে পিতা

দণ্ডায়মান। আর বাঁশীটী যথা স্থানে রাখিয়া আসিতে পারিলেন না। রাম ভট্ট তনয়াকে দেখিয়া বলিলেন—

"স্বর্ণলতা, তুমি উদ্যান মধ্যে অনেকক্ষণ থাকিতে আরম্ভ করিয়াছ। উদ্যানে এমন কি চিত্তাকর্ষণের বস্তু আছে যে তুমি এত রাত্রি তথায় একাকিনী বসিয়া থাক। তুমি কম্পিত হইতেছ কেন? তোমার মুখটী যে আজ মলিন দেখ্‌চি—কারন কি? কোন অসুখ হয় নাই ত? এস, আমার কাছে এস, দেখি—

স্বর্ণলতা যেমন পিতার আদেশ রক্ষা করিবার জন্য তন্নিকটে যাইবেন অমনি লুক্কায়িত বংশীটী ভূমিতে পড়িয়া গেল। রাম ভট্ট তদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বংশীটী তুলিয়া লইলেন এবং ক্ষণকাল মলিন বদনা তনয়ার পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া সক্রোধে বলিলেন "এইরূপ লম্পটপ্রিয় পদার্থ আমার গৃহে—আমার তনয়ার কাছে!" ক্রমে তাঁহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইল। ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া তিনি বাঁশীটী ভূমিতে নিক্ষেপ করতঃ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সাধের সামগ্রী ভগ্ন হইল দেখিয়া স্বর্ণলতা মনে করিলেন যে তাঁহার সর্ব্বসুখের আকরটী নষ্ট হইল। কিন্তু সেরূপ মনের ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। বংশী অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ কর্ত্তৃক শীঘ্রই পরিত্যক্ত হইতে হইল, এই ভাবিয়া রমণী চক্ষের জলে গাত্রবসন ভিজাইয়া ফেলিলেন। কাঁদিলে আর কি ফললাভ হইবে? রাম ভট্টের হৃদয় এক্ষণে ক্রোধের বশতাপন্ন—সগম্ভীরস্বরে তিনি কেবল এই কথাগুলি বলিলেন; "যাও, তোমার ঘরে যাও। কাল্‌ ইহার গুপ্ত কারণ জানিতে অনুসন্ধান করিব।" "আজ্ঞা করিবামাত্র স্বর্ণলতা তৎপ্রতিপালনে যত্নবতী হইলেন। ভগ্ন বাঁশীটী লইবার মানসে একবার যেন তিনি পিতার অনুমতি পাইবার জন্য তাঁহার পানে নেত্রপাত করিলেন। কিন্তু সে দৃষ্টি মুহূর্ত্তকালের মধ্যে অন্যদিকে নিক্ষিপ্ত হইল। অবিলম্বে তিনি আপন ঘরে প্রবেশ করিলেন।

স্বর্ণলতা স্বীয় ঘরে প্রবেশ করিলে পর রাম ভট্টের নিকট আর এক ব্যক্তি আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। ইনি বল্লভাচার্য্য। রাম ভট্ট ইহাঁকে দেখিবামাত্র

ভগ্নবংশী পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন, "বল্লভাচার্য্য, আমি তনয়া কর্ত্তৃক আজ প্রতারিত হইয়াছি।" তচ্ছ্রবনে আগন্তুক কোন উত্তর করিলেন না। রামভট্ট পুনরায় বলিলেন "সাংসারিক কার্য্যে বিব্রত হইয়া আমি ধর্ম্ম কার্য্যের হানি করিতে পারিব না, অদ্য রাত্রিতে আমার মন্দিরের কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। কাল আমি তনয়াকে এসমস্ত ব্যাপারের গূঢ় কারণ জিজ্ঞাসা করিব। আচার্য্য, ইহাতে তোমার যে কোন দোষ আছে তাহা আমি মনে ভাবিতেছি না। তোমার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে।" বল্লভাচার্য্য কথাগুলি শুনিলেন কিন্তু এবারও কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। তৎপরে রামভট্ট মৃদুস্বরে কি বলিতে লাগিলেন। তিনি আপন অদৃষ্টের প্রতি ভৎর্সনা পূর্ব্বক বলিলেন "আজ তনয়া সহ মন্দিরে উপাসনা করিব ভাবিয়াছিলাম—তা সে মননের প্রতিফল কি এই হইল? কি আশ্চর্য্য! তনয়া আমার পাপোদ্দীপক বাঁশীটী কোথা পাইল? উঃ! আমার মনে যে কিছু মাত্র শান্তি নাই। কি করে দেবীর অর্চ্চনা করিব? কৃপাময়ি! তুমি আমার মনচাঞ্চল্য দূর কর। তোমার পবিত্র কার্য্য যেন আজ্ আমি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হই। (বল্লভাচার্য্যের প্রতি) দেখ আচার্য্য, আজ্ আর আমি বিলম্ব করিব না—আমি মন্দিরে চলিলাম। তুমি সতর্ক থাকিয়া আমার কন্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। আমি আসিবার সময় যেন একজনকে আমার উদ্যানে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলাম। তা সে বিষয়ে আমার ভ্রম হইতে পারে। যাইহউক, তুমি দেখ যেন কোন বিপদ ঘটে না।" এই বলিয়া রাম ভট্ট রজনীর নিয়মিত কার্য্য প্রতিপালন জন্য গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

তিনি চলিয়া গেলেন। বল্লভাচার্য্য গৃহের দ্বারে আসিবার সময় দেখিলেন, স্বর্ণলতা একটী দীপ হস্তে করিয়া ভগ্ন বংশীটী কুড়াইয়া চুম্বন করিতে করিতে আবার নিজ প্রকোষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি অন্তরালে থাকিয়া মৃদুস্বরে কেবল এই কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন "তুমিও বাঁশীটী পাইবে আর আমারও কার্য্য সিদ্ধ হইবে।"

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বল্লভাচার্য্য।

পাঠক! যদি বল্লভাচার্য্যের বিশেষ পরিচয় জানিতে অভিলাষ হইয়া থাকে তবে পলাশী পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইবে। নূতন স্থান ও নূতন লোক দেখিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? মনুষ্য মাত্রেই নূতন বিষয়ে অনুরাগী। অতএব এস, একবার নূতন স্থান দেখিয়া আসি। এস, একবার শান্তিপুরে গমন করি।

শান্তিপুর একটী প্রসিদ্ধ নগর। ইহার দক্ষিণে ভাগীরথী বহুকাল হইতে প্রবাহিত হইয়া নগরের শোভা বর্দ্ধন এবং জলদানে নগরবাসীগণের জীবন রক্ষা করিতেছে। পূর্ব্বে তটিনীর কলস্বর অনায়াসেই নগরবাসীরা গৃহে বসিয়া শ্রবণ করিতে পাইত। এক্ষণে কল্লোলিনী কিছু দূরবর্ত্তিনী হওয়াতে তাহারা সে সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। নগরে ধনী, দীন উভয়বিধ লোকেরই বাস। এখানকার তাঁতী ও স্বর্ণকারেরা শিল্পনৈপুণ্যে বিখ্যাত। প্রবাদ আছে যে এখানকার স্ত্রীলোকেরা রূপবতী ও রসিকা। কিন্তু সে সমস্ত বিষয় বর্ণন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এখানে অদ্বৈত গোস্বামীর নিবাস বলিয়া আমরা এক্ষণে ইহার বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

১৬৭৩ খৃঃ অব্দ। একব্যক্তি একটী বালক সঙ্গে করিয়া অদ্বৈত গোস্বামীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বালকটীকে রাখিয়া তিনি বাটীর বাহিরে আসিলেন এবং অবিলম্বে নগর পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। বালকটীর নাম বিনোদলাল রায়। তিনি অদ্বৈতের একজন আত্মীয়ের পৌত্র ছিলেন। তাহার পিতা মুরশিদাবাদ সহরে বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। বাল্যকাল হইতে ঐ ব্যক্তির মনে যশলালসা বলবতী হয়। কি প্রকারে আপন জ্ঞাতিবর্গের নিকট একজন সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া পরিগণিত হইবেন এই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। নিজের যত্নে তিনি

ইষ্টসিদ্ধ করিতে পারেন নাই। দিন দিন তাহার ব্যবসায়ের অবনতি হইতে লাগিল। কিরূপে বংশগৌরব স্থাপন করিবেন তদ্বিষয়ে সর্ব্বদাই তিনি চিন্তাযুক্ত থাকিতেন। স্বয়ং উদ্দেশ্য সাধন করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি পুত্র দ্বারা মনোরথ সিদ্ধ করিতে মানস করিলেন।

ঐ সময়ে চৈতন্যের নূতন ধর্ম্ম বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে প্রচারিত হইয়াছিল। আপন আত্মীয় অদ্বৈতকে নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যশও প্রতিপত্তি লাভ করিতে দেখিয়া, তিনি বিনোদকে উক্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্ত করিবার মানসে অদ্বৈতের গৃহে রাখিয়া গেলেন। বিনোদ যাহাতে অদ্বৈতের মত প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে পারেন এইই তাঁহার উদ্দেশ্য।

অদ্বৈতের আলয়ে বিনোদ সমাদৃত হইলেন। যদিও অদ্বৈত স্বয়ং তখন জীবিত ছিলেন না তবুও তদ্বংশীয় গোস্বামীগণের কাছে তিনি স্নেহ পাইতে লাগিলেন। তথায় বিনোদকে বৈষ্ণবেরা প্রভু সন্তান বলিয়া সম্বোধন করিত। বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত ও প্রণালী সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে তাঁহার উত্তম জ্ঞান জন্মিল। তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্বীয় নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক বল্লভাচার্য্য নাম ধারণ করিলেন।

বল্লভাচার্য্য প্রতি দিবস প্রাতঃকালে সহস্তে পুষ্প চয়ন করিতেন। ভাগীরথী নীরে অবগাহন পূর্ব্বক মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত পূজায় নিযুক্ত থাকিতেন। মালাজপ ও সংকীর্ত্তনাদি তাঁহার দৈনিক কার্য্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সর্ব্বাঙ্গে "কৃষ্ণ রাধা, কৃষ্ণ রাধা" এই নামশ্রেণী এঁকিয়ে বেঁকিয়ে লেখা, হাতে হরিনামের ঝুলি, কণ্ঠভরা মালা, নাকে বরফি সন্দেশাকৃতি একটী তিলোক, এই সমস্ত আভরণে ভূষিত হইয়া তিনি যেন বৈষ্ণবচূড়ামণি হইয়া বেড়াইতেন। কিন্তু মনে মনে তাহার একটী অসুখের কারণ ছিল। অদ্বৈতের নীচ জাতীয় অশিক্ষিত শিষ্যগণের সঙ্গে তিনি মিশিতে ইচ্ছা করিতেন না। তিনি ভাবিতেন যে অপকৃষ্ট জাতি মধ্যে খ্যাতি লাভ করা কঠিন নহে। কিন্তু তাহাতে সুখ কি? যাহারা বিদ্যা শিক্ষা করে নাই তাহারাও যেমন আর পশুরাও তেমন। অতএব শিক্ষিত ভদ্র সমাজ মধ্যে পরিগণিত হওয়া আবশ্যক।

কিছু দিন শান্তিপুরে বাস করিয়া বল্লভাচার্য্য বিরক্ত হইলেন। অদ্বৈতের পরিবার বা তাহার শিষ্যসঙ্গ আর তাঁহার ভাল লাগিল না। অদ্বৈতাদি ব্যক্তিগণ অজ্ঞ সমাজের পূজার্হ ও তন্মধ্যে অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ভদ্র সমাজে সেইরূপ প্রতিপত্তি সংস্থাপন করিবার মানস করিলেন। মনে কোন বিষয়ের ইচ্ছা হইলে লোকে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করে। শান্তিপুরে অদ্বৈতের দল বল থাকিতে যে তিনি তথায় নাম সংস্থাপন করিবেন এরূপ সম্ভাবনা না থাকায়, বল্লভাচার্য্য ঐ নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া বল্লভাচার্য্য গ্রামে গ্রামে ভদ্রলোকদিগের নিকট চৈতন্য কল্পিত মত প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদের কাছে আদৃত না হইয়া বরং ঘৃণিত হইয়া পড়িলেন। একে চৈতন্যের ধর্ম্ম নূতন, তাহাতে আবার তদ্ধর্ম্মের মত গুলি শাস্ত্র বিরুদ্ধ। ভদ্রলোকেরা তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে নূতন মত শীঘ্র সংস্থাপন করিতে কেহই পারেন নাই। বল্লভাচার্য্যের আশা পূর্ণ হইল না। অবশেষে তিনি অদ্বৈতাদি ব্যক্তিগণের ন্যায় অগ্রে নীচ লোককে শিষ্য করিতে সঙ্কল্প করিলেন। প্রাধান্য লাভ করাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। ভদ্রসমাজ মধ্যে সে উদ্দেশ্য সংসাধিত না হওয়াতে তিনি ভদ্রসমাজ পরিত্যাগ করিলেন।

এ গ্রাম ও গ্রাম পর্য্যটন করিতে করিতে তিনি পরিশেষে জলঙ্গী নদী তীরস্থ একটী অপ্রসিদ্ধ স্থানে উপনীত হইলেন। বেনে, কৈবর্ত্ত, ধোপা ডোম ইত্যাদি লোকেরা তথায় বাস করিত। সামান্য সামান্য ব্যবসায় তাহাদের জীবনোপায় ছিল। গ্রামবাসীরা শুভঙ্কর পণ্ডিতের হিসাব শিখিয়া এক রকম নিরাপদে ব্যবসায় চালাইত। গ্রামে এক ঘরও ব্রাহ্মণ ছিল না। বল্লভাচার্য্য তথায় থাকিবার ইচ্ছা করাতে সকলেই আনন্দিত হইল। তিনি দিন দিন তাহাদের কাছে আদরণীয় হওয়াতে নূতন ধর্ম্ম প্রচার ও সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইলেন। সেখানে তিনি ধন ও যশলাভের আশাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। গ্রামবাসীরা অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে একটী মন্দির নির্ম্মাণ

করিয়া দিয়াছিল। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই তথায় সংকীর্ত্তন করিতে যাইত। আহার জন্য বল্লভাচার্য্যকে কিছুই ভাবিতে হইত না। ঘৃত, দুগ্ধ, চাল্, ডাল্ যাহা ইচ্ছা করিতেন তাহাই গ্রামবাসীরা তাঁহার দ্বারে উপস্থিত করিত। কিন্তু চিরদিন কখন সমান ভাবে যায় না। সুখদুঃখ সংসারে পর্য্যায়ক্রমে ভ্রমণ করিয়া থাকে। বল্লভাচার্য্যের সুখ-প্রদীপ অকস্মাৎ নির্ব্বাণ হইল।

ঐ গ্রামটী একজন দুরন্ত জমিদারের হস্তগত হইল। ঐ ব্যক্তি শাক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। চৈতন্যের ধর্ম্মকে তিনি ঘৃণা করিতেন। আপন জমিদারীর মধ্যে একজন বিধর্ম্মী আসিয়া স্বীয় মত স্থাপন করিয়াছে শুনিয়া তিনি কোপান্বিত হইলেন। তাঁহার আদেশে বল্লভাচার্য্যের মন্দিরটী পর্য্যন্ত ভগ্ন হইল। অপমানিত ও অত্যাচারগ্রস্ত হইয়া তিনি মনের দুঃখে উক্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু যান কোথায়? শান্তিপুর যাইতে তাঁহার আর ইচ্ছা হইল না। তিনি আপন অদৃষ্টকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে যে স্থানে তাঁহার পিতা বাণিজ্য করিতেন সেই স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

১৭৪২ খৃঃ অব্দ—বল্লভাচার্য্য মুরশিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করিয়া উন্মত্তের ন্যায় এ গ্রাম ও গ্রাম ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মুরশিদাবাদ গিয়া যে কি করিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, যাইতে যাইতে তিনি এক দিন পলাশী গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় দুই দিন এক গৃহস্থের বাটীতে অতিথি স্বরূপ অবস্থান করিয়া তিনি শুনিলেন যে, পলাশীতে একজন ধর্ম্মব্রতাবলম্বী বাস করেন। তচ্ছ্রবণে উৎসাহিত হইয়া পরে তিনি উক্ত ব্যক্তির আশ্রয়লাভে কৃতকার্য্য হন।

পাঠক! যে ধর্ম্মাবলম্বীর আশ্রয়লাভে বল্লভাচার্য্য কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তিনি কে তাহা তুমি অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছ; তিনিই রামভট্ট। তাঁহারই নিকট গিয়া বল্লভাচার্য্য দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মনে মনে চৈতন্য ধর্ম্মপ্রেমী, কিন্তু বাহিরে রামভট্ট প্রচারিত ধর্ম্মে স্বীয় বিশ্বাস জানাইতেন। কপট ব্যক্তিকে চেনা মনুষ্যের অসাধ্য। রামভট্ট তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া আপনার

সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। বাহিরের ভক্তি দেখিয়া তাঁহার বল্লভাচার্য্যের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মে। সেই বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে এরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তিনি সেই ব্যক্তির হস্তে আপন কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদান করেন। বল্লভাচার্য্য যেরূপে স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছিলেন তাহা এখানে আর বলিবার আবশ্যক নাই।

সপ্তম অধ্যায়।

মুরশিদাবাদ—নবাব-শিবির।

মুরশিদাবাদ ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী। এই স্থানে নদী দক্ষিণ বাহিনী হইয়া প্রকৃতির শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। নদীর পূর্ব্বতীরে নবাবের অট্টালিকা সমুদায় শিল্প সৌন্দর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। নদীর উপরেই নবাবের ইমাম বাড়ী। ঐ অট্টালিকার চূড়া সকল স্বুবর্ণ কলস মণ্ডিত। মুসলমানদিগের পর্ব্বোপলক্ষে ঐ গৃহে মহা সমারোহ হইয়া থাকে। ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে ঐ স্থানে লোকের বসতি ছিল। উক্ত বাটীর দক্ষিণে নবাবের সহস্রদ্বারি অট্টালিকা নদী তীরে সুশোভিত রহিয়াছে। বর্গীদিগের আক্রমণ সময়ে উহার সন্নিকটে নবাব আলীবর্দ্দীর শিবির সংস্থাপিত ছিল। এক দিন আলীবর্দ্দী অমাত্যবর্গ বেষ্টিত হইয়া তন্মধ্যে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময়ে একব্যক্তি একখানি সুন্দর বজ্‌রা হইতে উঠিয়া গঙ্গাতীর হইতে সেই শিবিরের দিকে গমন করিলেন। শিবিরদ্বারে উপনীত হইয়া তিনি ছেলাম করিতে করিতে নবাবের সম্মুখীন হইলেন। আলীবর্দ্দী তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন;—

"আসুন, খাঁ সাহেব আসুন। আমি আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। কলিকাতায় ইংরাজেরা কি খাত খনন করিতেছে, আপনি তাহা দেখিতে গিয়াছিলেন—এদিকে যে আবার এক বিপদ উপস্থিত। আমি শুনিতেছি বর্গীরা এবারেও এখানে আসিবে। একেবারে দুই জাতির সহিত সংগ্রাম করা সহজ হইবে না। ইংরাজেরা তথায় দুর্গই করুক আর যাহাই করুক, সে বিষয়ে সম্প্রতি আপনার মনোযোগ দিবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে এবার যাহাতে বর্গীর উপদ্রব না হয় তাহার উপায় অবলম্বন করুন।"

"আপনি জনরবে শুনিয়াছেন যে এবৎসরও তাহারা আসিবে। আমি আপনাকে সঠিক সম্বাদ দিতেছি যে তাহারা বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছে। আর দুইচারি দিনের মধ্যে বোধ হয় তাহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইবে।"

"বলেন কি? এবার ডাকাইতেরা আসিয়াছে? আপনার কথা শুনে বোধ হইতেছে যে আপনি উহাদিগকে নিকটেই দেখিয়াছেন।"

"তা দেখিয়াছি বলিলেও বলা যায়। আমি আসিবার সময় কাটোয়াতে নৌকা লাগাইয়াছিলাম। তথায় হুজুরের একজন প্রতিপালিত ওমরা সদত খাঁর পত্নীকে বিপন্না দেখিয়া আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। তাঁহার স্বামী পুত্রগণকে মহারাষ্ট্রীয়েরা বিনাশ করিয়াছে।"

"(যেন চমকিয়া) কি বল্লেন? তবে কাটোয়ায় আসিয়াছে! (ক্ষণ পরে) নিষ্ঠুরেরা নিরপরাধী বালকদেরও সংহার করিয়াছে। সদত খাঁর পত্নী কোথায়?"

"তিনি কাফের বর্গীর মুণ্ডু ছেদন না দেখিলে আর বাটী আসিবেন না—আমার সঙ্গে ত নৌকা হইতে উঠিলেন না। আমি তাঁহার প্রতিজ্ঞা শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন যে "যে দিন এই হস্ত দ্বারা কাফের বর্গীশোণিতে ধরাতলকে প্লাবিত করিতে পারিব সে দিন এ শোকদগ্ধ হৃদয়ের বেদনার হ্রাস হইবে।"

"চাই—এরূপ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম—মুসলমান রমণীদের কাছে এইরূপ কথা শুনিতে চাই। যে দিন সকল মুসলমান রমণী এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে পারিবে, সে দিন হইতে আর আমাদের শত্রুভয় থাকিবে না। উঃ, ছেলেগুলিকে বিনষ্ট করিয়াছে। এই কি বীরের ধর্ম্ম? আচ্ছা—

"যেরূপে শিশুদিগকে বধ করিয়াছে তাহা যদি মনোযোগপূর্ব্বক শুনেন, তাহা হইলে দুঃখ ও ক্রোধের আর ইয়ত্তা থাকে না।"

"যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা এক্ষণে আর শুনিবার অবকাশ নাই। গতবৎসর বর্গীরা কাটোয়া হইতে মুরশিদাবাদ আসিবার সময় পলাশীতে ছাউনি করিয়াছিল। এবারও বোধ হয় তথায় একটা অড্ডা করিবে। যেখানে কাটোয়ায় আসিয়াছে সেখানে মুরশিদাবাদ আসিবার আর বিলম্ব নাই—তবে সম্মুখস্থ গ্রাম সকল লুট করিয়া আসিতে যাহা দেরি। আপনি অবিলম্বে পলাশী যাত্রা করুন। আমি এদিকে সতর্ক থাকিলাম। খাঁ সাহেব! আপনার উপর আমার সমস্তই নির্ভর। আপনি না থাকিলে আমার আফগান বংশগৌরব রক্ষা করা কঠিন হইত।"

"(গর্ব্বিত ভাবে) তা আমি আপনার অধীনস্থ আফগান সৈন্যগণের যত দিন অধ্যক্ষ থাকিব—যতদিন এ দেহে আফগান শোণিত প্রবাহিত হইবে—ততদিন রণদক্ষতা প্রদর্শনে আমি নিরস্ত থাকিব না।"

"খাঁ সাহেব! দুর্দ্দমনীয় মহারাষ্ট্রীয়দের এবার কোন কৌশলে পরাস্ত করিতে হইবে। উহাদের সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া যদি অর্থ প্রলোভন দেখাইতে পারেন, যদি আমার শিবিরে তাঁহাকে লইয়া আসিতে পারেন তবে—

"আমি ভীরুতার কার্য্যে সম্মত নহি। আপনার এরূপ প্রস্তাবে আমি মত দিই না। আমার দ্বারা ঐরূপ কার্য্য কোন প্রকারেই সম্পাদিত হইবে না।"

"বন্ধো! আমি তাহা হইলে আপনাকে বেহারের সুবেদারী পদ প্রদান করিব। আমি নিশ্চয় এই অঙ্গীকার প্রতিপালন করিব। তাহা হইলে আর উহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবেনা।"

"তা যদি বেহারের সুবেদারী পদে আমাকে নিযুক্ত করেন তবে—"

"আমি বলিতেছি যে আপনার এই বন্ধুতার কার্য্য আমার চিরকাল মনে থাকিবে। আপানাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিব। বন্ধো! আপনি গমন

করুন,—যাহাতে উদ্দেশ্য সফল হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন। (একখানি লেফাফা লইয়া) আপনার পরিচ্ছদ মধ্যে এই খানি রাখুন।”

উচ্চপদ পাইবার আশায় মাস্তাফা খাঁ নবাবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি নবাব প্রদত্ত লেফাফা খানি স্বীয় পরিচ্ছদ মধ্যে রাখিয়া আলীবর্দ্দীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নৌকা ঘাটে লাগান ছিল। তথায় পান্নু বিবি তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নবাবের নিকট বিদায় হইয়া নৌকায় প্রত্যাগমন করিলে পর পান্নু বিবি মস্তাফাকে বলিলেন, “নবাবের সঙ্গে কি কথোপকথন হইল?”

“নবাব আমাকে পলাশী যাইতে আদেশ করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা বোধ হয় তথায় শীঘ্রই উপস্থিত হইবে। তোমার বিপদের কথা শুনিয়া নবাব দুঃখিত হইলেন। কিন্তু বিশেষ কোন ব্যক্তির দুঃখে অভিভূত থাকিবার আর সময় নাই। বর্গীরা আসিয়াছে শুনিয়া তিনি উৎকণ্ঠান্বিত হইলেন এবং উহাদের উপদ্রব নিবারণের জন্য আমাকে পলাশী যাইতে বলিলেন। তুমি এক্ষণে গৃহে গমন কর। আমি তোমার নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছি তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিব।”

“আমি আপনার সঙ্গে যাইব আমার এই কথাটী আপনাকে রাখ্‌তে হবে।”

“তুমি একবার বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছ। আবার আমার সঙ্গে গিয়া বিপদে পড়িবে।”

“আমার আর বিপদ কি? আমার স্বামী পুত্র যখন বিনষ্ট হইয়াছে, তখন আর নিজের জীবনের উপর যত্ন কি? আপনি আমার জন্য কোন বিপদকেই বিপদ মনে কর্‌বেন না। এক্ষণে ইষ্ট সিদ্ধি—”

“তবে আমার সঙ্গে চল—(মাজিকে) নৌকা খুলিয়া পলাশী চল্‌। শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইতে হইবে।”

মাজি আদেশমত নৌকা খুলিতে যাইবে সেই সময় আবার তিনি বলিলেন “দাঁড়া, আর একটু দেরি কর। আমি উপরে যাইব। শীঘ্রই ফিরিয়া

আসিতেছি।” মাঝি তদনুসারে আজ্ঞা প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইল। মাস্তাফা পুনরায় নগর মধ্যে গমন করিলেন এবং শীঘ্রই চারিজন সৈনিক সমভিব্যাহারে নৌকায় প্রত্যাগমন করিলেন। সকলে নৌকারোহণ করিলে পর মাঝি নৌকা খুলিয়া দিল। মাস্তাফা জলপথে পলাশী যাত্রা করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

শয়ন ঘর।

প্রিয়বাবুর উদ্যানস্থিত অট্টালিকার দ্বার অবরুদ্ধ। রাত্রির আমোদ প্রমোদ সব শেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিকে অরুণোদয় হইবার উপক্রম হইতেছে। উষার মলিনালোকে দিঙ্‌মণ্ডল ক্রমে ক্রমে আলোকিত হইতেছে। প্রভাত সমীরণ মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। এমন সময়ে প্রিয়বাবুর ভৃত্য ‘নবা’ উঠিয়া চোক মুছিতে মুছিতে প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ করিতে গেল। নবা একঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল নর্ত্তকীগণ নিদ্রা যাইতেছে। পরে সে ঘর পরিত্যাগ করিয়া আর একঘরে গিয়া দেখে, বাবুর পারিষদেরা নেশায় অচেতন রহিয়াছে। কোন ঘরে টেবিলের উপর স্বর্ণ রৌপ্যের বাসনে খাদ্য দ্রব্যাদির অবশিষ্ট ভাগ পড়িয়া রহিয়াছে। এইরূপ এঘর ওঘর যাইতে যাইতে অবশেষে সে প্রভুর শয়ন ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় বাবু পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রিত ছিলেন। তথা হইতে পার্শ্বেরঘরে গিয়া একটী নিদ্রিত বালককে উঠাইয়া সঙ্গীত করিতে বলিল। বালক বাদ্য যন্ত্র লইয়া বিভাস ও ললিত রাগিণীতে দুইটী সুমিষ্ট গান গাইতে গাইতে প্রিয়বাবুর নিদ্রাভঙ্গ করিল। বাবু শয্যায় বসিয়া একবার চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন।

নবা তদ্দর্শনে প্রভুর সম্মুখে আসিয়া বলিল "হুজুর, আমার প্রতি ঘুম ভাঙ্গাইবার আজ্ঞা ছিল। ভোর হইয়াছে।" বাবু তাহার কথা শুনিলেন কিন্তু তখনও নেশায় অবসন্ন—এক পেয়ালা জল আনাইয়া মুখপ্রক্ষালন পূর্ব্বক পুনরায় শয়ন করিলেন। তাহা দেখিয়া নবা গায়ককে আপনার কাছে ডাকিয়া বলিল "তোমার গানে বাবু যে জেগেও জাগিলেন না। আজ যে কোথা যাইবার কথা ছিল"। প্রিয়বাবুর কর্ণে 'কোথা যাইবার কথা ছিল' এই কথাগুলি আঘাত করিল। তিনি নবাকে বলিলেন "ঘুম ভাঙ্গিয়ে ভাল করেছিস্। শীঘ্র স্নানের আয়োজন কর্‌গে। বল্লভাচার্য্য বোধ হয় আমার অপেক্ষা করিয়া প্রত্যাগমন করিল।" ক্ষণপরে বাবু স্নান ঘরে প্রবেশ করিলেন।

পাঠক, এই সময়ে রামভট্টের উদ্যানদ্বারে কি হইতেছে, চল, দেখিয়া আসি। সেখানে বড় লোকের আমোদ প্রমোদ কিছু নাই। কোন অর্থের আড়ম্বর নাই। প্রভুর কার্য্যে কোন ভৃত্য নিযুক্ত নাই। কেবল বল্লভাচার্য্য তথায় একাকী দণ্ডায়মান আছেন—ইহাই তুমি দেখিতে পাইবে। দাঁড়িয়ে আছেন কেন? তিনি কি রামভট্টের কোন কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন? না, তিনি প্রিয়বাবুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং মনে মনে এই কথাগুলি লইয়া আন্দোলন করিতেছেন "আমার অভিসন্ধি কি সিদ্ধ হইবেনা?——প্রিয়বাবু কি আসিবেন না?—এত বিলম্ব হচ্চে কেন?" এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে প্রিয়বাবু অশ্বারোহণে তৎসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রিয়বাবুর এখন মদের নেশা নাই। স্নান করিয়া তাঁহার শরীর অনেক শীতল হইয়াছিল। তিনি অশ্বাধিরোহণ পূর্ব্বক বল্লভাচার্য্যকে কি বলিতে যাইবেন অমনি প্রভুর ন্যায় বল্লভাচার্য্য বলিলেন, "কোন কথা কহিও না। যদি কার্য্য সিদ্ধির ইচ্ছা থাকে তবে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিঃশব্দে এস।" তাঁহার ভীষণ স্বর শুনিয়া বাবু ভীত হইলেন এবং অগত্যা কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া তাহার পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিলেন। প্রত্যুষ সময়। রামভট্টের গৃহের সম্মুখ দ্বার উদ্ঘাটিত না হওয়ায়, বল্লভাচার্য্য বাবুকে একটী গুপ্ত দ্বার

দিয়া যে ঘরে তিনি থাকিতেন তথায় লইয়া গেলেন। ঘরের অভ্যন্তরে একটী আলোক মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। দেওয়াল গুলিতে কয়লা দ্বারা দেবমূর্ত্তি আঁকা। ঘরটীর পরিসর অতি অল্প। তথায় প্রবেশ করিয়া বাবুর যেন শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। আবার যেন তাঁহার মস্তকে নেশার আবেশ হইল। তিনি বল্লভাচার্য্যকে ঘরের বাহিরে আসিতে বলিলেন। কিন্তু তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বল্লভাচার্য্য তাঁহার প্রতি কর্কশদৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে বাবুর প্রাণ যেন শুখাইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, দুরাত্মা বুঝি তাঁহার প্রাণ বধ করিবার উপায় চিন্তা করিতেছে। ক্ষণপরে বল্লভাচার্য্য বাবুকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন "আমি শাক্তের গৃহে দাসত্ব স্বীকার করিয়য়াছি। তাহার উপাসনা কার্য্যে যোগ দিয়া আপনাকে কলঙ্কিত করিয়াছি। কেন?—কেবল তোমার জন্য—আমার কর্ত্তব্য সাধনের সময় উপস্থিত। তোমার কর্ত্তব্য সাধনের সময় এখনও আইসে নাই। আমি সামান্য অবস্থায় থাকিয়া তোমাকে এইরূপ সম্বোধন করিতেছি বলিয়া কি তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছ? আমার নাম ধামাদি তোমাকে বলিতে চাই না—তবে তুমি এই পর্য্যন্ত জেন, যে ঐ দেওয়ালে আঁকা মূর্ত্তি এককালে আমার উপাস্য দেবতা ছিলেন। এক সময়ে উঁহারই অভিপ্রেত সত্যধর্ম্ম প্রচারে আমি ব্রতী ছিলাম। শাক্ত কর্ত্তৃক আমার ঐ দেবের মন্দিরটী ভগ্ন হইয়াছে। আমি কি উহা পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করিব না।

"অবশ্য—অবিলম্বে।"

"শাক্তদিগকে অপমানিত ও তাহাদের দেবদেবীর মূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া চৈতন্য মূর্ত্তি স্থাপন করিবার জন্য আমি এত কষ্ট করিতেছি। আমাকে বৃদ্ধ ও দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ দেখিতেছ। আমার স্ত্রী পুত্র বা সম্পত্তি লাভের আশা নাই। নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপন—চৈতন্যের একটী ভাল মন্দির এই গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা—এবং শাক্তদিগকে অপমান করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। তোমার সাহায্য পাইলে অনেক উপকার লাভ করিব। আমোদ প্রমোদে তুমি যেন আমার কথাগুলি ভুল না।

"কখনই না"

প্রিয়বাবু, যদি বল্লভাচার্য্যের কথায় তাহার মনের মত উত্তর দিতে না পারিতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ হানির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাঁহার উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া দুরাত্মা তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক স্বর্ণলতার শয়ন ঘরে লইয়া গেলেন। ঘরটীতে সামান্য সামান্য দ্রব্য সাজান ছিল। পর্য্যঙ্কোপরি স্বর্ণলতা নিদ্রিতা—কাছে একটী প্রদীপ অল্প অল্প জ্বলিতেছিল। প্রিয়বাবু বল্লভাচার্য্য চলিয়া গেলেন দেখিয়া একবার ঘরের চারিদিক অবলোকন করিলেন। পরে নিদ্রিতা রমণীর সমীপে গিয়া দেখিলেন, তাহার গাত্র-বসন সমুদায় শিথিল, কেশ আলুলায়িত, এবং হস্তে ভগ্নবংশীটী করবদ্ধ রহিয়াছে। বক্ষঃস্থলের বস্ত্র সরিয়া যাওয়াতে তথাকার যৌবন সৌন্দর্য্য বাবুর নেত্রপথে পতিত হইল। তিনি আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিদ্রিতা রমণীর মুখদেশ বারংবার চুম্বন করিতে লাগিলেন। রমণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। চমকিয়া না উঠিয়া, স্বর্ণলতা চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক প্রিয়বাবুকে চিনিতে পারিলেন। ভয়ে তাঁহার অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। সরল স্বভাব বশতঃ তিনি প্রিয়বাবুর উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া ভাবিলেন মৃত্যু সন্নিকট। বংশী লইয়া অবধি আর তিনি বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাই বলিয়া বুঝি বাবুর কোপাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। ভীতা, অবসন্না, উপায়হীনা স্বর্ণলতা ভুজঙ্গের শীকার সদৃশ নির্ব্বাক ও নিস্তব্ধ হইয়া কেবল প্রিয়বাবুর পানে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন।

তাঁহাকে মলিনা দেখিয়া প্রিয়বাবু মৃদুস্বরে বলিলেন "প্রিয়শিষ্য, বঙ্গ-রমণীগণের শিরোমণি! তোমার ভয় নাই। আমি তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী—তোমাকে বক্ষে লইয়া আমার প্রাসাদে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। তথায় আমোদ, প্রমোদ, প্রণয়, সঙ্গীতাদি সমস্তই তুমি ভোগ করিতে পাইবে। প্রিয়ে! তোমাকে মৌনা দেখিয়া আমার অন্তরে সাহসের সঞ্চার হইতেছে।" রমণী বাক্য ব্যয় না করিয়া বাবুর দিক হইতে নয়ন ফিরাইয়া ঘরের দ্বার-দেশ পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময়ে দ্বারদেশে যেন কি শব্দ হইল। অমনি উভয়ে ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন।

পাঠক! উদ্ঘাটিত দ্বারে এখন কে দণ্ডায়মান হইলেন?—গৃহস্বামী—তদ্দর্শনে প্রিয়বাবু স্বীয় পরিচ্ছদ মধ্য হইতে একখানি অস্ত্র বাহির করিয়া আগন্তুক পানে ধাবিত হইতে যান, এমন সময়ে স্বর্ণলতা তাঁহার বস্ত্র টানিয়া গতিরোধ করিলেন। রামভট্ট কিঞ্চিৎ অগ্রগামী হইয়া দুঃখিত ও বিনীত ভাবে প্রিয়বাবুকে কহিলেন "তোমার অস্ত্র পরিত্যাগ কর—আমার একটী অনুরোধ রক্ষা কর—একটী ভিক্ষা দেও।" পরে প্রিয়বাবুকে অভিলষিত নিষ্ঠুর উদ্যম হইতে ক্ষান্ত দেখিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন "আমার এই ভিক্ষা যে তুমি তোমার কুলটাকে স্বগৃহে লইয়া যাও। আমার এ গৃহ সঙ্গীত বা আমোদের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। এ গরিবের নির্জ্জন কুটীর তোমাদের জঘন্য কার্য্য সাধনের স্থান নয়। তুমি উহাকে লইয়া যাও—উহার মাতাও বারনারী ছিল।"

স্বর্ণলতা সজলনয়নে কেবল এই কথা গুলি বলিলেন "পিতঃ, পিতঃ, তুমি কি আমাকে বিস্মৃত হইলে?"

"আমি তোমাকে জানি না। তুমি ঐ ব্যক্তির প্রাসাদে গমন কর। তুমি উহার হৃদয়বাসিনী হইয়া সুখভোগ করিতে যাও। আমার এগৃহে আর তুমি থাকিতে পাইবে না। তুমি উহার রক্ষিতা কুলটা। আর তুমি আমার তনয়া নও। আমি তোমাকে বলিতেছি, এখান হইতে প্রস্থান কর।"

রামভট্টের আরক্ত নয়ন ও ভ্রূভঙ্গি দর্শন করিয়া জ্ঞানহারা স্বর্ণলতা একবার পিতার কাছে, আর বার প্রিয়বাবুর কাছে, যাইতে ও আসিতে লাগিলেন। একদিকে শত্রু তাহার সর্ব্বনাশ করিতে ব্রতী—অপর দিকে পিতা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প। স্বর্ণলতা উপায়ান্তর না দেখিয়া কি করিলেন? তিনি গৃহের অভ্যন্তর পানে একবার শেষ দৃষ্টিপাত করিয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃতা হইলেন।

এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনে প্রিয়বাবু যেন হতজ্ঞান হইলেন। সকলই তাঁহার বোধগম্য হইল। রমণীকে পিতঃ বলিয়া সম্বোধন করিতে দেখিলেন—রামভট্ট বিশেষ রাগের পরিচয় দিলেন না—রমণী তাঁহার নিকট কোন ক্ষমা

প্রার্থনা করিলেন না—রামভট্ট তনয়াকে লইয়া যাইতে কহিলেন—এই সমস্ত বিষয় তাঁহার বুদ্ধির অগম্য হইয়া পড়িল। সমস্ত ঘটনাটী যেন তাঁহার নিকট একটী প্রহেলিকা স্বরূপ বোধ হইল। রমণী পলায়ন করিলে পর প্রিয়বাবু রামভট্ট পানে তাকাইয়া দণ্ডায়মান থাকিলেন। যদিও তিনি লাম্পট্য দোষে দূষিত ছিলেন তথাপি সদাসৎ জ্ঞান তাঁহার অন্তর হইতে এক কালে বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান আছেন, ইত্যবসরে একজন তৃতীয় ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ ব্যক্তি রামভট্টের বাটী আসার বিষয় প্রথমে জানিতে পারেন নাই। পরে কথার শব্দে টের পাইয়া তিনি ভাবিলেন যে গৃহস্বামী এইবার তাঁহার দুষ্টাভিসন্ধি জানিতে পারিয়াছেন। "আর ভয় করিবার সময় নাই। এখন যেখানে বিপদ ঘটিয়াছে সেখানে নির্ভয় হইতে হইবে" বলিয়া তিনি স্বর্ণলতার ঘরে গমন করিলেন। যাইবার সময় একজনকে পলায়ন পর দেখিয়াছিলেন কিন্তু তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগ করেন নাই। তাঁহাকে দেখিয়া প্রিয়বাবুর সাহস হইল। তিনি ভাবিলেন যে, আগন্তুকের উপর অবশ্যই তাঁহার ক্ষমতা জন্মিয়াছে। অবশ্যই সে এক্ষণে তাঁহার অধীন। মনে মনে এই স্থির করিয়া তিনি আগন্তুককে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক সক্রোধে বলিলেন "অবিশ্বাসী নাস্তিক। স্বর্ণলতা কোথায়? আমার বোধ হচ্চে স্বর্ণলতা তোর আশ্রয়ে আছে।" আগন্তুক তাঁহার কথার কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। তদ্দর্শনে তিনি আরও ক্রোধান্বিত হইলেন। আগন্তুকের গ্রীবা ধারণপূর্ব্বক পুনরায় তিনি বলিতে লাগিলেন "এখনও বল, কোথায় সে স্বর্ণলতা? যদি তাহার দেখা না পাই তাহা হইলে তোর উপর ক্রোধানল সম্বরণ করিব। এই কি তোর অঙ্গীকার প্রতিপালন? তুই কি ভাব্‌চিস্ আমি তোর নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য সাহায্য করিব? স্বর্ণলতার বিপদ ঘটিলে তোর ধর্ম্ম ও তোকে যমালয়ে পাঠাইব। রে নিষ্ঠুর ভৃত্য, শীঘ্র বল্, স্বর্ণলতা কোথায়? এই কি তোর সতর্কতার পরিচয়?"

অত্যাচার গ্রস্ত রামভট্ট প্রিয়বাবুর এই সমস্ত কথা শুনিয়া স্তম্ভের ন্যায়

দণ্ডায়মানপূর্ব্বক আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন "একি? এ——উঃ, কি ভয়ানক প্রতারণা?"

"আমাকে ক্ষমা করুন" বলিয়া প্রিয়বাবু নিস্তব্ধ হইলেন। এতক্ষণ আগন্তুক কোন কথা কন নাই। এক্ষণে আর নিরুত্তর না থাকিয়া বাবুকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন "আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমি প্রতিপালন করিয়াছি। তুমি কেন স্বর্ণলতাকে পলাইতে দিলে?—কেন তুমি তাহার গতিরোধ করিলে না? গৃহস্বামীকে কেন তুমি বিনাশ করিলে না? তুমি ধনী ও বড়লোক। উহাঁর শিরশ্ছেদন করিলে তোমার কি হইত।"

"দূর হও, বিশ্বাসঘাতক! আমি স্বর্ণলতার অনুসন্ধান জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব" বলিয়া প্রিয়বাবু রামভট্টের গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রিয়বাবু প্রস্থান করিলে পর আগন্তুক 'এ কিশের শব্দ' বলিয়া ঘরের বাতায়ন প্রদেশে উপবেশন করিলেন। রামভট্ট ব্যথিত হৃদয়ে যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেখান হইতে আর নড়িলেন না। তিনি স্বগত কেবল এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেন। "নির্দ্দোষী—দোষ থাকিলেই কি আমার বাটী হইতে দূর হও বলা উচিত হইয়াছে? কোথায় পাপের জন্য পরিতাপ করিতে উপদেশ দিব—কোথায় তাহার প্রতি দয়া দেখাইব—তা না করিয়া আমি তাহাকে অন্যায় আদেশ করিলাম। ধিক্ আমার জীবনে! হায়, কেন আমি সেই সরল স্বভাবার উপর সন্দেহ করিলাম? আমার দোষেই বুঝি নির্দ্দোষী প্রিয়তনয়াকে হারাইলাম। আমার বার্দ্ধক্যের ভূষণ কি একবারে গেল? আমার মৃত্যু সন্নিকট। এক্ষণে কে আমার জন্য আর শুশ্রূষা করিতে যত্নবতী হইবে? হে দেবি! আমাকে কি একাই জীবন কাটাইতে হইল। জগদম্বে! আমি কি করে এ যন্ত্রণা সহ্য করিব! আমি সেই নির্দ্দোষী তনয়াকে কুলটা বলিয়াছি। আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?" এই বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল। তৎপরে আগন্তুককে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক বলিলেন "আচার্য্য!" আমি তোমাকে আশ্রয় দিয়াছি—শিক্ষা দিয়াছি—তোমার জন্য কত যত্ন করি-

যাছি। তোমার গুপ্তাভিসন্ধি জানিতে কখনই আমি ইচ্ছা করি নাই—কখনই তোমাকে অবিশ্বাস করি নাই। সে সমস্তের প্রতিফল কি এই হইল—আমার তনয়ার সর্ব্বনাশ সাধন।—তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে। আমাকে এখান হইতে দূর করিতে তুমি সমর্থ হইয়াছ। উঃ, কি ভয়ঙ্কর প্রবঞ্চনা—কি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা। বল্লভাচার্য্য! তোমাকে নমস্কার'! এক্ষণে আমার তনয়াকে আনিয়া দাও। তুমি যে প্রকার লোক হও না কেন মনে কর তুমি এক দিন নিরাশ্রয় ছিলে। দেখ, আজ আমি সেইরূপ হইয়াছি আমি চির দুঃখী হইলাম। আমার বল বুদ্ধি সব গিয়াছে। দয়াকরিয়া আমার তনয়াকে আনিয়া দেও। হায় আর আমার কেউ নাই। তোমার এক্ষণকার মত ও বিশ্বাস শুনিলাম। আচার্য্য, আচার্য্য তুমি সর্ব্বশক্তিমান—আমার তনয়াকে এখন আনিয়া দেও" এই বলিয়া বল্লভাচার্য্যের পদতলে পতিত হইলেন। বল্লভাচার্য্য তাঁহাকে উঠাইয়া বলিলেন "একবার বাহিরের ব্যাপার দর্শন কর।"

ঐ সময়ে বেলা দ্বিপ্রহর। প্রখর রবিকিরণে চারিদিক সমুজ্জল। পলাশীর ময়দান স্থিত সমুদায়ই স্পষ্টরূপে দর্শনপথে পতিত হইতে লাগিল। ময়দানে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল। কোলাহল ও রণবাদ্যধ্বনিতে চারিদিক পূর্ণ হইল। ভয়ঙ্কর বিদ্রোহানল যেন একবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রামভট্ট সমস্তই দেখিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে কেবল এই কথা গুলি বাহির হইতে লাগিল "কৈ আমার স্বর্ণলতা কোথায়? কৈ আমার প্রিয় তনয়া কৈ?"

"তোমারই তনয়া—তা,আমার কি? এ ভয়ঙ্কর সময়,এ সময়ে কি কাহারও বিপদ্‌ লক্ষিত হয়? বৃদ্ধ রামভট্ট, একবার তাকাইয়া দেখ। ঐ তূরীর ধ্বনি শোন। চৈতন্যদেব শাক্তদিগের দেব দেবীকে ধ্বংশ করিতে লোক পাঠাইয়াছেন। তোমার এই অধর্ম্মের নগর শীঘ্রই ছারখার হইবে। বোধকরি বর্গীর হাঙ্গাম উপস্থিত।" এই বলিতে বলিতে তিনি রামভট্টের গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

নবম অধ্যায়।

বর্গী।

জনরব মিথ্যা নয়। বল্লভাচার্য্য রামভট্টের গৃহ হইতে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা মিথ্যা নয়। সত্যই মহারাষ্ট্রীয়েরা পলাশীর ময়দানে সমবেত—সত্যই "বর্গীর উপদ্রব" সন্নিকট। ময়দানের চারিদিকে যেন পঙ্গপাল আসিয়া পড়িল।

ময়দানের স্থানে স্থানে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণের শিবির সংস্থাপিত হইতে লাগিল। অশ্বারোহীদিগের অশ্ব এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি বাহক উষ্ট্র সকল যথাস্থানে আবদ্ধ করা গেল। কোথাও বৃদ্ধ সৈনিকগণ দুইচারিজন যুবক সৈনিকদিগকে বলিতে লাগিল "নবাবের রাজধানী সন্নিকট। আর নয় দশ ক্রোশ গমন করিলেই তথায় উপস্থিত হইব।" যুবকেরা তচ্ছ্রবণে সাতিশয় উল্লাসিত হইতে লাগিল। কোন সৈনিক "কালই কাছের গ্রাম সকল লুঠ করিব বলিয়া আপনার অসি সঞ্চালনে রত হইল। সৈন্যদলের কোলাহল ও বাদ্যধ্বনিতে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইল। প্রিয়বাবুর বাগানবাটীর কিছু দূরে সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের শিবির সন্নিবেসিত হইল। সন্ধ্যা সমাগত—পূর্ব্বগগনে আস্তে আস্তে রজনীকান্ত আপনার প্রশান্ত মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুমন্দ দক্ষিণ সমীরণ দিনের উত্তাপ হরণ করিতে লাগিল। ভাস্কর পণ্ডিত সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিয়া নিজ শিবির-দ্বারে বসিয়া অধীনস্থ একজন রণপারদর্শী সেনাপতিকে বলিলেন ;—

"আর নয় দশ ক্রোশ গেলেই নবাবের রাজধানী আক্রমণ করা যাইবে। এবার প্রচুর অর্থ সংগ্রহ না করিয়া আর দেশে প্রত্যাগমন করিব না। লুঠ করা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করা আমাদের তত আবশ্যক নয়।"

"যে কোন প্রকারে হউক বঙ্গের অর্থদ্বারা এবার আমাদের রাজকোষ পূর্ণ করিতে হইবে। যুদ্ধে নবাবকে বলহীন ও পরাস্ত করিলেও সমান ফল লাভ করিবার সম্ভাবনা। পরাস্ত হইলে অগত্যাই প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া আমাদের সঙ্গে সন্ধি করিবে। আমাদের বাহুবলের পরিচয় দেওয়া একবার সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক।"

"তা আবার বল্‌চ? আমরাত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুতই আছি। একজন মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা, দুই জন মুসলমান সৈনিকের বল ধারণ করে। তাতে আবার আমাদের সৈন্য সংখ্যাও অল্প নয়। বাহুবলের যে পরিচয় দিতে হইবে সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে। গতবার বাজীরাও সাহায্য না করিলেই নবাব আমাদের বলবীর্য্যের পরিচয় বিলক্ষণ টের পাইতেন। তবে আমি কেবল বলিয়াছিলাম যে, যুদ্ধ না করিয়া যদি কার্য্য সিদ্ধি হয় ত তাহাতে হানি কি?"

"হানি কিছুই নাই। তবে নবাবের বাহুবল একবার পরীক্ষা করিবার জন্য আমি ও কথা বল্‌ছিলাম। তা আপনার যাহা মত হইবে, তদনুসারেই আমরা কার্য্য করিব।"

"বাহুবলত ভারি! একদল আফগান সৈন্য আছে বলে এখনও নবাব টিঁকে আছেন। উহাদের অধ্যক্ষ মাস্তাফা খাঁ রণ-কৌশল বিষয়ে বেশ নিপুণ। তা একা মাস্তাফা থাকিয়া কি করিবেন? এবার সে বাহুবল আর থাক্‌বে না। পরশুরাম যেমন ক্ষত্রীয়গণের নিকট নিজ বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিলেন; এবার ভাস্কর শর্ম্মাও নবাবের আফগান সেনাগণের নিকট সেইরূপ ক্ষমতা প্রদর্শন করিবেন।"

"আপনাকে সে কষ্ট পাইতে হবে কেন? এ অধীনকে তদ্বিষয়ে নিযুক্ত করিলেই ত সে উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) কাল কি মুরশিদাবাদ যাত্রা করিবেন?"

"না—সম্প্রতি এখানে থাকিয়া মুরশিদাবাদের নিকটবর্ত্তী গ্রাম ও নগর সকল লুঠ করা যাউক। তাহাহইলেই নবাব উৎপীড়িত হইয়া তন্নিবারণ চেষ্টা করিতে বাধ্য হইবেন এবং অবশ্যই তিনি আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে

প্রবৃত্ত হইবেন। যদি এখানে যুদ্ধ হয় তাহাহইলে আমাদের সৈন্যদল দুই-ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। একদল উহাদের সহিত যুদ্ধে ব্রতী হইবে, অপর দল মুরশিদাবাদ গমন করিয়া নবাবের রাজধানী ছারখার করিবে।”

“এ সকল চমৎকার বটে। তবে আমাদের ছাউনি সম্প্রতি এখানেই থাকিল?”

“হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কাল প্রত্যূষে একদল অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে দাউদপুরাভিমুখে গমন করিবে। উক্ত স্থান ও তন্নিকটস্থ গ্রাম সকল লুণ্ঠন করিয়া এখানে প্রত্যাগত হইবে।”

“তবে এক্ষণে বিদায় লইলাম” বলিয়া নমস্কারপূর্ব্বক সেনাপতি চলিয়া গেলেন।

ভাস্কর পণ্ডিত তৎপরে প্রকৃতির শোভাবলোকনে ব্রতী হইলেন। বঙ্গের নির্ম্মল আকাশে চন্দ্রালোক পূর্ণ দেখিয়া কাহার না মন মুগ্ধ হয়! কি আকাশ, কি ভূতল, সমুদায় এক্ষণে সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না লোকে আলোকিত। কৃষ্ণ পক্ষের মলিন বসন পরিধানা ত্রিযামা, আজ শুক্ল পক্ষের শুভ্র বসনে সুশোভিতা। কুমুদিনী আজ প্রফুল্ল হৃদয়া—তামসী নিশিভূষণ খদ্যোৎসব আজ ম্রিয়মান। তপন তাপে তাপিত তরুলতা সব এক্ষণে শীতল চন্দ্রমা লাভে পুনর্জীবিতঃ। পলাশীর ময়দান আজ মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদিগের সুখের বিশ্রাম স্থান হইয়াছে। ভাস্কর পণ্ডিত চন্দ্রমার পারিপাট্য দেখিতে দেখিতে আনন্দরসে নিমগ্ন হইলেন। তিনি আকাশপানে অনিমেষ নেত্রে তাকাইয়া আছেন, এমন সময় অকস্মাৎ যেন কোন স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণে আসিয়া আঘাত করিল। তিনি ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার শিবিরের নিকট একটী রমণী দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। ভাস্কর পণ্ডিত তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কে?” তাহাতে কোন উত্তর না পাইয়া পুনরায় সেই প্রশ্ন করিলেন। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসিত হইয়া “অঁ্যা আমি—আমি—”এই বলিতে বলিতে রমণী জ্ঞান ও চৈতন্যহীনা হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে হতজ্ঞানা, অবসন্না ও আশ্রয় বিহীনা দেখিয়া, ভাস্করের অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন নিরা-

শ্রয়ের আশ্রয় কেবল পরমেশ্বর। সেই আশ্রয়দাতাই বুঝি রমণীর রক্ষার জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার বোধ হইল যে, বর্গীর হাঙ্গাম উপস্থিত দেখিয়া বুঝি পলাশীর লোকেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এই সমস্ত মনে ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে নিজ শিবির মধ্যে লইয়া গেলেন। ক্ষণকাল শুশ্রূষা করিতে করিতে রমণী চৈতন্যলাভ করিলেন এবং ভাস্করপণ্ডিত পানে নেত্রপাত করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিলেন "আমি ব্রাহ্মণতনয়া। পিতা কর্তৃক পরিত্যক্তা। আমার আর কেহ নাই। এক্ষণে আমি আশ্রয়হীনা। আপনি দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।"

"যখন তুমি আমার হস্তে পড়িয়াছ তখন তোমার কোন ভয় নাই। এখানে নিষ্ঠুর মুসলমান বা হিংস্রক পশু কাহারও আসিবার সাধ্য নাই। আমি তোমাকে রক্ষা করিব তুমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হও।"

"আহা আপনি কি দয়াবান! যদিও আপনি একজন বর্গী, যদিও আপনারা বাঙ্গালীর ঘর বাটী সব লুঠ করিয়া থাকেন—তথাপি আপনার মুখ দেখিয়া এবং কথা শুনিয়া আমার সাহস হইতেছে।"

"(হাস্য করিতে ২) বর্গীকে তুমি এত ভয় কর—তা, তোমার ভয় নাই। তোমার ত কিছু লুঠ করিবার দ্রব্য নাই। বর্গীরা অর্থপ্রিয় বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার ভয় কি? তবে কি তোমার জীবনের জন্য ভয় হইতেছে? আমি বর্গীদিগের সেনাপতি। বীরের যে ধর্ম্ম তাহাই আমার ধর্ম্ম, বীরেরা কখনও বলহীন ব্যক্তির প্রাণনাশ করেন না। তাঁহারা নির্দ্দোষী লোকের হানি করেন না। যাহারা তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাদিগকে রক্ষা করা বীরের ধর্ম্ম বলিয়া, তাঁহারা তদ্ধর্ম্মে ব্রতী হন। তুমি বাঙ্গালীর কন্যা বীর ধর্ম্ম কি তাহা বোধ হয় জাননা। সে যাহা হউক তোমার সে বিষয়ে কোন ভয় করিবার আবশ্যক নাই।"

আমি মেয়ে মানুষ। বীর ধর্ম্ম কি তাহা ভালরূপ জানিনা বটে, তা, যাহা হউক, আপনার দয়া দেখিয়া বর্গীদিগকে দয়ালু বলিয়া বোধ হইতেছে। তা আমি ব্রাহ্মণ কন্যা—ব্রাহ্মণ কন্যা—(অজ্ঞান)।

রমণীর মুখে জল দিয়া চেতন করিয়া ভাস্কর কহিলেন "তুমি এখনও ভয় করিতেছ? কিছু ভয়নাই। আমিও ব্রাহ্মণ। এই আমার কপাল পানে তাকাইয়া দেখ আমি ত্রিপুণ্ডক ধারী। স্ত্রীহত্যা বা ব্রাহ্মণ হত্যা করা হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধ। তোমার জীবনাশঙ্কা কিছুমাত্র নাই। আমার নাম ভাস্কর পণ্ডিত।"

"আপনার নাম ও জাতি শুনে এবং আপনার ত্রিপুণ্ডক দেখে আমার সাহস জন্মিল। আপনি একে তেজস্বী বীর তাহাতে আবার ব্রাহ্মণ। আমি শুনিয়াছি ব্রাহ্মণ বীর পরশুরাম, ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ কালীন তাহাদের পত্নীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আপনি তেজস্বী, দয়াবান এবং অস্ত্রধারী ব্রাহ্মণ আর আমি ব্রাহ্মণ কন্যা। বিপদে পড়িয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আমাকে আপনি না রক্ষা করিলে আমার আর উপায় নাই। আমি গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিবার জন্য যাইতেছিলাম তা হইল না। আমি কেমন করে এক্ষণে মরিব? মৃত্যু যে আমার পক্ষে ভয়ানক বোধ হইল।"

"তোমার কোন ভয় নাই। আমি তোমাকে আশ্রয় দিয়াছি। আমি প্রাণপণে তোমাকে রক্ষা করিতে যত্ন করিব।"

"আর আমি ভয় করিনা। মরিলেই বা আমার কি ক্ষতি আছে? তবে যে কারণে আমার মরিতে ভয় হইল আমি তাহা আপনাকে বল্‌ছি। আমি নির্জ্জন বাসিনী ছিলাম। আকাশ, তরুলতা এই সকল আমার সঙ্গীছিল। আকাশ দেখিতাম, পুষ্প সৌরভ আঘ্রাণ করিতাম এবং পক্ষীর গান শুনিতাম। সঙ্গীতে আমার আসক্তি ছিল। পিতা আমাকে সঙ্গীত শুনিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতের স্রষ্টা ঈশ্বর—কিন্তু পিতা রাগ করিয়া আমার বংশীটী কেন ভাঙ্গিয়া দিলেন? সুখী হইতে পিতা আমাকে বারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি সঙ্গীত প্রিয়া ছিলাম। আমি বন্ধুবাক্য শুনি নাই—সে সুখে নিয়তই বঞ্চিত ছিলাম। আপনি এখন আমার মৃত্যুভয়ের কারণ শুনিলেন। ঈশ্বরের পৃথিবীর সুখ ভোগ করিতে আমার ইচ্ছা আছে। সুখ ভোগ করিব—ঈশ্বরকে তজ্জন্য ধন্যবাদ দিব, তার পর মরিব"। (বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত।)

"(মুখে পুনর্ব্বার জল দিয়া রমণীকে চেতন করিয়া) তুমি দিনে কিছু খাও-নাই বোধ হইতেছে। তোমাকে ক্ষুধাতুরা দেখিতেছি। (খাদ্য দিয়া) এই গুলি অগ্রে আহার কর, পরে আমার সঙ্গে কথা কহিও।"

"(ভোজনান্তে) আপনি যেরূপ দয়ালু তাহার ধার শুধিতে আমি কখনই পারিব না। আমি আপনার দাসী হইব। আপনাকে ভালবাসিব, ভক্তি করিব এবং আপনার অধীনা হইয়া থাকিব। আমার নাম স্বর্ণলতা। লতার ন্যায় আপনার পাদপদ্ম জড়িয়া পড়িয়া থাকিব।"

"তুমি এক্ষণে নিদ্রা যাও দিনের কষ্টে তোমার শরীর ক্লান্ত হইয়াছে। নিদ্রা গেলে অনেক সুস্থ হইবে।"

"নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে আমি আরও কিছু বলিতে চাই। আমার বলিবার আরও কথা আছে। আমি অপরিচিতা নারী হইয়া আপনার নিকট এসেছি দেখিয়া আপনি আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। একে আমি নির্জ্জন বাসিনী তাতে আবার সে কারাবাস হইতেও দূরীকৃতা। কি জন্য যে আমি দূরীকৃতা তাহা এক্ষণে আমি আপনাকে বলিব না। আমি অনেক কষ্ট পাইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। এক্ষণে আপনিই আমার এক মাত্র বন্ধু। আপনার কাছে আমার আর একটী ভিক্ষা—সেটী এই যে, কাল যদি আপনার সৈন্যগণ পলাশী লুঠ করে তবে যেন আমার পিতার কোন হানি না হয়। তিনি আপনার শিবির হইতে কিছু দূরে উদ্যানস্থিত একটী সামান্য গৃহে বাস করেন।"

"তোমার সে জন্য কোন ভয় নাই। আমার সৈন্যগণ কাল অন্য নগর লুণ্ঠন করিতে যাইবে। পলাশী অতি সামান্য গ্রাম। আমরা ও গ্রামে এবার যাইব না। (শয্যা দেখাইয়া) তুমি ঐ শয্যায় গিয়া শয়ন কর।"

"তবে যাই" (প্রস্থান)।

পাঠক, ভাস্করের শিবিরে যে রমণী শয়ন করিলেন তাঁহাকে এক্ষণে তুমি চিনিয়াছ। পিতার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া তিনি একটী গর্ত্ত মধ্যে লুকাইয়া ছিলেন। সমস্ত দিন কাঁদিতে কাঁদিতে অতিবাহিত হইয়াছে।

সন্ধ্যার পর "পিতা আমাকে ত্যাগ করিলেন—বংশীর সঙ্গহীনা হইলাম ঈশ্বরদত্ত কোন সুখই আমি ভোগ করিতে পাইলাম না—কখনও যে করিব তাহারও আশা নাই। আমার আর কে আছে? কোথা যাই? আমি কি মরিব? নিজে মরা অপমৃত্যু—বর্গীদের ছাউনি মধ্য দিয়া যাইব। উহারা যদি পলাশী কাল লুণ্ঠন করে তবে আমার পিতার কি হইবে? যাই উহাদের ছাউনি দিয়া যাই, হয় উহাদের হাতে মরিব না হয় গঙ্গা গর্ভে প্রাণ সমর্পণ করিব" এই বলিতে বলিতে পাগলিনীপ্রায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ভাস্করের শিবির সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভাস্করের আদেশানুসারে স্বর্ণলতা শয্যায় গমন করিয়া নিদ্রাবশে অবসন্ন হইলেন। ভাস্কর পণ্ডিত নিকটস্থ একটী শয্যায় বসিয়া নিদ্রিতা রমণীর রূপমাধুরি অবলোকন করিতে লাগিলেন। রমণীর ইন্দীবর সদৃশ নয়নদ্বয়, আকর্ণ ব্যাপ্ত ভ্রূযুগল, উন্নত নাসিকা, বিম্বসদৃশ ওষ্ঠ আলুলায়িত কেশ, ঈষৎ রক্তবর্ণ গণ্ডদেশ দেখিতে দেখিতে তাঁহার মন মোহিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "এ বঙ্গবাসিনীর কি চমৎকার মুখশ্রী! নিশ্চই এ ভদ্রবংশ সম্ভূতা। আমি ইহাকে রক্ষা করিব-যত্ন করিব! এবং ভাল বাসিব। নির্জ্জন বাসিনী স্বর্ণলতাকে আমি সনাথিনী করিব। রমণী আমাকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা করিয়াছে। আমি ইহাকে দেশে লইয়া যাইব—ইহাকে কন্যার ভূষণ করিয়া রাখিব। কিন্তু এখানে কাল আর ইহাকে রাখা হইবে না। দিনে শিবিরের একটী কামরা মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিব। পরে রাত্রি উপস্থিত হইলে যাহা ভাল হয় বিবেচনা করিব।" এই সমস্ত চিন্তায় ভাস্কর স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে নিদ্রাক্রমণে তাঁহাকে অচেতন করিল।

দশম অধ্যায়।

হতাশ্বাস।

সায়ংকাল—অদ্যাই মহারাষ্ট্রীয়েরা পলাশীর ময়দান অধিকার করিয়াছে, প্রিয়বাবুর প্রাসাদের কিছু দূরে ভাস্করের শিবির সন্নিবেসিত—প্রাসাদের অভ্যন্তরে একটী ঘরের মধ্যে বাবু একাকী বসিয়া যেন কি চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার মনে কিছুমাত্র শান্তি নাই। তিনি এক্ষণে নিরানন্দ এবং চিন্তাসমন্বিত দুইটী রমণী পার্শ্বের ঘরে বাবুকে বিষণ্ণ দেখিয়া কি প্রকারে তাহার মনমালিন্য দূর করিবে তজ্জন্য উপায় স্থির করিতেছে। প্রাসাদ মধ্যে সঙ্গীত যন্ত্রাদি প্রস্তুত--আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী সকলই প্রস্তুত। কিন্তু বাবু ম্রিয়মান। প্রাসাদে আজ্ নাচ্ গান, আমোদ প্রমোদ, কিছুই নাই। প্রাসাদটী যেন এক্ষণে পরিত্যক্ত ভবনের ন্যায় কোলাহল শূন্য বোধ হইতেছিল। বাবু যখন চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া একাকী বসিয়াছিলেন, তখন নবা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কহিল "লোক সব ফিরে এল। অনুসন্ধান করিয়া তাহারা পায় নাই।"

নবার কথা শুনে বাবু আরও বিষণ্ণ হইলেন এবং মৃদুস্বরে তাহাকে আর একদল লোক দ্বারা অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। যে আজ্ঞা বলিয়া নবা বিদায় গ্রহণ করিল। কিছুক্ষণ না যাইতে যাইতে পুনরায় উক্ত ভৃত্য আসিয়া বলিল "রামভট্ট নামক এক ব্যক্তি দ্বারে উপস্থিত। সে ব্যক্তি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাচ্চে।" বাবু তচ্ছ্রবণে কেবল এই আদেশ করিলেন "আচ্ছা, তাহাকে লইয়া আইস"। প্রভুর আদেশ পাইয়া নবা দ্বারদেশে গমন করিল এবং অবিলম্বে রামভট্ট সহ তৎসমীপে পুনরায় উপস্থিত হইল। নবাগত ব্যক্তি প্রিয়বাবুকে সম্বোধন পূর্ব্বক কেবল এই কথা গুলি জিজ্ঞাসা করিল,—

"কোথায়? তাহাকে কি পাওয়া গিয়াছে?

"(দুঃখিত ভাবে) আমার লোকেরা এখনও তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছে।"

"উঃ কি যন্ত্রণা! হে বিধাতঃ আমি যে তাহার কাছে কত দোষ করিয়াছি। সে দোষের দণ্ড কি আমি ভোগ করিব না? অবশ্যই করিব।"

"আমি আপনার কাছে অপরাধী—আমি আপনার তনয়াকে আনিয়া দিব। আমার অনেক রমণী আছে। আপনার কন্যা দোষহীনা, আমি দোষী। আমি নিদ্রিতা স্বর্ণলতার কাছে গিয়াছিলাম—সে কেবল মদের নেশাবশতঃ। তোমার কন্যা আমার মত কলঙ্কিত লোকের ভোগ্যা নয়। তাহাকে নির্জ্জনবাসিনী করিয়া আপনি ভাল করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক আপনার বিশ্বাসঘাতক দাস বল্লভাচার্য্য কোথায়? তাহাকে পাইলেই অনুসন্ধান হইবে।"

"সে কোথায় আমি তাহা বলিতে পারি না। আমার স্বর্ণলতা তবে কি মরিল?"

"না-না—পাওয়া যাইবে। আপনি এই থানে বিশ্রাম করুন। আমার প্রেরিত লোকেরা ফিরিয়া আসুক,"

আমার উপাসনার সময় আসিয়াছে। আমি আর থাকিতে পারিব না। আমি যাই (প্রস্থান)।

রামভট্ট চলিয়া গেলেন। প্রিয় বাবুর পুনঃ প্রেরিত লোকেরা অকৃত কার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিল। বাবু এতক্ষণও স্বর্ণলতাকে পাইবার আশায় আশান্বিত ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার প্রেরিত লোকেরা কৃতকার্য্য হইল না দেখিয়া তাঁহার সে আশা একবারে দূরীভূত হইল। তিনি যেন মণি হারা ফণীর ন্যায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। পলাশীর উদ্যান বাটী আর তাঁহার কাছে সুখদায়ক বোধ হইল না। যাহার জন্য উপর্য্যুপরি পলাশী আসিতেন সেই যখন নিরাশ করিয়া গেল তখন আর তাঁহার তথায় থাকিবার কি প্রয়োজন? বাবু নবাকে ডাকিয়া বলিলেন। "আর অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক নাই। তাহাকে আর পাওয়া যাইবে না। বর্গীরা অদ্যই আসিয়াছে। আগামী কল্য বোধ হয় নিকটের গ্রাম সমুদায় লুঠতরাজ করিতে প্রবৃত্ত

হইবে। অদ্য রাত্রিতেই আমি কাসিম বাজার যাইতে ইচ্ছা করি। তুই বেহারাদের প্রস্তুত হইতে বল্।"

রাত্রি ৮টা বাজিল—পালকি বেহারা প্রস্তুত—বাবু কিঞ্চিৎ পান ভোজনান্তে বহুমূল্য দ্রব্য সামগ্রী নবাকে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়া কাসিম বাজার যাত্রা করিলেন। সঙ্গের রমণী ও পারিষদগণও তৎপরে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। অবশেষে ভৃত্যবর্গ দ্রব্য সামগ্রী লইয়া প্রিয় বাবুর প্রাসাদ হইতে প্রস্থান করিল। পলাশীর বাগান বাটী এক্ষণে জনশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিল।

সকলে প্রস্থান করিবার চারি পাঁচ ঘণ্টা পরে বাগানের বাহিরে এক জন বৃদ্ধ আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দূর হইতে প্রাসাদ পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি বোধ করিলেন যে প্রাসাদে লোক নাই। কিন্তু ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া তিনি গৃহের ভিতর কোন কোলাহলই শুনিতে পাইলেন না। উদ্যান মধ্যে আস্তে আস্তে প্রবেশ করিয়া তিনি তাঁহার অনুমান সত্য কি না তাহা পরীক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। একবার অগ্রগামী আর বার পশ্চাৎগামী হইয়া ক্রমে তিনি প্রাসাদ মধ্যে গমন করিলেন। দেখিলেন তাহার অনুমান সত্য। বৃদ্ধ গৃহ মধ্যে অধিক্ষণ থাকিলেন না। তিনি স্বগত কেবল বলিলেন "বাবু ত প্রস্থান করিয়াছেন। বর্গীরা এখানে থাকিতে বোধ হয় আর আসিবেনও না আর অনুসন্ধান কার জন্য? আমিই বা পলাশী থেকে কি করিব? কাল হয়ত বর্গীরা এ স্থান লুঠ করিবে। আমি তৎপূর্ব্বেই এখান হইতে প্রস্থান করি।" তৎপরে বাটীর বাহির হইয়া বৃদ্ধ মুরশিদাবাদ গমন করিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

নৌকা বাস।

যৎকালে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ পলাশীর ময়দানে ব্যাপ্ত হইয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছিল—যখন সৈনিক সহ ভাস্কর পণ্ডিত স্বীয় শিবির দ্বারে উপবেশন করিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন তখন আফগান সৈন্যাধ্যক্ষ মাস্তাফা কোথায়? তিনি সে সময়ে কি করিতেছিলেন? তিনি তখন আপন নৌকায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। বর্গীরা ময়দানে আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার নৌকা পলাশীতে পৌঁছিয়াছিল। তিনি উহাদের আনন্দ কোলাহল গঙ্গাতীর হইতেই শ্রবণ করিয়াছিলেন। আকাশে চন্দ্র উদিত দেখিয়া তিনি পান্নু বিবিকে বলিলেন "বেশ জোৎস্না হইয়াছে। এক্ষণে সমুদায়ই স্পষ্ট রূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। চল তীরে উঠিয়া বর্গীদের সৈন্য সংখ্যা অবলোকন করিতে যাই।" পান্নু বিবি প্রস্তুত হইলেন। উভয়ে তীরে উঠিয়া দূর হইতে মহারাষ্ট্রীয় সেনাগণের অবস্থা সন্দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মস্তাফা খাঁ বিদেশীয় সৈন্যগণের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সঙ্গের রমণীকে বলিলেন;—

"ঐ দেখ শত্রুগণ পঙ্গপালের ন্যায় ময়দানে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এবৎসরও উহাদের সংখ্যা কম বোধ হইতেছে না।"

"তবে কি উহাদের কর্ত্তৃক আমরা যুদ্ধে পরাস্ত হইব? উহাদের সহিত যুদ্ধ হইবে ত?"

"যুদ্ধ হইবে না কেন? মুসলমানেরা পরাস্তই হউক আর জয় লাভই করুক যুদ্ধ করিতে কখনই তাহারা পিছপা নয়। কাফেরের শিরশ্ছেদনে মুসলমানের তরবারি শোণিতাক্ত হইলেই তাহার স্বর্গ লাভ। এই ধর্ম্মানুশাসন সকল মুসলমান অন্তরেই জাগরূক আছে।"

"আপনি যে ভাবে আসিয়াছেন তাহাতে যে যুদ্ধ হইবে এ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।"

"সম্প্রতি হউক বা না হউক পরে কি হয় দেখিতে পাইবে; তুমি স্ত্রীলোক। আমি কি উদ্দেশে আসিয়াছি তাহা তুমি কি জানিবে।"

"আপনার আগমনের উদ্দেশ্য অবশ্যই আমি পরে জানিতে পারিব। তবে আমার এক্ষণকার বক্তব্য এই যে যদি উহাদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়—যদি উহাদের রক্তে ধরাতল অভিষিক্ত হয় তবেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। নচেৎ যদি আপনারা উহাদের সহিত সন্ধি করেন তবে একাকিনীই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিব। উহারা আমাকে বিধবা করিয়াছে—উহারা আমার অপত্যগণের জীবন শেষ করিয়াছে। আমার যে যন্ত্রণা তাহা যদি আপনি আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দেখেন তবে টেরপান। আমি এইরূপ যন্ত্রণায় উহাদের রমণীদিগকে নিপতিত দেখিতে ইচ্ছা করি। আপনার অঙ্গীকার মনে আছেত?"

"কেন তুমি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করিতেছ? তোমার উতলা হইবার প্রয়োজন নাই। আমিত ভীরু কাফের নই যে প্রাণ ভয়ে ভীত। যে কথা বলিয়াছি তাহা করিবই করিব। তুমি স্ত্রীলোক আর আমি পুরুষ। তোমার মত উতলা হইয়া কার্য্য করিলে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়? তুমি নিশ্চয় জেন তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।"

"আপনি আমার উপর বিরক্ত হইবেন না। আপনি আমার যন্ত্রণা বুঝিবেন বলিয়াই এই সমস্ত কথা বলিয়াছি—আপনি আমার আত্মীয় বলিয়াই বলিয়াছি।"

"তোমার যন্ত্রণা কি আমার এখনও বুঝিতে বাঁকি আছে? তোমার অত্যাচারগ্রস্ত সন্তানকে ত আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তুমি বন্ধু পত্নী আমি তোমারি কাছে অঙ্গীকার করিয়াছি। আমাকে আর তোমার কিছু বলিতে হইবে না। তবে আমি নবাবের সেনাপতি। তাঁহার অধীনে থাকিতে হইলেই তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে আমি বাধ্য।"

"আমি কথা বলে এক্ষণে লজ্জিত হইয়াছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

" না, না, তোমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে না। তুমি শোকাতুরা আমার কথা শুনে দুঃখিত হইয়াছ। তোমাকে এত কথা বলা আমার ভাল হয় নাই। যাহা বলিয়াছি আত্মীয় ভেবেই বলিয়াছি। তোমার দুঃখ সত্বরেই শেষ হইবে। শীঘ্রই তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে ওসব কথায় কাজ নাই। দেখ শত্রুগণ কেমন নিরাপদে বিশ্রাম করিতেছে। উহারা যেন নিজের রাজ্য পাইয়াছে।"

" এই রূপ বিশ্রাম আর কত দিন করিবে ?"

"কত দিন? দেখ কি করি। আগে উহাদের সংখ্যা ও অবস্থা একবার ভালরূপে সন্দর্শন করি তার পর কি হয় দেখিবে। চল এখন নৌকায় যাই।" উভয়ে নৌকায় গিয়া পান ভোজনান্তে শয়ন করিলেন। সৈনিকেরা আহার করিয়া মাস্তাফাকে জিজ্ঞাসা করিল "নৌকা কি ওপারে লাগানবাবে।" মাস্তাফা "হ্যাঁ" বলাতে তাহারা মাজিকে নৌকা পারে লইয়া যাইতে বলিল। শীঘ্রই নৌকা পারে উপস্থিত হইল। মাস্তাফা ও পান্নুবিবি শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু উভয়েরই নিদ্রাবেশ হইল না ; উভয়েরই অন্তরে চিন্তার আবির্ভাব হইল। কি প্রকারে দুর্দমনীয় বর্গীদিগের উপদ্রব হইতে নবাবের রাজ্য রক্ষা করিবেন—কি রকমে পান্নুবিবির অঙ্গীকার প্রতিপালন করিবেন—এই সমস্ত চিন্তায় মাস্তাফা নিমগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ পরে মাস্তাফা স্বীয় পরিচ্ছদ হইতে একখানি লেফাফা বাহির করিয়া তন্মধ্য হইতে দুই খানি পত্র বাহির করিলেন। একখানি পত্র একবার দেখিয়া আবার যথা স্থানে রাখিয়া দিলেন। তৎপরে অপর পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। পত্রে যাহা লেখা ছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"প্রিয় বন্ধু! তোমাকে এক প্রকার বলিয়াই দিয়াছি যে যাহাতে ভাস্কর পণ্ডিত আমার শিবিরে আসে তদ্বিষয়ে তুমি মনোযোগী হইবে। আবার নিজেও উহাকে একখানি পত্র লিখিলাম। তুমি কথায় যাহা বলিবার আবশ্যক তাহা বলিবে, আর আমার লিখিত পত্র খানিও দিবে। ঐ ব্যক্তিকে শিবিরে আনিয়া বিনষ্ট করিতে পারিলেই বর্গীর উপদ্রব নিবারণ হইবে।

সেনাপতি বিনষ্ট হইলেই উহারা পলায়ন করিবে। তোমাকে নিশ্চয়ই বেহারের সুবেদার করিয়া দিব। বন্ধু, বর্গীর হ্যাঙ্গামে আমি বড়ই বিরক্ত হইয়াছি ইতি—"

নবাব আলীবর্দ্দী

মাস্তাফা পত্র পাঠ করিয়া মনে ভাবিলেন "কি ভীরুতার কার্য্য! সত্য বটে পত্রের মর্ম্মানুসারে কার্য্য করিলে সকল উদ্দেশ্যই সফল হইতে পারে। তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে নবাবেরও রাজ্য রক্ষা হয় আর পান্নু বিবিরও মনোরথ সিদ্ধ হয়। কিন্তু কি প্রকারে আমি এরূপ ভীরুতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব? আগেত উহাদের অবস্থা সন্দর্শন করি, তার পর যুদ্ধ করা আবশ্যক হয় যুদ্ধ করিব অথবা পদলোভে নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত বোধ হইলে তাহাই করিব।" এই স্থির করিয়া তিনি বালিসের তলে পত্রখানি রাখিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই নিদ্রাভিভূত হইলেন।

পান্নু বিবি এতাবৎকাল মাস্তাফার অলক্ষিতভাবে শয্যা হইতে সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিলেন। তিনি নিদ্রিত হইলে অন্যান্য সকলকে নিদ্রিত দেখিয়া রমণী শয্যা হইতে উঠিলেন এবং আস্তে আস্তে গিয়া বালিসের তল হইতে পত্র গ্রহণপূর্ব্বক পড়িতে লাগিলেন; পত্র পাঠে তাঁহার মনে আশা জন্মিল। "আল্লা বুঝি আমার শোকানল নির্ব্বাণের জন্য নবাবের দ্বারা এইরূপ পত্র লেখাইয়াছেন। একবার নিষ্ঠুর বর্গী-বীরের মস্তক ছিন্ন হইলে হয়। আমিত নিজ প্রতিজ্ঞা সাধন করিতে কখনই নিরস্ত থাকিব না।" এই মনে ভাবিয়া তিনি পুনরায় শয্যা গ্রহণ করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ছদ্মবেশ।

প্রাতঃকাল। মহারাষ্ট্রীয় সেনাগণের মধ্যে আনন্দের কোলাহল কেন? তাহারা কি ইহারই মধ্যে রণ জয়ী হইল? না তাহা নয়। নগর ও গ্রাম লুঠ করিতে যাইবার জন্য উহাদের মধ্যে উদ্যম হইতেছে। কেহ তাহার বন্ধু সৈনিককে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছে "দেখ, প্রত্যাগমন কালে তোমাকে প্রচুর পরিমাণে বহু মূল্য দ্রব্যাদি আনিয়া দিতে পারি কি না?" কেহ বলিতেছে "নবাবের ধনাগার লুঠ করিতে না পারিলে আর আমার আশা পরিতৃপ্ত হইবে না।" তদুত্তরে কোন সৈনিক বলিতেছে "একবারেই সে আশা পূর্ণ হয়।" অপর এক জন বলিতেছে "এক্ষণে প্রস্তুত হওয়া যাউক। কথা বার্ত্তা কহিয়া এখানে আর সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই।" এইরূপ কোলাহল করিতে করিতে এক দল অশ্বারোহী সৈন্য একত্রিত হইল। যে ব্যক্তি ভাস্কর পণ্ডিত কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন তিনি সেনাপতিরূপে সমবেত অশ্বারোহীদিগকে যাত্রা করিতে বলিলেন। অমনি তাহারা স্ব স্ব অশ্বচালনে তৎপর হইল। ক্ষণকালের মধ্যে তাহারা দাউদপুরাভিমুখে যাত্রা করিয়া নয়ন পথের অদৃশ্য হইল।

অশ্বারোহীরা প্রস্থান করিলে চারি পাঁচ ঘণ্টা পরে অবশিষ্ট সৈনাগণের শিবির দ্বারে এক জন ভিক্ষুক ও এক জন ভিখারিণী আসিয়া ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতে লাগিল। যাচকদ্বয় উভয়েই মুসলমান জাতীয়। উভয়েরই গলদেশ হইতে জানুদ্বয় পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত এক একটী বালিসের খোল সদৃশ কাল কিট্ কিটে গাত্রাবরণ এবং মস্তকে এক একটী ময়লা টুপি। গলদেশ বেষ্টিত বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত দুই তিন ছড়া স্ফটিক মালা। উভয়েরই দক্ষিণ হস্তে একটী দস্তার

পেয়ালা এবং বাম হস্তে এক এক গাছি বাঁকা ছড়ি। যাচকদ্বয়ের স্কন্ধদেশ হইতে এক একটী ভিক্ষার ঝুলি কক্ষদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিতেছে। উহারা পলাশীর দিক হইতে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যশিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুসলমান ভিক্ষুক দেখিয়া এক জন সৈন্য বলিল "রস্, আগে তোদের নবাবের রাজ্য লুঠ করি তারপর তোদের ভিক্ষা দিব।" আর এক জন তদুত্তরে কহিল "ওরা সামান্য ভিক্ষুক। পেটের দায়ে আমাদের কাছে ভিক্ষা করিতে এসেছে। উহাদের সঙ্গে ও সব কথায় কাজ কি?" আর এক ব্যক্তি বলিল "মুসলমানেরা বঙ্গদেশ লুঠে খাচ্চে। উহাদের আবার ভিক্ষা দিতে হইবে?" কোন সৈনিক কহিল "অতিথি যে জাতীয়ই হউক তাহাকে ফিরাতে নাই। এটী হিন্দু শাস্ত্রের অনুশাসন।" যাহা হউক দুচারি দ্বারে বেড়াইয়া যাচকদ্বয় অনেকগুলি পয়সা সংগ্রহ করিল এবং পরিশেষে পলাশী পানে চলিয়া গেল। ঐ গ্রামে আহারাদি করিতে উহাদের বেলা শেষ হইল। ক্রমে সন্ধ্যার প্রাক্কাল উপস্থিত। গোধুলি-সময়-সহচর কীট পতঙ্গাদি ঝিঁ ঝিঁ রবে সন্ধ্যাদেবীর আগমন জন্য স্তুতি বাদ আরম্ভ করিল। অস্তমিত সূর্য্যালোক মলিন হইয়া আসিল। বৃক্ষ সকলের পত্র পল্লবগুলি ক্রমে ক্রমে আঁধারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। কেবল বড় বড় শাখা সকল এখনও দৃষ্টি পথে অল্প অল্প পতিত হইতে লাগিল। আস্তে আস্তে অন্ধকার আকাশকে বেড়িল। যাচকদ্বয় ঐ সময়ে গঙ্গাতীরে যাইতে সঙ্কল্প করিল। যাইতে যাইতে গ্রামের প্রান্তে আসিয়া তাহারা দেখিল যে উদ্যান মধ্যে একটী চমৎকার অট্টালিকা রহিয়াছে। গৃহটী দেখিতে সুন্দর কিন্তু মনুষ্যের কোলাহল শূন্য। উদ্যানের প্রস্ফুটিত পুষ্প সৌরভে স্থানটি যেন আমোদিত হইয়াছে। যাচকেরা আসিবার সময় আরও দুই একটি ভবন পরিত্যক্ত দেখিয়াছিলেন। এটিও তাহাদের সেইরূপ বোধ হইল। উহাদের মধ্যে এক জন অপরকে বলিল "বোধ হয় এই অট্টালিকাস্বামী বর্গী দিগের লুণ্ঠন ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। এস একবার উদ্যানে প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করি।" উভয়েই পরে উদ্যানে প্রবেশ করিল। যৎকালে উহারা অট্টালিকারদিকে গমন করে তখন উহাদের বোধ হইল

যেন দুইটী মনুষ্য গৃহদ্বার হইতে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ভিক্ষুক ভিখারিণীকে বলিল "তবে এখানে লোক আছে। যাহা হউক ভালরূপ চন্দ্রোদয় হইলে পরীক্ষা করা যাইবে।" উদ্যানের পুষ্প সৌরভে যাচকদ্বয়ের ঘ্রাণেন্দ্রিয় শীঘ্রই চরিতার্থ হইল। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া উহারা অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিল। একে যাচকের পরিচ্ছদধারী তাহাতে পরের বাড়ী—গৃহস্বামী অট্টালিকা মধ্যে ছিল কি না তাহা উহারা নিশ্চয় জানিতে পারে নাই। যদি লক্ষিত ব্যক্তিদ্বয়ই গৃহের অধিকারী হন এই ভাবিয়া উহারা নিঃশব্দপদ-সঞ্চারে অট্টালিকার অভ্যন্তর প্রদেশ পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। এঘর ওঘর যাইতে যাইতে উহাদের বোধ হইল যেন পার্শ্বের ঘরে থাকিয়া কাহারা কথাবার্ত্তা কহিতেছে। তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। গৃহ মধ্যে দীপালোক ছিল না বটে, কিন্তু যে ঘরের বাতায়ন দ্বার উদ্ঘাটিত ছিল সে ঘরের সকল বস্তুই নয়নকে আকৃষ্ট করিল। যাচকেরা কৌতূহল নিবারণ জন্য পার্শ্বের ঘরের দিকে গমন করিয়া একটী স্তম্ভের অন্তরাল হইতে দেখিল যে উক্ত ঘরের মধ্যে একটী পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোকের স্কন্ধদেশে বামহস্ত ন্যস্ত করিয়া একজন বীর যুবক বসিয়া আছে। যুবকের দক্ষিণ হস্তে একখান শাণিত তরবারি। ঘরের উদ্ঘাটিত বাতায়ন দ্বার সমস্তের মধ্য দিয়া অভ্যন্তর প্রদেশে জ্যোৎস্নালোক প্রবেশ করাতে উভয়েরই মুখমণ্ডল স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইল। রমণীর আকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইল যে তিনি একটী বাঙ্গালীর কন্যা। রমণীর মুখশ্রী অতি মনোহর। দীর্ঘকায়, প্রশস্ত ললাটবিশিষ্ট অস্ত্রধারী যুবক একজন বর্গী। উহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথনে নিযুক্ত ছিল। যুবক রমণীকে বলিল ;—

"এই উদ্যান বেষ্টিত গৃহে তোমার প্রণয়ীর সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা কর না?"

"আপনার সঙ্গে থাকা অপেক্ষা আমার কি সুখ আছে? কি নির্জ্জন কি সজন আপনার সহবাসে আমার সকল স্থানই সুখজনক বোধ হইবে।"

"তুমি এই গৃহে থাকিবে আর আমি প্রতি রজনীতে তোমার কাছে আসিব।"

"আমি এগৃহে একাকিনী দিনের বেলা কি করিয়া কাটাইব? যদি গৃহস্বামী আসে তখন আমার কি উপায় হইবে?"

"তা বটে—আচ্ছা, তোমার বাসস্থানও এই গ্রামে তোমার নিজবাটী গেলেইত হইবে? তথায় গেলে দিনের বেলা একজন রক্ষকও পাইবে। তোমার বাড়ি এখান হইতে কত দূর?"

"কিছুই দূর নয়। এই বাগানের নিকটে যে একটী পুষ্পোদ্যান আছে তন্মধ্যে আমার পিতার আলয়।"

"তবে আমরা এখানে এলাম কেন? চল, এ পরিত্যক্ত ভবন হইতে তোমার বাড়ী যাই।"

"আমি পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা—কি করে আবার তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিব? তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার একান্ত বাসনা। কিন্তু তিনি আমায় দেখিতে ইচ্ছা করিবেন কি না তাহা আমি ত জানি না? তাঁহার রাগ যদি এখনও না পড়ে থাকে?"

"তজ্জন্য তোমার কোন ভয় নাই। তুমি এমন কি কাজ করেছ যে তিনি এখনও রাগান্বিত আছেন? তা যাহাই হউক আমি তাঁহাকে নিজ পিতা জ্ঞান করিয়া তোমার জন্য বুঝাইব।"

"তা আপনি যখন সঙ্গে যাচ্ছেন তখন আর আমার যাইবার আপত্তি কি? আমার বাটী যাইতে যে কোন ভয় হচ্চে তা নয়। তবে পাছে পিতা আবার বিরক্ত হন? তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন—"

"আচ্ছা, আজও বাক কাল যাওয়া যাইবে। আজ সমস্ত রাত্রি আমি এখানে থাকিব। আজ আমাদের এখানেই সুখের আলয় হউক। (বারম্বার মুখ চুম্বন করিয়া) আমরা পলাশীতে থাকিতে আর এ গৃহস্বামী এখানে আসিবে না। দেখচ না গৃহে মূল্যবান দ্রব্যাদি কিছুই নাই? গৃহস্বামী আমাদের ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। কাল দিনের বেলা কেবল তোমাকে এখানে একাকিনী থাকিতে হইবে।"

"তা থাকিব। এখন আপনি আমার আর আমি আপনার। আপনি যখন বলচেন তখন আমি কেন না থাক্‌তে পার্‌ব।"

'আমার নিশ্চয়ই বোধ হচ্চে যে এ গৃহ পরিত্যক্ত। আর এখান হইতে তোমার বাড়ীও নিকট——"

এইরূপ কথোপোকথনে যখন উহারা প্রবৃত্ত তখন ভিখারিণী তাহার সঙ্গীর কানে কানে বলিল "এইবার কাফেরের মস্তক ছেদন করুন। আমার বোধ হচ্চে ঐ ব্যক্তির আদেশে আমার স্বামী বিনষ্ট হইয়াছিল।"

"আমি এ বেশে কি করিয়া ঐ অস্ত্রধারী পুরুষের সম্মুখীন হইব। উহাকে আমি চিনিতে পারিয়াছি। ও ব্যক্তিও আমার সমতুল্য। দেখচ না উহার দক্ষিণ হস্তে শাণিত তরবারি দৃঢ় বদ্ধ রহিয়াছে। তা যাই হউক আমি গুপ্ত-মার মার্‌তে পারিব না। তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইলেই ত হয়?"

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অপূর্ব্বধ্যান।

গত রজনীতে যে অস্ত্রধারী পুরুষ উদ্যানস্থিত অট্টালিকা মধ্যে নিজ প্রণয়িণী সহ সুখভোগে রত ছিলেন অদ্য তিনি ভাস্কর পণ্ডিতের শিবিরে। তিনিই স্বয়ং ভাস্কর পণ্ডিত। রজনী শেষ হইল দেখিয়া তিনি প্রণয়িণীর কাছে এই কথা গুলি বলিয়া বিদায় গ্রহন করেন। "রাত্রি শেষ হইল, দিনের বেলা নির্ভয়ে তুমি এই প্রাসাদে থাকিবে। সায়ংকালে পুনরায় আমি আসিব এবং দুই জনে তোমার গৃহে যাইব। এই গৃহের মধ্যে দেখচি অনেক ফল মূল সঞ্চিত রহিয়াছে। তোমার আহারীয় দ্রব্যাদির কিছুই অভাব হইবে না। আমি এক্ষণে যাই।" তিনি শিবিরে গেলেন বটে, কিন্তু একাকী নহে। তাঁহার হৃদয় মধ্যে একজন লুক্কায়িত ছিল। প্রাতঃকালে অধীনস্থ সেনাপতিদিগকে যথাবিহিত আদেশ করিয়া তিনি স্বীয় শিবিরে প্রত্যাগমন করেন। ঐ সময় বেলা ১০ ঘটিকা। স্নান করিয়া পূজার্থে তিনি কুশাসনোপরি উপবেশন করিলেন। সম্মুখে তাম্রপাত্রোপরি গঙ্গামৃর্ত্তিকা নির্ম্মিত একটী শিবমূর্ত্তি—ভাস্কর শিবপূজায় ব্রতী হইলেন। মুখে—

"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরা ভীতিহস্তং প্রসন্নং।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈ ব্যাঘ্রকীর্ত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং ॥"

বলিয়া পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক মহাদেবের রূপ চিন্তনে নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়াকাশে শঙ্করের আবির্ভাব হইল না। ধ্যান ভঙ্গ হইল। পুনরায় তিনি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শিবের মস্তকে বিল্বপত্র ন্যস্ত করিয়া নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিলেন। এবারও আরাধ্য দেবের দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরে আর একবার ধ্যানারম্ভ করিলেন,

কিন্তু এবারও অকৃতকার্য্য হইলেন। বারংবার ধ্যান ভঙ্গ হওয়ার কারণ কি? ভাস্করের পূজার আয়োজনের কি কিছু ত্রুটী হইয়াছিল? আতপতণ্ডুল, বিল্বপত্র, গঙ্গাজল, তাম্রপাত্র সকলই ত আছে? তবে কেন ধ্যানে বসিয়া তিনি মহাদেবের দেখা পাইলেন না? বিল্ববৃক্ষ দ্বারা আঘাত করিলে যে দেব সদয় হন,--বিল্ববৃক্ষে অবস্থান জন্য অসাবধানে যাঁহার গাত্রে পত্র পড়িলে "বর লও" বলেন,—আজ সে ভোলানাথ ভাস্করের প্রতি নিদয় কেন? তিনি কি তাঁহার পূজা গ্রহণেচ্ছুক হইয়া উপস্থিত হন নাই?—অবশ্যই হইয়াছিলেন। কিন্তু আসিলে কি হইবে? ভাস্করের হৃদয়-গৃহের-দ্বার আজ বন্ধ। মহাদেব স্বীয় বল প্রয়োগ করিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। হৃদয়ের কপাট দৃঢ়রূপে বদ্ধ ছিল। ভাস্করের হৃদয় আজ অন্য কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। উদ্যানস্থিত গৃহ পরিত্যাগ কালীন তিনি যাহাকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন সেই মনোমোহিনী আজ তাঁহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ভাস্কর তিনবার ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তিনবারই সেই মূর্ত্তি তাঁহার ধ্যানে ধারণা হইল। স্বর্ণলতার চন্দ্রানন, তাঁহার ইন্দীবর সদৃশ চক্ষুদ্বয়, আকর্ণ বিশ্রান্ত ভ্রূযুগল, ঈষৎ রক্তবর্ণ গণ্ডদেশ, সুচারু কেশগুচ্ছ, তিন বারই তিনি দেখিতে পাইলেন। স্বর্ণলতার মুখচ্ছবি পূজার সময়ও তিনি বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। কি করেন অগত্যাই তিনি এক প্রকারে পূজা সমাধা করিলেন। তৎপরে ভোজনান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের জন্য শয্যায় গমন করিবেন এমন সময় যেন বহুতর অশ্বের পদধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি শিবিরের বাহিরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দেখিতে দেখিতে একজন অশ্বারোহী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে দেখিবামাত্র কহিলেন "সমস্ত মঙ্গল ত?"

"সমস্তই মঙ্গল। (হাস্য করিতে করিতে) অনেক দ্রব্যাদি লুঠ করা গিয়াছে।"

"কেবল দাউদপুর লুঠ করিয়া এত পাইয়াছ?"

"কেবল দাউদপুর নয়, কাসিম বাজারও লুণ্ঠিত হইয়াছে।"

"নবাবের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক তোমরা কি প্রতিরোধ প্রাপ্ত হইয়াছিলে?"

"না—কাসিমবাজারের নিকট নবাবের একদল সৈন্য আছে দেখ্‌লাম। কিন্তু নগর লুণ্ঠন কালে উহারা আমাদের প্রতিকূলে কোন কার্য্য করিল না। শুনিলাম নবাব আপনার নিকট মাস্তাফা খাঁকে সন্ধি সংস্থাপনের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আফগান সেনাপতি কি আপনার নিকট আসিয়াছেন?"

"না। বোধ হয় তবে আজ কালের মধ্যে আসিতে পারে। তা যদি সন্ধিই হয় তাহা হইলে আমাকে প্রচুর অর্থ না দিলে আর নবাবের উদ্দেশ্য সফল হইবে না।"

"মহারাজ রঘুজীত আপনাকে বলিয়াই দিয়াছেন যে গতবার বাজী রেওকে যাহা দিয়াছিল তত টাকা না দিলে আপনি দেশে যাইতে পারিবেন না।"

"তাহা আমার মনে আছে। দেখা যাউক নবাবের প্রস্তাব কি? সম্প্রতি তুমি বহুমূল্য লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি কোষাধ্যক্ষের নিকট রাখিয়া বিশ্রাম করিতে যাও।"

যখন অশ্বারোহী ভাস্কর সহ ঐরূপ কথা কহিতেছিলেন তখন আর সমস্ত অশ্বারোহীগণ ভাস্করের শিবিরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। উহাদের সেনাপতি বিদায় গ্রহণ করিলে পর সকলেই তৎপশ্চাতে নিজ নিজ শিবিরাভিমুখে গমন করিল। আবার মহারাষ্ট্রীয় সেনাগণের আনন্দের ধ্বনিতে পলাশীর ময়দান পূর্ণ হইল। কিছুক্ষণ পরে পথশ্রান্তে সেনাগণ বিশ্রাম লাভের আসে স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশ করিল।

ক্রমে ক্রমে বেলা অবসান হইল। ভাস্কর পণ্ডিত সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অধীনস্থ সেনাপতিদিগকে রাত্রির কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া আপন শিবিরে উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ তথায় বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন "স্বর্ণলতা আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার মনে না জানি কতই কষ্ট হইতেছে। তিনি কি উদ্যানস্থিত প্রাসাদ মধ্যে এখন একাকিনী—না, কোন নিষ্ঠুরের হস্তে পড়িয়াছেন? হায়! এই সমস্ত বিপদের মূল কারণই আমি।

আমি যদি সৈন্যাধ্যক্ষ পদে জলাঞ্জলি দিতে পারিতাম—যদি ধনাশা ও যশ-লালসা আমাকে বাধ্য না করিত—যদি রাজানুগ্রহ লাভের জন্য আমি ইচ্ছুক না হইতাম—তাহা হইলে ত স্বর্ণলতাকে একাকিনী থাকিতে হইত না। তাহা হইলে আমি কি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতাম। সে যাহা হউক, এক্ষণে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, আমি আর বিলম্ব করিব না—যাই, একবার দেখে আসি প্রণয়িনীর কি ঘটিয়াছে।" ভাস্কর পণ্ডিত এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রিয়বাবুর প্রাসাদাভিমুখে গমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

হয়েও হলনা।

পাঠক! বোধ হয় তোমার মনে আছে যে প্রিয়বাবু স্বর্ণলতাকে অনুসন্ধান করিয়া না পাইয়া কাসিমবাজারে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। যাইবার সময় স্বর্ণলতার আশা পরিত্যাগই করিয়াছিলেন। কি প্রকারে বর্গীদিগের হাত হইতে স্বীয় ধনসম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবেন তখন সেই বিষয়ে তাঁহার মনে ভাবনার উদয় হয়। কাসিমবাজারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মনে আর সে ভাব রহিল না। ইন্দ্রিয় সুখভোগে যে ব্যক্তি একবার আসক্ত হয় তাহার সুখতৃষ্ণা দিন দিন বাড়ে বই কমে না—রমণীর রূপের ফাঁদে যে ব্যক্তি একবার পতিত হয় তাহার পক্ষে সে পাশ হইতে মুক্ত হওয়া বড় কঠিন। প্রিয়বাবুর চিত্তপটে স্বর্ণলতার মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহাকে ভুলেও ভুলিতে পারেন নাই। দিবানিশি সেই রমণীর রূপ চিন্তা করিতেন। সেই রমণীই তাঁহার ধ্যান ও চিন্তার পদার্থ হইয়াছিল।

বিষয়াদি রক্ষা সম্বন্ধে তিনি আর যত্ন করিতেন না। পান ভোজনের সময় ভিন্ন প্রায়ই তিনি একাকী থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে যখন পারিষদেরা নিকটে আসিত তখন তিনি তাহাদের সহিত আর পূর্ব্বমত আমোদ প্রমোদ করিতেন না। অন্য রমণীর সঙ্গ তাঁর পক্ষে বিষবৎ বোধ হইত। তিনি কেবল মধ্যে মধ্যে বলিতেন "স্বর্ণলতাকে কি আর পাওয়া যাইবে না!"

এই ত প্রিয়বাবুর বিপদ। তার উপর আবার একটী বিপদ আসিয়া পড়িল। মনুষ্যের যখন সময় মন্দ হয় তখন চারিদিক হইতেই যেন অমঙ্গল আসিয়া আক্রমণ করে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মহারাষ্ট্রীয় সেনাগণ কাশিমবাজার লুঠ করিয়াছিল। ঐ সময়ে প্রিয়বাবুর ধনসম্পত্তিও তাহাদিগের দ্বারা অপহৃত হয়। মহারাষ্ট্রীয়েরা কাসিমবাজার হইতে প্রস্থান করিলে পর প্রিয়বাবু নিজ পারিষদগণকে ডাকিয়া বলিলেন "আমার সকল সুখইত এক্ষণে অন্তর্হিত হইল। ধনাগার লুণ্ঠিত হইল—স্বর্ণলতা হারাইল—আমার আর কি সুখ আছে। এ জীবন থাকিলেও যে ফল না থাকিলেও সেই ফল। অতএব আমি আর এ জীবন রাখিতে ইচ্ছা করি না। অদ্যই আমি হুতাসনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। তবে এই মনোরথ সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে তোমাদের সঙ্গে একবার শেষ আমোদ আহ্লাদ করিয়া অনলে আত্মসমর্পণ করিব।" এই বলিয়া তিনি ভৃত্যগণকে পান ও ভোজন প্রস্তুত করিবার আদেশ করিলেন। পারিষদগণ বাবুর কথা শুনিয়া মনে করিল "অগ্রে আহারাদিত সম্পন্ন হউক পরে বাবু যদি প্রকৃতই মরেন তবে বর্গীদের দ্বারা পরিত্যক্ত বাবুর অবশিষ্ট সম্পত্তি লইয়া প্রস্থান করিব।" কিন্তু মুখে সকলেই বলিল "আপনার কি এখন মরিবার সময়? আপনার যে সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে তাহা দুই এক বৎসরের বাণিজ্যের লাভেই আবার হইবে। তবে স্বর্ণলতা—তা সে একটা সামান্য স্ত্রীলোক।" প্রিয়বাবু পারিষদগণের কথায় কোন উত্তর প্রদান করিলেন না।

রাত্রি ১০ ঘটিকা—প্রিয়বাবুর বৈঠকখানার অভ্যন্তর রাত্রির আলোকে আলোকিত। বৈঠকখানার পার্শ্বের ঘরে খাদ্য দ্রব্য সমুদায় প্রস্তুত। ঐ ঘরের

মধ্যস্থলে বস্ত্রাচ্ছাদিত একটি টেবিলের উপর মদ্রিকাপূর্ণ কাচনির্ম্মিত গেলাস সমস্ত যথাস্থানে স্থাপিত, গেলাসের কাছে কাছে এক এক খানি মাংসের কাবাব ও কাট্‌লেট্‌ পূর্ণ চিনের প্লেট, উক্ত বাসনের নিকট প্রত্যেক ভোক্তার জন্য এক এক খানি ছুরি ও কাঁটা, ভৃত্যগণ টেবিলের নিকট দণ্ডায়মান—টেবিলের ধারে ধারে ভোক্তাদের বসিবার চেয়ার। বৈঠকখানার প্রাঙ্গনে সর্ব্বভূক কাষ্ঠাহারে বিব্রত। সমুদায়ই প্রস্তুত কেবল বাবুর আসার অপেক্ষা। প্রিয়বাবু সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে শুনিয়া পারিষদবর্গ সহ ভোজন ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সকলে নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ পূর্ব্বক গেলাসপূর্ণ মদ্রিকা পান করিলে পর ভৃত্যগণ পুনরায় সুরা প্রদায়িনী বোতলদেবীর মুখ হইতে সুরা ঢালিয়া দিল। ক্রমে ঠনঠনানি শব্দ হইতে লাগিল। মৃদুস্বরে পরস্পরের কথোপকথন আরম্ভ হইল। এইরূপে তিন পাত্র গেলে পর প্রিয়বাবু আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক বলিলেন "বন্ধুগণ—ভাইগণ যখন ইচ্ছা-মৃত্যু আমাদের হাতে তখন পার্থীব দুঃখ যন্ত্রাণাকে আমরা কি জন্য আশ্রয় দিব? মদোন্মত্ত হইলে যখন আমাদের কোন রকম যন্ত্রণাই যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না তখন আমাদের মৃত্যুতে কি ভয় আছে? মৃত্যু আমাদের কাছে কখনই ভয়ঙ্কর বোধ হইতে পারে না। ভারতের সতীরা বিনা মদে চিতারোহণ করিয়াছিলেন আমি কি দেবীর কৃপায়ও মরিতে পারিব না? সারডেনাপেলাস নামক আসিরিয়াধিপতি যখন রাজ্য সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হুতাসনে নিক্ষিপ্ত হইতে পারিয়াছিলেন তখন আমি সামান্য বিষয় সুখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিব না। রমণীগণের সাহস অপেক্ষা পুরুষের সাহস অধিক। রাজার প্রাণ অপেক্ষা আমার প্রাণ নিশ্চই অল্পমূল্যবিশিষ্ট। আমার জন্য সর্ব্বভূক প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমি অবশ্যই অনলশায়ী হইব"। এই বলিয়া তিনি একজন পারিষদের হস্তে একখানি স্বরচিত কবিতা পত্র দিয়া পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। তাহাতে সে ব্যক্তি নিম্ন লিখিত কবিতাটী পড়িতে আরম্ভ করিল;—

নূতন প্রসূন গাঁথি পরা যায় গলে,
সৌরভ সৌন্দর্য্য তার যায় শুখাইলে।

করিছে আমোদ আজি যে সুহৃদ সহ,
মৃত্যু খাদে গড়া যেন সে জনের দেহ।

মধুর সঙ্গীত বটে প্রাণ কেড়ে লয়,
থাকিতে জীবন কিন্তু নাহি হলে লয়।
রবি রশ্মি পেলে মেঘ সুরঞ্জিত হয়,
সুখের জীবন শোভে তেমতি নিশ্চয়।

কিন্তু যদি সুখরবি হয় অস্তমিত,
মেঘসম এ জীবনে নাহি কোন হিত।
অতএব আজি আমি ত্যজিব এ প্রাণ,
দগ্ধ হয়ে হুতাসন করিব নির্ব্বাণ।

কবিতাটী পাঠ করা হইল। সকলে অমনি একতানে বলিয়া উঠিল "বেস হয়েচে বেস হয়েচে। পাঠককে এক গেলাস মদ দাও"। পাঠক অর্পিত মদ পাত্র গ্রহণ করিয়া পুনরায় স্বীয় আসনে উপবেশন করিলেন। প্রিয়বাবু তৎপরে বলিলেন "রাত্রি অধিক হইয়াছে। আমার আসন্নকাল নিকট। অতএব এস আরও মদ্য পান করি। মদ্য পানে পরিতৃপ্ত হইলেই আমি তোমাদের নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিব। তখন তোমাদেরও বিদায় দিতে কষ্ট হইবে না।"

পুনরায় মদ্য পান চলিতে লাগিল। কেহ বাবু মরিবেন বলিয়া ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ বলিল "মৃত্যু এক দিন হইবেই—তা বীরের ন্যায় মরা মানুষের কর্ত্তব্য।" কেহ বলিল "বাবু যখন মরতে সঙ্কল্প করিয়াছেন তখন উঁহার পক্ষে মরাই ভাল। তা না হলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হয়। কিন্তু উনি গেলে ওরূপ এয়ার আর পাব না।" এইরূপ কোলাহল করিতে করিতে প্রাতঃকাল উপস্থিত হইল। পাড়ার লোকেরা শব্দ শুনিয়া প্রিয়বাবুর বৈঠকখানায় সমাগত হইল। মহা গোলোযোগ উপস্থিত।

প্রিয়বাবুর আর মরা হল না। নেশাবেশে সকলেই শেষে অচেতন হইল। দুই চারি জন পাড়ার লোক বাবুর মাথায় জল দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল। পরে কিঞ্চিত সুস্থ দেখিয়া তাহারা প্রস্থান করিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মালাদান।

যখন প্রিয় বাবুর কাসিমবাজারের ভবনে তাঁহার জীবন বিসর্জ্জনের উদ্যম হইতেছিল তখন তাঁহার পলাশীর বাগান বাটীতে কি হইতে ছিল তাহা আমাদের দেখা আবশ্যক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ভাস্কর পণ্ডিত সন্ধ্যা উপস্থিত দেখিয়া সেই গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া গত রজনীতে যে ঘরে স্বর্ণলতা সহ সহবাস করিয়াছিলেন সেই ঘরে যাইবার সময় দেখিলেন দ্বারদেশে প্রণয়িনী দণ্ডায়মানা। চাতকিনী যেমন বারি লাভের প্রত্যাশায় আকাশ পানে চাহিয়া থাকে তদ্রূপ তিনি প্রণয়ীর আগমন পথ পানে তাকাইয়া ছিলেন। যাঁহার জন্য চাহিয়া ছিলেন তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্যের বিষয় পূর্ব্বেই ব্যক্ত করা গিয়াছে। স্বর্ণলতা নির্জ্জন স্থানে যেরূপ একাকিনী ছিলেন ভাস্কর পণ্ডিত জন পূর্ণ স্থানের মধ্যেও তদ্রূপ একাকী কালাতিবাহিত করিয়াছিলেন। উভয়ে সম্মিলন হইবা-মাত্র আনন্দের আর সীমা রহিল না। ভাস্কর প্রণয়িনীকে আলিঙ্গন ও মুখ চুম্বন পূর্ব্বক বলিলেন "আমি তোমাকে কতই কষ্ট দিয়াছি। স্বর্ণলতা আনন্দাশ্রু বিগলিত নয়নে তাঁহার পানে তাকাইয়া ক্ষণকাল নির্ব্বাক রহি-লেন। তৎপরে মৃদুস্বরে বলিলেন "কষ্ট দেওয়া নয় নেওয়া। এক্ষণে

আমারও যে কষ্ট আপনারও সেই কষ্ট।" রমণীর উত্তরের প্রত্যুত্তর দেওয়া ভাস্করের পক্ষে কঠিন হইল। তাঁহার গলদেশে প্রণয়পাশ আরও কসিল। নির্ব্বাক হইয়া তিনি কেবল বারম্বার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে উভয়ে গৃহের বাহিরে আসিয়া উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। স্বর্ণলতার দিনের কষ্ট ভাস্কর ক্রমে দূর করিলেন এবং ভাস্করের মনদুঃখ রমণী মোচন করিলেন। আবার সুখের রাত্রি সমাগত হইল।

বাবুর বাগান। তথায় নানা পুষ্পতরু ছিল। উভয়ে এ তরু ও তরু হইতে অনেক গুলি প্রস্ফুটিত পুষ্প চয়ন করিলেন। উদ্যানের তরুলতা ও পুষ্প স্বর্ণলতার নিয়ত সঙ্গী ছিল। তিনি অনেক দিন হইতেই উত্তমরূপ মালা গাঁথিতে শিখিয়াছিলেন। নিকটস্থ কদলি-বৃক্ষ হইতে এক গাছি ছোটা লইয়া তিনি পরিপাটী এক ছড়া মালা গাঁথিলেন। ভাস্করও এক ছড়া গাঁথিলেন কিন্তু তদ্রূপ সুন্দর হইল না। গগণে চন্দ্রোদয় হইয়াছে। সমস্ত জগতই চন্দ্রালোকে প্রফুল্ল। প্রফুল্ল অন্তরে পরস্পর পরস্পরের গলে আপন আপন গ্রথিত মালা দান করিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত চন্দ্র পানে তাকাইয়া বলিলেন "চন্দ্র তুমি সাক্ষী, আজ আমি প্রিয়তমা স্বর্ণলতাকে আমার পত্নী-রূপে বরণ করিলাম।" স্বর্ণ লতাও তৎপরে চন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন "চন্দ্র তুমি আমারও সাক্ষী। আজ আমি আমার এই প্রণয়ী পুরুষকে পতি-ভাবে বরণ করিলাম।"

পাঠক! বিবাহ ত হয়ে গেল। এক্ষণে তোমার আমার মতে এরূপ বিবাহ সিদ্ধ কি না? বাদ্য নাই পুরোহিত নাই কন্যা দাতা নাই নারায়ণ নাই কোন প্রকার দান সামগ্রীও নাই। দানের মধ্যে কেবল একটী স্ত্রী আর একটী পুরুষ আর দুই গাছি মালা। স্ত্রী, পুরুষকে মালা সহ আপনার দেহ মন সমর্পণ করিলেন এবং পুরুষটীও স্ত্রীলোকটীকে মালা সহ স্বীয় দেহ মন সমর্পণ করিলেন। সমারোহ নাই অথচ পরস্পরের বিবাহ হইল। এরূপ সমারোহ বিহীন বিবাহকে কি বিশুদ্ধ বিবাহ বলা যাইতে পারে? আমরা বলি ইহাই বিশুদ্ধ বিবাহ। এক্ষণে হিন্দুসমাজে যেরূপ বিবাহ প্রচলিত আছে তাহা

শাস্ত্র অনুসারে শুদ্ধ হইতে পারে কিন্তু তাহাকে প্রকৃত রূপ বিবাহ বলা যায় না। কথায় বলে "যার বিয়ে তার খোঁজ নাই আর পাড়া প্রতিবাসীর ঘুম নাই।" এক্ষণকার বিবাহও তাই। তনয় তনয়ার বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষরূপ জ্ঞান না জন্মাইতেই তাহাদের বাপ মা বিবাহের জন্য ব্যাকুল। বরং বর কর্ত্তার কিছু বিলম্ব করিবার সাধ্য আছে কিন্তু কন্যা দাতা অক্ষম। আট নয় বৎসরের কন্যা হইলে পিতা আর বিবাহ না দিয়া থাকিতে পারেন না। সমাজ তাহাকে হেয় জ্ঞান করে। ধিক! এরূপ জঘন্য সমাজে। ধিক! এরূপ জঘন্য বিবাহে! এরূপ বিবাহ পদ্ধতি হিন্দু সমাজ হইতে উঠে গেলেই মঙ্গল।

মালা আদান প্রদান হইল কিন্তু পরের বাগানের মালা দিয়া স্বর্ণলতা তৃপ্ত হইলেন না। তিনি ভাস্করকে বলিলেন "আজ এ বাগানের পুষ্প মালায় আপনাকে সাজাইলাম। কাল স্বহস্তার্জ্জিত তরুর পুষ্প মালায় আপনাকে সাজাইয়া মনোরথ সিদ্ধ করিব।" ভাস্কর তদুত্তরে কহিলেন "বেস মনে করেচ। আজ ত তোমার বাড়ী দুজনে যাইব এই স্থির ছিল। চল দুই জনে তথায় যাই।" এই বলিয়া স্বর্ণলতার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভাস্কর রামভট্টের উদ্যানে গমন করিলেন। যাইবার সময় তিনি প্রণয়িণীকে বলিলেন "প্রিয়ে! কাল আমি তোমার গৃহে যাইতে কি জন্য নিরস্ত হইয়াছিলাম তাহার কারণ তুমি শুনিতে ইচ্ছা কর?

"আপনার ইচ্ছা হয় বলুন। আমি আপনার কোন কার্য্যেরই কারণ অনুসন্ধান করিতে চাই না। তবে আপনি যদি নিজ কার্য্যের কারণ ইচ্ছা পূর্ব্বক বলেন তবে আমি আহ্লাদের সহিত তাহা শুনিব।"

"(হাস্য করিতে করিতে) তবে শুন। কাল তোমার বাড়ী গেলেই হয় ত আমাদের অদ্যকার শুভ কার্য্যের বিলম্ব হইত। এক্ষণে কাজ সমাধা হইল আর যাইবার আপত্তি কি?"

"(ভাস্করকে দৃঢ়ালিঙ্গন করিয়া) তা আমি আপনার দাসী হব পূর্ব্বেইত বলিয়াছিলাম।"

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে উভয়ে রামভট্টের উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ভাস্কর পণ্ডিত দেখিলেন যে উদ্যানস্থিত গৃহটীর কিছুমাত্র আড়ম্বর নাই। একটী সামান্য বাটী মাত্র। কিন্তু উদ্যানটী অতি সুপরিপাটীর। সে যাহা হউক ভাস্করের আদেশমতে স্বর্ণলতা বাড়ী প্রবেশ করিবার অগ্রে এক গাছি মালা গাঁথিলেন। মালা গাছি গাঁথিয়া দেখিলেন যে মনোমত হইয়াছে। সহাস্য বদনে রমণী পতির গলাদেশে পুনর্ব্বার মালা দান করিয়া বলিলেন "এক্ষণে আমার মনের আশা পূর্ণ হইল।" ভাস্কর তদুত্তরে বলিলেন "কিন্তু আমার একগাছি গাঁথা হইল না। তা আমি কাল গাঁথিব।" পরে উভয়ে বাটী প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে গৃহ দ্বার অবরুদ্ধ রহিয়াছে। স্বর্ণলতার মুখ দুঃখে মলিন হইয়া পড়িল। কিন্তু নিজের বাড়ী এ দিক ও দিক অনুসন্ধান করিতে করিতে একটী চাবি দেখিতে পাইলেন তখন মনের দুঃখ কিয়ৎপরিমাণে কমিল। তিনি উক্ত চাবি দ্বারা দ্বার উদ্ঘাটন করিলে উভয়েই বাটী প্রবেশ করিলেন। গৃহের অভ্যন্তরে গিয়া স্বর্ণলতা স্বামী সহ নিজের শয়ন ঘরে প্রবেশ করিলেন। নিজের ঘর, যেখানে যাহা থাকিত তাহা জানিতেন, তিনি চকমকি ঠুকিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন। ঘরের বাতায়নদ্বারও উদ্ঘাটন করিলেন। তাহাতে চন্দ্রালোকে ঘরটী সমুজ্জল হইল। নিজের শয্যা এ পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত ছিল। স্বর্ণলতা শয্যার চাদরখানি ঝাড়িয়া পাতিলেন এবং তৎপরে স্বামী সহ তথায় উপবেশন করিলেন। রমণীর মুখশশি মলিন হইয়া গেল। নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। স্বর্ণলতা কাঁদিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ এ কি বিপদ! যে রমণী কিছুক্ষণ পূর্ব্বে হাসিতে হাসিতে পতির গলদেশে মালা দান করিয়াছিলেন তিনি কেন এখন সজল নয়না? সাধের বাসর শয্যায় কি কণ্টক উপস্থিত? পার্থীব সকলই কি অনিত্য? যিনি আজ রাজা, কাল তাঁহাকে রাজ্যহীন দেখিতে পাওয়া যায়। আজ যিনি ধন, মান, কুল শিলে সুখী কাল হয় ত তিনি পথের ভিখারী। আজ যাঁহার অনেক সন্তান সন্ততি কাল হয় ত তিনি নিঃসন্তান। এই মুহূর্ত্তে যিনি হাসিতেছেন

পরমুহূর্ত্তে তিনি নয়নজলে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর সকলই অস্থায়ী। ভাস্কর প্রিয়তমার নয়নাশ্রু মুছিয়া বলিলেন "তুমি কাঁদিতেছ কেন? বোধ হয় তোমার পিতাকে দেখিতে পাও নাই সেই জন্য—তা তিনি হয় ত এখনি আস্‌তে পারেন। গৃহের দ্বার বন্ধ ছিল এবং দ্বারের নিকট যখন চাবি ছিল তখন বোধ হয় তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া গ্রাম মধ্যে গিয়াছেন। গৃহের মধ্যে যখন কোন দ্রব্যাদিই স্থানান্তরিত হয় নাই তখন তিনি যে এখানে এখনও বাস করেন তাহা বেস জানা যাইতেছে। হয় ত শীঘ্রই তিনি আমাদের নিকট উপস্থিত হইবেন।" স্বর্ণলতা কথাগুলি শুনিলেন এবং ভাবিলেন হয় ত পিতা মন্দিরে গিয়াছেন। আবার তাঁহার মনে আশা হইল। তিনি প্রণয়ীকে বলিলেন "আপনি যাহা বলিলেন তাহা আমার যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে। পিতা দেবীর উপাসক। তিনি এই সময় উপাসনার জন্য দেবীর মন্দিরে যাইতেন। আর আমি ত ছিলাম না যে গৃহের দ্বার খোলা রাখিয়া যাইবেন। এক্ষণে তিনি একাকী। সেই জন্য গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া মন্দিরে গিয়াছেন। কোন কোন দিন সমস্ত রাত্রি মন্দিরে থাকিয়া প্রাতঃকালে গৃহে আসিতেন। কাল প্রাতঃকাল না আসিলে আর আমি নিশ্চয় কিছু বুঝিতে পারছি না।"

"তবে আর কেন তুমি চিন্তা করিতেছ। সুখের রজনীতে আর দুঃখে নিপতিত হইবার আবশ্যক নাই। তোমার হৃদয়-যন্ত্রণা ঈশ্বর শেষ করিয়াছেন। সরল মনে আর নিরর্থক কষ্ট করিবার আবশ্যক নাই। এস দুজনে শয়ন করি।"

উভয়ে শয়ন করিলেন। ভালরূপ নিদ্রা হইল না। ক্রমে রজনী শেষ হইল। রামভট্ট আসিলেন না দেখিয়া ভাস্কর পণ্ডিত প্রিয়াকে বলিলেন "তোমার পিতা বোধ হয় কাল প্রাতঃকালে আসিবেন। রজনী শেষ হইল। আমি যাই। কাল তাঁহার সহিত দেখা করিব।" এই কথা বলিয়া তিনি প্রিয়ার মুখ চুম্বন পূর্ব্বক রামভট্টের বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

পীড়া।

পূর্ব্বোক্ত ভিখারী ও ভিখারিণী গঙ্গাতীরে গমন পূর্ব্বক মাস্তাফা খাঁর নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন। অভ্যাস না থাকিলে সকল কার্য্যেরই প্রারম্ভে কষ্ট বোধ হইয়া থাকে। মধ্যাহ্ন কালে পদব্রজে ভ্রমণ অযথাকালে ভোজন এবং অপরিষ্কার দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া উভয়েরই শরীর অসুস্থ হইয়াছিল। বিশেষতঃ পদদ্বয়ের বেদনায় ভিখারিণী অধীরা হইয়াছিলেন। ছদ্মবেশ পরিহার পূর্ব্বক উভয়ে শ্রমান্তকারিণী নিদ্রাদেবীর দয়া লাভের প্রার্থনা করিলেন। একে ভাগিরথী গর্ব্ভে তরণীর উপর শয়ন তাহাতে রাত্রিকালের সুস্নিগ্ধ সমীরণ লাগিয়া অঙ্গ শীতল হওয়াতে উভয়েই শীঘ্র নিদ্রিত হইলেন। অবশিষ্ট রজনী যেন শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। পর দিন প্রাতঃকালে তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। উভয়েই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শয্যায় উপবেশন করিলেন। আর সে ভিখারীও নাই সে ভিখারিণীও নাই। গত রাত্রিতে যাহারা যাচকবেশে নৌকারোহণ করিয়াছিলেন অদ্য তাহারা স্বীয় স্বীয় পরিচ্ছদ ধারণ করাতে নিজ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেন। শয্যার উপর যে দুই ব্যক্তি উপবেশন করিলেন তন্মধ্যে একজন মাস্তাফা খাঁ এবং অপর জন পান্নু বিবি। পান্নু বিবি উঠিয়া বসিলেন বটে কিন্তু অধিক্ষণ সে অবস্থায় থাকিতে পারিলেন না। পুনরায় তিনি শয়ন করিলেন। রাত্রিতে কেবল পদদ্বয়ের বেদনা বোধ হইয়াছিল এক্ষণে আবার মস্তকে ব্যাথার সঞ্চার হইল। পুনর্ব্বার তাঁহাকে শুইতে দেখিয়া মাস্তাফা জিজ্ঞাসা করিলেন। "আবার যে শুলে? কোন রকম অসুখ হয়েছে কি?"

"বড় মাথা ধরেছে।"

"(গাত্র স্পর্শ করিয়া) এই যে তোমার শরীরও অল্প গরম হয়েছে। সমস্তই যে জ্বরের লক্ষণ।"

না-না আমার আবার জ্বর হইবে। গত দিনের অনভ্যস্ত পরিশ্রমে শরীর এরূপ বেভাব হয়েচে।”

“তা যাই হউক আজ আমার কোথাও যাওয়া হয় না। আমি ভাবিয়াছিলাম আজ ভাস্কর পণ্ডিতের শিবিরে গিয়া নবাবের আজ্ঞা প্রতিপালন করব। কিন্তু তাহা হল না আচ্ছা, কাল যাব।”

পান্নুবিবি গোপনে নবাব দত্ত পত্রখানি পড়িয়াছিলেন। তিনি ভাস্করের শিবিরে যাইবার কারণ জানিতেন। তজ্জন্য দুঃখের সহিত প্রত্যুত্তরে বলিলেন “মহাশয়, আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ। তা না হলে গত রজনীতে সে বর্গী আপনার হাত এড়িয়ে যায়।”

“তজ্জন্য তোমার আর ভাবিবার আবশ্যক নাই। শীঘ্রই তুমি কাফেরের ছিন্ন মস্তক দেখিতে পাইবে।”

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে পান্নুবিবির মাথা ধরা বৃদ্ধি হইল। মাস্তাফা তাঁহাকে নিদ্রা যাইতে বলিলেন। পান্নুবিবি নিদ্রায় শারীরিক অসুখ নিবারণের চেষ্টা করিলেন বটে কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। তাঁহার শরীর ক্রমে আরও অসুস্থ হইল। তিনি শয্যায় ছটফট করিতে লাগিলেন। এক এক বার তন্দ্রাযোগে তাঁহার মুখ হইতে কেবল এই কথা গুলি বাহির হইতে লাগিল “আমি নিশ্চয়ই হতভাগিনী। আমার স্বামী পুত্রের শোক বুঝি আমার নিধনেই নিবারণ হইবে।” দিন গেল এবং রাত্রি আসিল। কিন্তু তবুও তাঁহার শারীরিক যন্ত্রণা কমিল না। পরিশেষে তিনি নিদ্রাবশে অবসন্না হইলেন। তদ্দর্শনে মাস্তাফার মনে পীড়া শান্তির আশা হইল। পরিশ্রমের জ্বর। পর দিন প্রাতঃকালে পান্নুবিবির শরীর সম্পূর্ণরূপ সুস্থ হইল। তিনি নিদ্রা হইতে জাগিয়া মাস্তাফাকে বলিলেন “এক্ষণে আমার আর কোন অসুখ নাই। আপনি আজ শুভ কার্য্য সাধনোদ্দেশে গমন করুন। আমার জন্য আর কোন চিন্তা নাই।”

মাস্তাফা খাঁ রমণীর শরীর স্পর্শ করিয়া এবং নাড়ির গতি দেখিয়া স্থির করিলেন যে, রমণী প্রকৃতই নিরোগী হইয়াছেন।

শ্রেয় সাধনে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে ভাবিয়া মাস্তাফা আর বিলম্ব করিলেন না। স্বীয় বীরোচিত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া এক জন সৈনিক সহ তিনি ভাস্কর পণ্ডিতের শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে পথি মধ্যে তিনি স্বগত বলিতে লাগিলেন "নবাবের অভিপ্রায় অনুসারে কাজ্ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। বেহারের সুবেদার হইলে পরে আমার বঙ্গেশ্বর হইবার সম্ভাবনা আছে। আলীবর্দ্দীও ত আগে ঐ পদে ছিলেন। আমি যে জন্যে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণের অবস্থা দেখিয়া এলাম সে কেবল পণ্ডশ্রম হল। যাক সে বিষয় আর ভেবে কি কর্‌ব যাতে হাত দিয়েছি তাই করি।"

সপ্তদশ অধ্যায়।

পত্র গ্রহণ।

প্রাতঃকাল বেলা ৭ ঘটিকা—ভাস্কর পণ্ডিত শিবির মধ্যে চারি পাঁচ জন সেনাপতি সহ উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহার মন এখনও প্রিয়তমার চিন্তায় নিমগ্ন। তিনি ভাবিতে ছিলেন "এখন বোধ হয় পিতার সহিত স্বর্ণলতার সাক্ষাত হইয়াছে। অপত্য স্নেহে তাঁহার পিতা বোধ হয় এক্ষণে অভিভূত হইয়াছেন। স্বর্ণলতা আর একাকিনী নাই।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি এক জন সেনাপতিকে কি বলিতে যাইবেন এমন সময় এক জন সৈনিক আসিয়া বলিল "নবাবের আফগান সেনাপতি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তিনি শিবিরের বাহিরে দণ্ডায়মান আছেন।" ভাস্কর তচ্ছ্রবণে উক্ত সেনাপতিকে শিবির মধ্যে লইয়া আসিতে বলিলেন। আদেশ পাইয়া সৈনিক শিবির হইতে বাহিরে গিয়া পুনঃরায় নবাব প্রেরিত সেনাপতি সহ ভাস্করের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মাস্তাফা পূর্ব্ব বৎসরেই ভাস্কর পণ্ডিতকে দেখিয়া ছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে সেলাম পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। ভাস্করও মাস্তাফাকে

দেখিয়াছিলেন কিন্তু আগন্তুক যে সেই ব্যক্তি তাহা তিনি ভালরূপ চিনিতে পারিলেন না। যাহা হউক তিনি মাস্তাফার আগমনের কারণ পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন এবং অস্ত্রধারী মুসলমানকে মাস্তাফা জ্ঞান করিয়া বলিলেন।

"খাঁ সাহেব একাকী যে—সমাচার কি?"

"আপনাকে সেলাম করিতে এলাম" এই কথা বলিয়া মাস্তাফা স্বীয় পরিচ্ছদ হইতে এক খানি পত্র বাহির করিয়া ভাস্করের নিকটস্থ এক জন সৈনিকের হস্তে প্রদান করিলেন। সৈনিক পত্র লইয়া মাস্তাফার অভিপ্রায়মত ভাস্করকে সেই খানি দিলেন। ভাস্কর না পড়েই পত্রের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন তবুও পড়িতে বিরত হইলেন না। পত্র মধ্যে এই কথা গুলি লিখিত ছিল।

মান্যবর মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি শ্রীযুক্ত ভাস্কর পণ্ডিত

মহাশয় বরাবরেষু

বহুল সম্মান পূর্ব্বক নিবেদনমিদং

আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহি। আমার সেনাপতি মাস্তাফা খাঁকে আপনার নিকট পাঠাইতেছি। যদি এককোটি টাকা লইয়া আমার সহিত সন্ধি করা উচিত বোধ করেন তবে আমার রাজধানীতে আসিয়া বাধিত করিবেন ইতি।

নবাব আলীবর্দ্দী।

পত্র পাঠান্তর ভাস্কর মাস্তাফা খাঁকে বলিলেন।

"খাঁ সাহেব! এককোটি টাকার কর্ম্ম নয়। তোমার নবাব এককোটি টাকা দিয়া সন্ধি করিতে চান। ভাস্কর শর্ম্মা এবার তিনকোটি টাকা পান ত স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন নচেৎ——"

"পত্রে এককোটি টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়াই কি সে প্রস্তাবে সম্মত হইবেন? যদি আপনি সন্ধি করা উচিত বোধ করেন তবে আপনার প্রস্তাব আবার তাঁহাকে জনান্। উভয় পক্ষের মতামত পরস্পর না জানিতে পারিলে ত একবারে কিছু শেষ হইতে পারে না।"

"তোমার নবাব লিখেছেন যে এককোটি টাকা লইয়া আমার সহিত

যদি সন্ধি করা উচিত বোধ করেন তবে আমার রাজধানী আসিয়া বাধিত করিবেন।"

"সেখানে গেলেই সম্মুখে সমস্ত কথা বার্ত্তার শেষ হইবে। আপনি রহিলেন এখানে, আর তিনি রহিলেন মুরশিদাবাদ—কি করে এক পত্রে সব কায শেষ হইতে পারে? এক্ষণে আপনার প্রস্তাব আমি নবাবকে মুরশিদাবাদ গিয়া না জানাইলে ত আর তাঁহার বক্তব্য বিষয় আপনি জানিতে পারেন না?"

"খাঁ সাহেব! তুমি নবাবের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাকে বল যে বাজীরাওকে গত বার যত টাকা দিয়াছিলেন তত টাকা না দিলে কোন মতেই সন্ধি হইবে না।"

"আমি যাব আবার আসিব। তাহা অপেক্ষা আপনি তথায় গেলেই ত একেবারে কায মেটে। তা আপনার যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহা করুন।"

"আচ্ছা; আমি সসৈন্যে কাল মুরশিদাবাদ গমন করিয়া তোমার নবাবের সঙ্গে দেখা করিব।"

"আপনার সসৈন্যে তথায় যাইবার কোন প্রয়োজন দেখ্ছি না। বরং নবাব তাহাতে মনে কর্তে পারেন, যে যুদ্ধ করাই আপনার উদ্দেশ্য। আমি বজরায় আসিয়াছি। দুই চারিজন সহচর লইয়া নৌকায় গেলেইত চল্বে। রৌদ্রের কষ্ট কিছুই জানিতে পার্বেন না।"

"খাঁ সাহেব! বেস বলেচ। মিছে আর সৈন্যদের পথ-ভ্রমণের কষ্ট দিয়া কি হইবে। (গর্ব্বিত ভাবে হাসিতে হাসিতে) আর আমি সসৈন্যে গেলে নবাব হয়ত ভয়ও পাইতে পারেন। আচ্ছা, তোমার ইচ্ছা মতই কাজ করা যাবে।"

"কাল কখন যাইবেন?"

"আহারাদির পর। তোমার নৌকায় গেলে ত আমার খাওয়া দাওয়া চলিবে না। তোমরা মুসলমান আর আমরা হিন্দু।"

"তা যখন আপনার ইচ্ছা। আমার নৌকা প্রস্তুতই আছে। তবে আমি এক্ষণে বিদায় হই। ছেলাম আলেক" (প্রস্থান)।

আফগান সেনাপতি চলিয়া গেলে পর ভাস্কর অধীনস্থ একজন সেনাপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন ;—"এক কোটি টাকাই কম কি ? যদি তাই দিয়া নবাব আমার সঙ্গে সন্ধি করে তবে আমি তাহাতেই সম্মত হইব।"

"বোধ হয় আপনি কিঞ্চিৎ অসম্মতি প্রকাশ করিলে আরও বেসি টাকা পাইবেন।"

"তাহাত হবেই। আমি কি শীঘ্রই ঐ প্রস্তাবে সম্মত হব। যদি একান্ত পক্ষে না হয়, তবে ঐ টাকাতেই সন্ধি স্বীকার করিব।"

"সে যাহা হউক আপনি কি সসৈন্যে মুরশিদাবাদ যাবেন না ? আমাদের ছাউনি কি এখানেই থাকিবে ?"

"যেখানে সন্ধি করিতে যাচ্ছি সেখানে সসৈন্যে যাইবার কোন আবশ্যক নাই। আমার প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত ছাউনি এখানেই থাকিবে।"

"আমি বলছিলাম সৈন্যসহ যাওয়া ভাল। যদি নবাবের কোন মন্দ উদ্দেশ্যই থাকে ?"

"তা মনে করতে আছে। তাহা হলে মস্তাফা খাঁ একাকী আমার শিবিরে আসিবে কেন ? আর এক কথা এই, যখন উক্ত ব্যক্তি সাহস করিয়া একাকী আমার নিকট আসিয়াছে তখন আমার পক্ষে সসৈন্যে যাওয়া ভীরুতার কাজ হয়।"

"তবে দশ জন সৈনিক সহ যাইবেন।"

"আচ্ছা, তুমি ব'লছ, তা দশ জন সৈন্য সহ যাইব। কিন্তু তোমার সন্দেহটী যুক্তিমূলক নয়।"

"এইরূপ কথোপকথনের পর সৈনিকেরা বিদায় গ্রহণ করিল। বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া ভাস্কর স্নান ও ভোজনার্থে গমন করিলেন।"

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বিদায়।

সন্ধ্যা উপস্থিত—স্বর্ণলতা পিতার অদর্শন যন্ত্রণায় অত্যন্ত আকুলা, তাঁহার মনে তখন কিছুমাত্র শান্তি ছিল না। গত রজনীতে যখন ভাস্কর পণ্ডিত তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করেন সেই সময় হইতেই তিনি যেন পাগলিনী প্রায় হইয়াছিলেন। প্রাতঃকালে পিতা আসিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু যতই বেলা হইতে লাগিল ততই তিনি নিরাশ হইতে লাগিলেন। রামভট্ট আসিলেন না। উদ্যানস্থিত গৃহ আর তাঁহার প্রিয় ভবন নয়। স্বর্ণলতা পিতা আসিলেন না দেখিয়া একবার এ ঘর আরবার ও ঘর যাইয়া সারাদিন যন্ত্রণায় সময় ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। সামান্য ফল মূল আহার দ্বারা তাঁহার দিনপাত হইয়াছিল। যে গৃহের অভ্যন্তরে বসিয়া তিনি পিতার নিকট উপদেশ শ্রবণ করিতেন, যাহার মধ্যে তিনি, রামভট্ট ও বল্লভাচার্য্য সময়ে সময়ে একত্র বসিয়া সদালাপ করিতেন, উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া সায়ংকালের পর যে গৃহে প্রবেশ করিয়া, তিনি পিতার মন্দির হইতে প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেন এবং রামভট্ট তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলে যে গৃহে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, আজ সে গৃহ মধ্যে তিনি, ভিন্ন আর কেহই নাই। সমস্ত দিন পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পরিশেষে তিনি আসার আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা হইলে তিনি যে বাতায়ন প্রদেশে বসিয়া পূর্ব্বে উদ্যান শোভা অবলোকন করিতেন তথায় অবস্থান পূর্ব্বক চিন্তায় নিমগ্না হইলেন। "পিতা যখন আমাকে তাঁহার গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে আজ্ঞা করেন তখন তিনি আর প্রিয় বাবু এক ঘরে দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রিয় বাবু কি তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছেন? কি তিনি এক্ষণে মন্দিরবাসী হইয়াছেন?

দুর্ম্মতি বল্লভাচার্য্যই বা কোথায় গেল। বর্গীদের আগমনে ভীত হইয়া কি সকলেই এ গ্রাম হইতে পলায়ন করিয়াছেন ? প্রিয় বাবু ধনী তাই গিয়াছেন। কিন্তু আমার পিতা পলায়ন করিবেন কেন ? তবে কি আমাকে পিতৃহীনা হইতে হইল ? বিধাতা কি তাই করিয়াছেন ? পিতা আমার যদি প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন তবে আমার আর এ প্রাণ রাখায় ফল কি ? তা আমি পূর্ব্বেই মরিলাম না কেন ? তাহা হইলে ত এ কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। আর কি তিনি বাটী আসিবেন না ? এ দুঃখিনীর সহিত কি তাঁহার চিরবিচ্ছেদ হইল” এইরূপ চিন্তায় যখন তিনি নিমগ্না তখন দ্বারের কপাটে যেন কে প্রতিঘাত করিল। এতক্ষণ তিনি রামভট্টের মুখচ্ছবি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবিতেছিলেন। কিন্তু দ্বারে শব্দ হওয়াতে তাঁহার মনভাবের পরিবর্ত্তন হইল। প্রণয়ীর আসিবার সময় হইয়াছে মনে পড়াতে তিনি বাতায়ন প্রদেশ হইতে উঠিয়া দ্বারের কপাট উদ্‌ঘাটন করিলেন। দেখিলেন সম্মুখে ভাস্কর পণ্ডিত উপস্থিত। সঙ্গহীনা স্বর্ণলতা আবার সনাথিনী হইলেন।

ঘরে প্রবেশ করিয়া ভাস্কর প্রিয়ার মুখ অত্যন্ত মলিন দেখিলেন। পূর্ব্ব রাত্রিতেই তিনি উহার কারণ জানিয়াছিলেন। তবুও একবার জিজ্ঞাসা করিলেন।

“তোমার পিতা কি আসেন নাই ?”

“না। তিনি বোধ হয় আমাকে না দেখ্‌তে পেয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।”

“না—না—তাহা কখনই হইতে পারে না। তোমার নিকট আমি তাঁহার বিষয় যত দূর শুনিয়াছি তাহাতে তাঁহাকে আমার সাধু পুরুষ বলে জ্ঞান হয়েচে। তিনি কখনই আত্মহত্যা করিতে পারেন নাই।”

“তা বটে। তবে তিনি কোথায় ?”

“তুমি ত বলিয়াছ তিনি মন্দিরে উপাসনার জন্য অধিক সময় কাটাইতেন। তখন তুমি গৃহে ছিলে, এক একবার বাড়ী আস্‌তেন। এখন তুমি নাই সব সময়ই তাঁহার সেখানে অতিবাহিত হয়। এখন তিনি মন্দিরবাসী হইয়াছেন। হয় ত কোন কোন দিন বাড়ী আসেন।”

"তবে চলুন। একবার মন্দির অনুসন্ধান করিয়া আসি।"

"আমি আজ বা কাল যাইতে পারিব না। তার পরে উভয়ে তথায় গমন করিব। আর যদি তিনি ইতিমধ্যে বাটী আসেন্ তাহা হইলে আমাদের যাইবার প্রয়োজনই হইবে না।"

"কেন? আজ কালের মধ্যে তথায় যাইবার কোন আপত্তি আছে?"

"আছে। আমি কাল প্রাতঃকালে মুরশিদাবাদ যাইব। সুসমাচার বলিয়া তোমাকে জানাচ্চি। তথায় এক দিন বোধ হয় আমার দেরি হবে। নবাব আমার সঙ্গে সন্ধি করিবার জন্য তথায় যাইতে পত্র লিখিয়াছেন। এক কোটী টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন। আর যুদ্ধ করিতে হইবে না। আমি যাহা ইচ্ছা করিতেছিলাম জগদীশ্বর তাহা ঘটাইয়া দিলেন। যুদ্ধ করিতে হইলে তোমার সঙ্গে অনেক বার বিচ্ছেদ হইত। সেটী আর হইবে না। একবার তথা হইতে আসিলে আর তোমাকে এক মুহূর্ত্তও একাকিনী থাকিতে হইবে না। যদি বল কাল যাইবে তা আজ রাত্রিতে অনুসন্ধান করিতে কি হানি আছে? তদুত্তরে আমি বলি যে আজ রাত্রিটী আর পথে পথে দুজনে কাটাইতে চাই না।"

"(কাঁদিতে কাঁদিতে) আমাকে পিতা ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন আবার স্বামীও পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। বিধাতঃ তুমি কি নির্জ্জন স্থান আমারই জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলে? আমি যে আর এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিনে (মুর্চ্ছিত)।

"এ কি হইল আগে বলে দেখ্‌চি ভাল করি নাই তা যাইবার সময় বল্লে হয় ত আরও বিপদ হইত আমার বলা ভালই হইয়াছে; আমার হৃদয় নিতান্ত কোমল হওয়া ভাল নয়। (রমণীর মুখে জল দিয়া তাহাকে চেতন করিয়া) এ কি প্রিয়ে! তুমি যে বুদ্ধিহীনা হইলে। আমি কি তোমাকে বহু দিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া যাচ্চি। কাল যাব এবং তার পর দিন আসিব। আমার মন তোমার কাছেই রহিল কেবল দেহটী এক দিনের জন্য স্থানান্তরে চলিল। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলে আবার তোমার ভাস্করের দেহ তোমার কাছেই থাকিবে। তখন আর কাছ ছাড়া হবে না।"

"নাথ! তোমার যাহা ভাল বোধ হয় তাহাই কর। তবে আমি ভাব্‌ছিলাম যে এক্ষণে স্বামীই আমার একমাত্র সঙ্গী তা তিনিও আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন। আমি নিতান্ত হতভাগিনীর মত নির্জ্জনে কাল কাটাইয়াছিলাম বলে আর এক মুহূর্ত্তও একা থাক্‌তে ইচ্ছা হয় না। আমি তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যে আর ব্যাঘাত করিব না। (চক্ষের জল মুছিয়া) আমার চক্ষের জল পড়চে আর কাঁদিবনা, শুভ কার্য্যের পূর্ব্বে আর দুঃখ দিব না। এস শয্যায় গমন করি। এরূপে আর রাত্রি কাটাইয়া কাজ নাই। রাত্রি জাগিলে কাল তোমার পথে কষ্ট হবে।"

"তোমাকে ছেড়ে যতক্ষণ থাকিব ততক্ষণই কষ্ট। সে কষ্ট কি নিদ্রা গেলে যাবে। তোমাকে কাল কি করে ছেড়ে থাকব তাই ভেবে আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে। আজ রাত্রি এখানে কিন্তু কাল কেবল দিন নয়, রাত্রিটীও তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে হবে। যা হয় হবে। চল তবে শয়ন করিতে যাই।

উভয়ে শয়ন করিলেন। কাহারও নিদ্রা হইল না। প্রিয় জিনিষের সহিত বিচ্ছেদ এক দিনের জন্যই হউক আর বহুদিনের জন্যই হউক সব সময়েই কষ্টদায়ক। বিচ্ছেদ চিন্তায় উভয়েরই মন অবসন্ন হইল। পাঠক! বিচ্ছেদ ত ঘটে নাই। তবে এখন উভয়ে দুঃখে অবসন্ন কেন? আর যদিই তাহা ঘটিত তাহা হইলেই বা কিসের দুঃখ? ভাস্কর এক দিনের জন্য মুরশিদাবাদ যাইবেন তাহাতে এরূপ দুঃখ কেন? এ ত চির বিচ্ছেদের ব্যাপার নয়। পাঠক! এ প্রশ্ন সকলের উত্তর তোমাকে কেবল ভাস্কর ও স্বর্ণলতাই দিতে পারেন। কেন যে তাঁহারা শয়ন করিয়া নিদ্রার সুখলাভে বঞ্চিত হইলেন তাহা তাঁহারই ভালরূপ জানিতেন। সুখাসক্ত ব্যক্তি কখন কখন সুখের পদার্থ নিকটে থাকিতেও দুঃখ ভোগ করেন। কাছে থাকিতেও তিনি কখন কখন সে পদার্থের সঙ্গহীন হন। যখন 'সে পদার্থ হইতে কিছুদিনের জন্য পৃথক থাকিতে হবে' এই ভাবনা আসিয়া তাঁহার চিত্তাধিকার করে তখন তিনি হস্তগত সুখকেও ভোগ করিতে পারেন না। নিকটে সুখ কিন্তু ভোগ করে কে? নিকটে সঙ্গী কিন্তু তাহার সঙ্গে থাকে কে? বাহ্য জগতের পদার্থ

ছাড়িয়া তিনি তখন অন্তর্জগতে চলিয়া যান। তিনি তখন চিন্তার সহচর হন। সেই চিন্তার এমনি অসাধারণ শক্তি যে কালও তাহার বশবর্ত্তী হন। তিনি যদি বলেন 'দিন তুমি যুগ হও'। অমনি দিন তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। এইরূপ বলশালিনী চিন্তার অধীন হইয়া ভাস্কর ও স্বর্ণলতা শয়ন করিয়াছিলেন। এইরূপ চিন্তাই তাঁহাদের উভয়ের শয্যাকণ্টক হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে রাত্রি শেষ হইল তবু নিদ্রা তাঁহাদিগকে দয়া করিলেন না। অবশেষে ভাস্কর উঠিয়া বলিলেন "প্রিয়ে আমার বোধ হচ্চে আর রাত্ নাই আমাকে তবে বিদায় দাও। তোমার গৃহে কয় দিনের খাবার আছে।"

"আমার এ নিজের বাটী। পিতা বাড়ী আসেন না। পূর্ব্বের সঞ্চিত খাদ্য দ্রব্য এখনও প্রচুর আছে। তজ্জন্য তোমার ভাবিতে হইবে না। কিন্তু দেখ এ অধীনীকে পাশরিয়ে যেন দেরি না কর।"

"(সজলনয়না স্বর্ণলতার মুখচুম্বন করিয়া) আমি তোমার, তুমি আমার। নিজের সম্পত্তি ছাড়িয়া কোন্ বুদ্ধিমান পুরুষ স্বীয় জীবনকে অসুখী করেন। আমার একদিন মাত্র বিলম্ব হইবে। তবে আমি যাই।"

ভাস্কর চলিয়া গেলেন। স্বর্ণলতা তাঁহাকে বাটী হইতে বহিস্কৃত দেখিয়া বাতায়ন প্রদেশে বসিয়া কি করিতে লাগিলেন? তিনি নীরবে কাঁদিতে——

পাঠক! তিনি কি একস্থানে বসিয়া কাঁদিতেই লাগিলেন? দুঃখ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া মনুষ্য কতক্ষণ কাঁদিতে পারেন? কিছুক্ষণ ক্রন্দন করিলেই তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। শক্তিহীন হইয়া তিনি আর কাঁদিতে পারেন না। দুঃখ মোচনের উপায় থাকিলে তিনি তাহার অনুসন্ধান করেন। উপায় না থাকিলে হতাশ হইয়া পড়েন। কিছুক্ষণ পরে স্বর্ণলতা চক্ষের জল মুছিয়া দুঃখ মোচনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন "কাঁদিয়া আর কি করিব। স্বামীত এক দিনের বিদায় লইলেন। আমি কি করিয়া একাকিনী এই গৃহে থাকিয়া তাঁহার বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিব? পিতা যদি দেবীর মন্দিরেই থাকেন, তবে তথায় গেলেত তাঁহার দেখা পাব। স্বামীর প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই যদি তাঁহার দেখা পাই, তবে কেন তাঁহার প্রত্যাগমন

অপেক্ষা করিব। তিনি প্রত্যাগমন করিলে পর তাঁহার সঙ্গে না গিয়া আমি একাকিনী এখনই ত মন্দিরে যাইতে পারি। এক্ষণে প্রত্যুষ কাল। গঙ্গাস্নান করিবারও উপযুক্ত সময়। "আমি স্নান করিতে যাই আর পিতার সঙ্গে দেখা করিয়া আসি।" এই চিন্তা করিয়া স্বর্ণলতা বাটীর দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া গঙ্গা-স্নানে গমন করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন দুইটি স্ত্রীলোক যাইতেছে। কিঞ্চিৎ দ্রুতবেগে গিয়া তিনি তাহাদের সন্নিকট হইলেন। উহাদের স্কন্ধদেশে এক এক খানি গামছা, এক জনের হাতে একটি ঘটী, এবং আর এক জনের হাতে একটী ফুলের সাজি ছিল। উহাদের একজন অপরকে বলিল "শীঘ্র চল। ডুব্‌টি দিয়ে বামুন্‌কে ফুল দুদটুকু দিয়ে আস্‌তে পার্‌লে হয়। আর ত গঙ্গাতীরে বসে পূজা কর্‌বার যো নাই।"

"না বোন্‌! পোড়া বর্গীরে না গেলে আর সে সুখ হবে না।"

এই বলিয়া দ্রুত গমনে তাহারা মন্দির সমীপে উপনীত হইল। স্বর্ণলতাও তাহাদের অনুবর্ত্তী হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

প্রত্যাদেশ।

যখন স্বর্ণলতা দুইটি স্ত্রীলোক সহ গঙ্গাতীরে শ্মশান-কালীর মন্দির দ্বারে উপস্থিত হন তখন উহার অভ্যন্তর প্রদেশে দেবীর সম্মুখে কে বসিয়াছিলেন? —শিতশ্মশ্রুধারী এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—পথে স্বর্ণলতা সঙ্গিনীদের মুখে যে বামুনের কথা শুনিয়াছিলেন ইনিই সেই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের মস্তকে শুভ্রকেশ এবং একটী দীর্ঘ শিখা—শিখাটির অগ্রভাগে একটী গেরো দেওয়া ছিল। তাঁহার শুভ্র ভ্রূদ্বয়ের উপর ললাট দেশে রক্ত চন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক, নয়নদ্বয় মুদ্রিত এবং

নিমীলিত, ওষ্ঠদেশের উপর উন্নত নাসিকার নীচে শুভ্র গোঁপ, লোলচর্ম্মবিশিষ্ট সুবর্ণ মূর্ত্তি গণ্ডদেশ এবং কর্ণদ্বয়ের নিম্নদেশ হইতে অল্প অল্প শুভ্র শ্মশ্রু উত্থিত হইয়া ক্রমে গুচ্ছাকারে পরিণত হওতঃ বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের হস্তদ্বয় নাভিদেশে ন্যস্ত এবং তদুপরি একটী বিল্বপত্র। গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। স্বর্ণলতার সঙ্গিনীদ্বয় মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে ধ্যানে নিযুক্ত দেখিয়া তাঁহার নিকটে দুগ্ধপূর্ণ ঘটি এবং ফুলপূর্ণ সাজিটী রাখিয়া দিল। তৎপরে তাহারা মন্দিরের বাহিরে আসিয়া "থাক ঘটী ও সাজি আজ থাক। কাল লয়ে যাব" এই কথা বলিয়া গঙ্গা গর্ভে নামিল। তাহারা স্নানার্থে গমন করিল, কিন্তু স্বর্ণলতা আর তাহাদের অনুবর্ত্তিনী হইলেন না। তিনি আস্তে আস্তে ব্রাহ্মণের পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন। কেন? তিনি কি ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারিয়াছিলেন? হাঁ, যাঁহার জন্য তিনি মন্দিরে আসিলেন, সেই ব্যক্তিই তখন যোগাসক্ত ছিলেন। সেই ব্যক্তিই রামভট্ট, স্বর্ণলতার পিতা—ঋষির ন্যায় যোগে নিমগ্ন দেখিয়া স্বর্ণলতা কোন কথা না কহিয়া নীরব হইয়া তাঁহার নিকট বসিলেন। তাঁহার অদৃষ্টে এখন কি ঘটে দেখা যাক।

পাঠক! অনেক দিন আমাদের সঙ্গে রামভট্টের দেখা হয় নাই। একবারেই আমরা তাঁহার যোগাসনের নিকট উপস্থিত হইলাম। এস একবার তাঁহার পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করি।

রামভট্ট তনয়ার অনুসন্ধান না পাইয়া যখন প্রিয়বাবুর বাগানবাটী হইতে প্রত্যাগমন করেন তখন সন্ধ্যাকাল। সেই সময়ে তিনি নিয়মিত উপাসনা কার্য্যে ব্রতী থাকিতেন। মন্দিরই তাঁহার উপাসনা কার্য্যের নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল। তিনি তথায় যাইবেন ভাবিয়া প্রিয়বাবুর প্রাসাদ হইতে বহির্গত হন। কিন্তু যাইবার সময় একবার স্বগৃহে গমন করিয়াছিলেন। শ্মশানকালীর মন্দির অপেক্ষা গৃহ তাঁহার পক্ষে তখন নির্জ্জন কারাবাস তুল্য স্থান বোধ হইয়াছিল। যার জন্য ঘর বাড়ী সেই তখন গৃহশূন্য করিয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যান। কিন্তু আশার আশ্চর্য্য কুহক! সারাদিন অনুসন্ধান

করিয়া তনয়াকে পেলেন না তবুও আশা তাঁহাকে বলিল "স্বর্ণলতা মরেন নাই তিনি গৃহে পুনরায় আসিলেও আসিতে পারেন।" আশার প্রিয় বাক্য তাঁহার মনে লাগিল। তিনি বাটী পরিত্যাগ কালীন দ্বাররুদ্ধ করিয়া চাবিটী দ্বারের নিকট রাখিয়া মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন।

সকলে যখন বর্গীদের ভয়ে আপনাপন প্রিয়বস্তু সকল লুকাইয়া রাখিবার জন্য যত্ন করিতেছিলেন—পলাশীবাসীর মধ্যে অনেকেই যখন ঘর বাড়ী ত্যাগ করিয়া পলাইতেছিলেন—নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা লুণ্ঠণ করিতেছিলেন তখন তিনিই কেবল সুখ, দুঃখ আশা ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী ছিলেন। দেবীর মন্দিরই তাঁহার বাস-স্থান হইয়াছিল। দুগ্ধ গঙ্গাজল পান করিয়াই কেবল তিনি জীবন ধারণ করিতেন। দেবীর আরাধনা করিয়াই তিনি প্রায় দিন রাত্ কাটাইতেন। বাটী প্রত্যাগমন না করিয়া দিনরাত তিনি দেবীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। "দেবী যদি প্রসন্ন হন তবে অবশ্যই স্বর্ণলতাকে পাওয়া যাইবে" এই মনে ভাবিয়া তিনি যোগবলে তনয়াকে পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একে দুগ্ধ গঙ্গাজল আহার, তাহাতে আবার তাপসের ক্রিয়া, ক্রমে ক্রমে তিনি শীর্ণ-কায় হইয়া উঠিলেন। সময়ে সময়ে যোগ ভঙ্গ হইলে তিনি চারিদিকে যেন মৃত্যুর প্রতিকৃতি দর্শন করিতেন এবং আপন পরিত্যক্ত অবস্থা স্মরণ করিয়া তন্দ্রাবেশে ভাবিতেন "প্রিয়তনয়া কি আর আসিবে।"

দৈব ঘটনা কে বুঝিতে পারে! বিধাতার লীলাখেলা মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য, স্বপ্নও কখন কখন কার্য্যফলে পরিণত হয়। বিধি যদি স্বপন দেখান তবে নেপোলিয়নও বাদসাহ হন সাবিত্রীও পতি পান এবং রামভট্টও নিজ তনয়াকে লাভ করেন। যখন স্বর্ণলতা রামভট্টের যোগাসনের নিকট বসিলেন, তখন নয়ন মুদ্রিত করিয়া যোগী কি দেখিতেছিলেন? রামভট্ট তখন কি ভাবিতেছিলেন? যেন দেবী পাষাণ মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলি-লেন, "ব্রাহ্মণ! আমি তোমার উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার প্রতি সদয় হইয়া তোমার তনয়াকে তোমার কাছে আনিয়াছি, একবার নয়ন

উন্মীলন করিয়া দেখ।" এই প্রত্যাদেশ পাইয়া রামভট্টের যোগ ভঙ্গ হইল। তিনি নয়ন উন্মীলন করিলেন এবং কাছে স্বর্ণলতাকে দেখিয়া তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন। ক্ষণপরে তিনি রমণীকে বলিলেন "মা এসেচ, আমি তোমার নিকট দোষী আছি—যে দোষের জন্য কত পরিতাপ করিয়াছি দিন রাত্রি তোমার অন্বেষণ করিয়াছি, তোমার জন্য কত কাঁদিয়াছি তা দেবী তোমাকে আনিয়া দিয়াছেন (পাষাণময়ী দেবীকে) মা ব্রহ্মময়ি"—

"পিতঃ আমাকে পূর্ব্বে যেরূপ কথা বার্ত্তা বলিতেন তাহাই বলুন—আমাকে স্নেহ ও ক্ষমা করুন"

"(স্বর্ণলতার স্বর শুনিয়া) অ্যাঁ—এ স্বপ্ন নয়—ইহা সমস্তই সত্য—আমার তনয়া—(দেবীকে) মা পাষাণময়ি এযে দেখচি আমার স্বর্ণলতা অ্যাঁ অ্যাঁ"

এই বলিয়া রামভট্ট দেবীর পাদপদ্মে পড়িয়া নির্ব্বাক হইলেন। সংজ্ঞাহীন পিতাকে পতিত দেখিয়া স্বর্ণলতা বলিলেন "এ কি ঘটিল—পিতঃ পিতঃ আমি আসিয়াছি—একবার উঠিয়া দেখুন। আমি যে আপনার বার্দ্ধক্য অবস্থায় সেবা করিব বলিয়া আসিয়াছি একবার উঠে দেখুন।" স্বর্ণলতা বলিলেন কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। অচেতন হইয়া রামভট্ট পড়িয়া রহিলেন, তদ্দর্শনে রমণী নিকটস্থ তাম্রকুণ্ড হইতে জল লইয়া পিতার চক্ষু, মুখ ও ভ্রূদেশে অভিষিঞ্চন করিলেন এবং মুখমধ্যে কিঞ্চিৎ জল পান করিতে দিলেন। জল উদরস্থ হইল। রামভট্ট ক্রমে চেতনা লাভ করিলেন এবং উঠিয়া তনয়াকে ক্রোড়ে টানিয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি তনয়াকে বলিলেন।

"মা স্বর্ণলতা প্রত্যাগমন করিয়াছ—তুমি আমার বুকে রাখিবার মেয়ে—তুমি এখনও বালিকা—তোমাকে আর আমি কিছু দুর্ব্বাক্য বলিব না—আমায় ক্ষমা কর এবং ভক্তি কর—আর আমি পাষাণ হৃদয় নই—আর তোমাকে সঙ্গীত করিতে বারণ করিব না—তোমায় সঙ্গহীনা হইতে আর বলিব না—আমার বার্দ্ধক্যের হারাধন। আমার নিকটে থাক এবং দেবীর কাছে কি রূপে আরাধনা করিতে হয় তাহা আমাকে শিক্ষা দেও। (স্বর্ণলতার অশ্রুমুছাইয়া) মা—আর কাঁদিও না—আর দুঃখ করিবার কি আবশ্যক আছে—তোমার পথের

বিপদ যন্ত্রণা কিছুই শুনিতে চাই না—কেবল কে তোমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিল তাই আমাকে বল।"

"যিনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন তিনি"—

"তিনি কোথায়?—চল, এক সঙ্গে তাঁর কাছে যাই। আমি তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব!"

"তিনি মুরশিদাবাদ গিয়াছেন।"

"তিনি কি আর এখানে আসিবেন না—তাঁহার নাম"—

"তিনি কাল আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন।"

"তাঁহার নাম কি বল্লে না?"

"(লজ্জিত হইয়া নিমিলিত নয়নে) তাঁহার নাম—তিনি একজন বর্গী"—

"আমি বুঝিয়াছি। তিনি বর্গীই হন আর বাঙ্গালীই হন তিনি আমার পুত্র। আমি তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিব। তিনি ব্রাহ্মণ ত?"

"তিনি আপনার মত ত্রিপুণ্ড্রকধারী ব্রাহ্মণ তিনি স্থর্য্যের অন্য নামধারী মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি।"

"তবে কি ভাস্কর পণ্ডিত? আমি জনশ্রুতিতে শুনিয়াছি যে বর্গীদের সেনাপতির নাম ভাস্কর পণ্ডিত।"

"আপনি যে নাম কল্লেন তাই।"

"তিনি কি আমার বাড়ী আসবেন—না তাঁহার শিবিরে?"

"যে কয়দিন আমি বাড়ীতে ছিলাম—তিনি রাত্রিতে আমার নিকট আসিতেন। মুরশিদাবাদ হইতে প্রত্যাগমন করিলে তিনি বোধ হয় দিনে আমাদের বাড়ীতে আসিবেন না—তা আমি ঠিক বল্‌তে পাচ্চিনে।"

"বলি রাত্রিতে ত আসবেন?"

"সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।"

"বেলা অধিক হইয়াছে। তুমি কি স্নান করিয়াছ। যদি না করিয়া থাক তবে যাও। স্নান করিয়া দেবীর পাদপদ্ম পূজা করিয়া বাড়ী যাইবে। আমিও তোমার সঙ্গে আবার স্বগৃহে গমন করিব। আজ আমার আনন্দের দিন!"

"তবে স্নান করে আসি" (প্রস্থান)

স্বর্ণলতা গঙ্গাস্নান করিয়া পুনরায় মন্দিরে আসিলেন। পিতার আদেশ মত দেবীর পূজা করিয়া তৎপরে রামভট্ট সহ গৃহে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া স্বর্ণলতা রন্ধন করিলেন। অন্নব্যাঞ্জন প্রস্তুত হইল। উভয়ে ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। অনেক দিন এরূপ আহার হয় নাই। আহারান্তে উভয়েরই শরীর সুস্থ হইল। নিদ্রাদেবী সুযোগ পাইয়া উভয়কেই আক্রমণ করিলেন। উভয়েই শয্যা গ্রহণ পূর্ব্বক নিদ্রাবশে অবসন্ন হইলেন।

বিংশ অধ্যায়।

হত্যাকাণ্ড।

প্রণয়িনীর নিকটে বিদায় গ্রহণান্তর ভাস্কর পণ্ডিত স্বীয় শিবিরে উপনীত হইলেন। ধনতৃষ্ণা অতিশয় বলবতী। যাহাকে ধনতৃষ্ণা একবার আক্রমণ করিয়াছে তাহার হৃদয়ে কিছুমাত্র শান্তি নাই। তাহার চিত্ত সততই চঞ্চল। দূরের পদার্থ সকল সে ব্যক্তি মুহূর্ত্ত মধ্যে হস্তগত করিতে চায়। বিপদকে সে তৃণবৎ সামান্য জ্ঞান করে। প্রভূত অর্থ পাইবার আশায় ভাস্করের মন চঞ্চল হইল। মুরসিদাবাদ যাইতে হইবে—এক কোটি বা ততোধিক মুদ্রা—বিলম্ব করা অনুচিত ভাবিয়া তিনি সকাল সকাল স্নান আহ্নিক সমাধা করিলেন। বেলা ৮ টা বাজিতে বাজিতেই তাঁহার ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। দশ জন সৈনিকও ভোজন করিয়া প্রস্তুত হইলেন। "আমি মুরসিদাবাদ যাত্রা করিলাম। নবাবের সঙ্গে সন্ধি হউক আর না হউক কাল রাত্রিতে এখানে প্রত্যাগমন করিব" এই কথা এক জন নিকটস্থ সেনাপতিকে বলিয়া ভাস্কর দশজন

সৈনিক সহ বীর পরিচ্ছদে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। তথায় মাস্তাফার নৌকা প্রস্তুত ছিল। মাস্তাফাও তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; সৈনিকগণ সহ ভাস্কর নৌকারোহণ করিলেন। মাজি হাল্ ধরিয়া বসিল। সুবিধা বাতাস—নাবিকেরা পাল্ তুলিয়া দিল তরতর বেগে নৌকা পাইলভারে মুর-সিদাবাদাভিমুখে চলিল। একে বাতাসের জোর তাতে ভাস্করের ধনতৃষ্ণা—নৌকা সন্ধ্যার পরই রাজধানী পৌঁছিল।

যখন নৌকা ঘাটে উপস্থিত হইল তখন নবাব আলীবর্দ্দী কোথায় ছিলেন? তিনি তখন নিজের শিবিরে—কি কচ্ছিলেন? মাস্তাফার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা—

মাস্তাফা খাঁকে পলাশী প্রেরণ করার পর আলীবর্দ্দী স্থানে স্থানে সৈন্যদল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সৈন্যদল রাখিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহাদের প্রতি-বর্গীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার আদেশ ছিল না। তিনি সেনাপতিদিগকে বলিয়া-ছিলেন যে, যে পর্য্যন্ত মাস্তাফ না প্রত্যাগমন করেন এবং যে পর্য্যন্ত তিনি তাহাদিগকে দ্বিতীয় হুকুম না দেন সেপর্য্যন্ত যেন তাহারা শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হন। সহরে জনরব উঠিল "যে বর্গীদিগের সহিত যুদ্ধ হইবে না। নবাব তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন জন্য মাস্তাফাকে প্রেরণ করিয়া-ছেন।" এই ত বাহিরের অবস্থা। এদিকে নবাব আলীবর্দ্দী নিজ শিবির মধ্যে অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তথায় বিংশতি জন বীর পুরুষ যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া লুক্কায়িত ছিল। "কখন মাস্তাফা প্রত্যাগমন করিবেন? কখন অভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে?" এই চিন্তায় নবাব নিয়তই উদ্বিগ্ন ছিলেন।

রাত্রি ৯টা—শিবির মধ্যে আলীবর্দ্দী অমাত্যগণদ্বারা বেষ্টিত হইয়া চিন্তা যুক্ত আছেন। "মাস্তাফার এত বিলম্ব কেন? তবে কি তিনি কৃতকার্য্য হন নাই" এই ভাবিতেছেন এমন সময় মাস্তাফা সসৈন্য বেষ্টিত ভাস্কর সহ শিবির দ্বারে উপস্থিত হইলেন। "শিবির মধ্যে নবাব উপবিষ্ট আছেন" এই কথা প্রতিহারীর নিকট শুনিয়া সকলে শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সকলের সঙ্গে একটী স্ত্রীলোক ও প্রবেশ করিল। অঙ্গুলি নির্দ্দেশদ্বারা মাস্তাফা

সম্মুখস্থ নবাবকে বলিলেন "ইনিই মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত। আপনার পত্রানুসারে সন্ধি করণেচ্ছুক হইয়া আসিয়াছেন।" মাস্তাফা তৎপরে শিবির হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। আলীবর্দ্দী ভাস্করকে দেখিয়া কোন কথাই কহিলেন না। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি আপন সৈনিকগণ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানই রহিলেন। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া নবাব ভাস্করকে বলিলেন।

"কি পণ্ডিত জী—সন্ধির প্রস্তাব বিষয়ে আপনার মত কি?" ভাস্কর দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়াছিলেন তবুও ধনাশায় প্রতারিত হইয়া গর্ব্বিত ভাবে বলিলেন।

"এবার পণ্ডিত জী সহজে আপনার রাজ্য ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন না। গতবার বালাজী বাজীরেওকে যত টাকা দিয়াছিলেন তত টাকা দিলেই সন্ধি হইবে। নচেৎ——

"এখনও আমার রাজ্য বীরশূন্য হয় নাই। তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে এখনও আমরা প্রস্তুত"

"(রাগান্বিত ভাবে) তোমার সৈন্য আছে বলিয়া বর্গীরা কি রণে পরাঙ্মুখ হইবে? কোথায় তোমার সৈন্য? তাহারা কি সমরার্থে প্রস্তুত—না লুকায়িত আছে? তবে যুদ্ধই ভাল—সন্ধিতে আর কাজ্ নাই।"

"আর লুকায়িত থাকিবে কেন" নবাবের মুখ হইতে এই কথা বাহির হইতে না হইতেই অমনি তাঁহার ইঙ্গিত পাইয়া লুকায়িত মুসলমান সৈনিকেরা যমদূতের মত মহারাষ্ট্রীয়দিগের পশ্চাতে আসিয়া আক্রমণ করিল। অসি সঞ্চালন শব্দে শিবির পরিপূর্ণ হইল। মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ প্রায় সকলেই ভূতলশায়ী হইলেন। দুই এক জন মুসলমান সৈনিকেরও তদ্রূপ গতি হইল। ভাস্করের দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন ও স্কন্ধদেশ মুসলমান অসি প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। তিনি আর দণ্ডায়মান থাকিতে পারিলেন না। ভূতলে পড়িয়া গেলেন এবং বামহস্তে ভূতলে পতিত স্বীয় তরবারির অগ্রভাগদ্বারা আপন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া বলিলেন।

"রে ভীরু দুরাত্মা—রে নিষ্ঠুর আলীবর্দ্দী, এই কি তোর সন্ধি পত্রের

উদ্দেশ্য? এই কি তোর যবন বীরত্বের পরিচয়? কোথায় তোর প্রবঞ্চক মাস্তাফা? বীরের বক্ষস্থল কিরূপ বিদীর্ণ করিতে হয় তাহা দেখ্। এই দেখ্ আমার প্রাণের—বিদীর্ণ করি”

ভাস্করের বাকরোধ হইল। তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। একটী স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহার মস্তকটী ছেদন করিল এবং তৎপরে ছিন্ন মস্তক লইয়া শিবির হইতে বহির্গতা হইয়া গঙ্গাতীরে প্রস্থান করিল। রাত্রিকাল—স্ত্রীলোকটী গঙ্গা-তীরে কিজন্য গমন করিল?—নৌকারোহণ জন্য—গঙ্গাতীরে মাস্তফা খাঁর নৌকা লাগান ছিল। স্ত্রীলোকটী সেই নৌকায় আরোহণ করিল। তৎকালে মাস্তাফা খাঁ তথায় ছিলেন না। তিনি ভাস্করের হত্যার পূর্ব্বেই নবাবের শিবির পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যখন স্ত্রীলোকটী তাঁহার নৌকারোহণ করে তখন তিনি স্বীয় অধীনস্থ আফগান সেনাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। ‘ভাস্কর বিনষ্ট হইয়াছে’ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার মনে কষ্ট উপস্থিত হইল। নবাবের নিষ্ঠুরাভিসন্ধিতে তাঁহার মত ছিল না। পদলোভে কেবল তিনি আলীবর্দ্দীর ভীরু প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন। সে যাই হউক তিনি ভাস্করের হত্যা সম্বাদ পাইবামাত্র অধীনস্থ একজন সেনাপতিকে বলিলেন “ভাস্করের হত্যা সম্বাদ বোধ হয় আজ রাত্রিতেই স্থানে স্থানে জনশ্রুতিদ্বারা প্রচারিত হইবে। কাটোয়া মহারাষ্ট্রীয়দের প্রধান আড্ডা, পলাশীর ময়দান স্থিত বর্গীগণ এ সম্বাদ পাইলেই কাটোয়া গমন করিবে। অতএব তুমি সসৈন্যে কাটোয়া যাত্রা করিবে। আমার শরীর অসুস্থ আছে। আমি নৌকা যোগে তথায় যাইব।”

আদেশ প্রদানান্তর মাস্তাফা স্বীয় নৌকায় প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যা-গমন কালীন পথমধ্যে একজন বিকটাকার বৃদ্ধকে নৃত্য করিতে দেখিলেন। বৃদ্ধ আনন্দে যেন উন্মত্ত হইয়া বলিতেছিল “এই বার বর্গীর হ্যাঙ্গাম গেল!” বৃদ্ধের কথা গুলি মাস্তাফার কর্ণগোচর হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাকে উন্মাদ জ্ঞানে কিছুই বলিলেন না। মাস্তাফা নৌকারোহণ করিলে পর নাবিকেরা নৌকা খুলিয়া দিল। আফগান সেনাপতি এবার কাটোয়া যাত্রা করিলেন।

যখন নাবিকেরা নৌকা খুলিয়া দেয় তখন তিনি তাহাদিগকে পলাশীতে নৌকা একবার লাগাইবার জন্য আদেশ করেন।

একবিংশ অধ্যায়।

স্বপ্নদর্শন।

যখন মুরশিদাবাদ নবাব শিবিরে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হয় তখন স্বর্ণলতা স্বীয় ভবনে কি করিতেছিলেন?—তিনি তখনও নিদ্রিতা—পিতা ও তনয়া উভয়েই এক সময়ে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তনয়ার নিদ্রা তখনও ভঙ্গ হয় নাই। রামভট্ট সায়ংকাল উপস্থিত হইতেই শয্যা হইতে উঠিয়াছিলেন এবং তনয়াকে তখনও নিদ্রিতা দেখিয়া নিয়মিত কার্য্য পালনার্থে মন্দিরে প্রস্থান করেন। রামভট্ট মন্দিরে গমন করিলে পর স্বর্ণলতা কি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা ছিলেন?—না। তিনি তখন নিদ্রা দেবীর সহোদরার ভোজবাজী দেখিতেছিলেন।—তিনি তখন স্বপ্ন দর্শনে নিযুক্ত ছিলেন। স্বপ্নদেবীর বাজী অতি চমৎকার। তাঁহার বাজী দেখিলে স্বয়ং ভোজরাজ ও ভানু-মতী হার মানেন। বাজীকরের বাজী দেখিয়া কয় জন মুগ্ধ হয়? স্বপ্ন-ভেল্কীতে সমস্ত পৃথিবীই মুগ্ধ ও নিস্তব্ধ। এমন কি দেবতাগণও কখন কখন অবাক ও আশ্চর্য্য হইয়াছেন। স্বপ্নে প্রিয়বাবুর নবাও ইন্দ্রের সিংহা-সনাধিকার করিতে পারে, আবার স্বয়ং ইন্দ্রও নবার কাজ করিতে পারে। স্বপ্নাধীনে কেহ বা যমদণ্ড ভোগ করেন, আবার কেহ বা [illegible] ভূমানন্দ পানে ব্রতী হন। সে যাহা হউক এক্ষণে স্বর্ণলতা কি স্বপ্ন দেখিতে ছিলেন তাহাই আমাদের জানার প্রয়োজন। তিনি কি স্বপ্নে সুখভোগ করিতেছিলেন? অথবা দুঃখে পতিত হইয়া অশ্রুপাতে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছিলেন?

কথায় বলে 'ঢেঁকির স্বর্গে গেলেও ধান ভান্‌তে হয়।' বিধাতা যাহার প্রতি নিদয় তাহার কিবা রাত্রি কিবা দিন উভয়ই একরূপ। তাহার পক্ষে জাগ্রত অবস্থাও যেরূপ, নিদ্রিত অবস্থাও সেইরূপ। মানুষের মত বিধাতাও কখন কখন যেন তেলা মাথা না দেখিলে আর তেল দেন না। স্বর্ণলতার কপাল মন্দ। তিনি নিদ্রাবশেও দুঃখভোগ করিতেছিলেন।

তিনি স্বপ্নে দেখিতেছিলেন যেন মুসলমান ও বর্গী সৈন্যে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়াছে—বর্গীরা ধরাশায়ী হইয়াছে এবং রক্তে ধরাতল প্লাবিত হইতেছে। যেন ভাস্কর "স্বর্ণলতা, কোথায় স্বর্ণলতা" বলিয়া নীরব হইলেন এবং অবশেষে একটী স্ত্রীলোক আসিয়া যেন তাঁহার মস্তক ছেদন করিল। এবং ছিন্নমস্তক লইয়া কোথায় প্রস্থান করিল। যাহাকে বলে ঠাকুরের 'প্রত্যাদেশ' সে এইরূপ স্বপ্ন মাত্র। যে স্বপ্ন ফলে পরিণত হয় তাহাকেই প্রত্যাদেশ বলা যায়। স্বর্ণলতা এক্ষণে জানুন আর না জানুন পাঠক, তুমিও পূর্ব্বে জানিয়াছ যে স্বর্ণলতার স্বপ্নটী অমূলক নহে। তাঁহার স্বপ্ন কেবল ভেল্কী নয়—তাহা প্রকৃত।

দর্শনের পদার্থ সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইলেই মন চঞ্চল হয়, নয়ন 'কোথায় গেল' বলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে এবং কোন দর্শক যে স্থান হইতে দেখিতেছিল সেই স্থানেই থাকে আর কেহবা সে স্থান পরিত্যাগ করে। বাজীকর চিত্রপট গুটাইল! দর্শকের আর দেখিবার কিছু নাই। স্বর্ণলতা নিদ্রাদেবীর ক্রোড় পরিত্যাগ করিলেন। 'ভাস্কর কোথায় গেলেন' বলিয়া তিনি শয্যায় পড়িয়া নয়ন উন্মীলন করিলেন। দেখিলেন সে বাজীকর নাই, তার চিত্রপটও নাই এবং সেরূপ ছিন্ন মস্তক ভাস্করও নাই।

ক্ষৌরকার পরের মাথা কামায়। সে মাথা কাটিলেও তার পক্ষে যেমন আর না কাটিলেও তেমন। সে বসে দেখে যে মাথায় রক্ত পড়্‌চে। কিন্তু যার মাথা কেটে যায় তার প্রাণ তখন যন্ত্রণায় বিকল। স্বপ্ন দেবী তেমনি পরের জিনিষ লয়ে বাজী খেল্‌ছিলেন। ভাস্করের মাথা কাটা গেল তা তাঁর কি? তিনি বাজী দেখিয়ে পলায়ন কর্‌লেন। যে যন্ত্রণা তা স্বর্ণলতার।

স্বপ্নদেবী ভাস্করের মাথা কাট্‌লেন বটে, কিন্তু তিনি টের পান আর না পান তলোয়ার ছিট্‌কে স্বর্ণলতার মাথায়ও লেগেছিল।

পাঠক, স্বপ্নদেবীর অস্ত্রাঘাত স্বর্ণলতাকে লাগিয়াছিল কি না তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত স্পষ্টরূপ দেখি নাই। তবে অনুভবে যতদূর বোঝা যায় তাহাতে লাগিয়াছিলই বোধহয়। স্নেহ, প্রণয় ও ভক্তি এসব ঈশ্বর দত্ত বন্ধন। এই বন্ধনে দুই বা বহু বস্তু ক্রমে ক্রমে এক হইয়া যায়। যদি তাই না হবে তবে পান্নাবিবি এখনও ছটফট কচ্চেন কেন? বর্গীরা ত তাঁকে বিনাশ করে নাই। তার পতিই গেছে এবং পুত্রেরাই প্রাণত্যাগ করেছে, কিন্তু তিনি ত যান নাই। তবে তাতে তাঁর কি ক্ষতি? যদি এই বন্ধনের শক্তি দৃঢ়তর না হইবে তবে ভাস্কর ও স্বর্ণলতা কেনই বা পরস্পর বলিয়াছেন "তুমি আমার এবং আমি তোমার।" অতএব আমাদের অনুভব বড় অমূলক নয়। স্বর্ণলতা নিশ্চয়ই আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে পর তিনি প্রকৃত কিছু দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। শয্যায় বসিয়া তিনি এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন "বিধাতঃ এ স্বপ্ন কি সত্য?"—আমার অদৃষ্টে কি বৈধব্য যন্ত্রণাও লিখিয়াছ?

যখন দুঃখিনী বামা এইরূপে রোদন করিতেছিলেন তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। যে ঘরে তিনি বসিয়াছিলেন তাহার দ্বারদেশে কি শব্দ হইল। স্বর্ণলতা শব্দ শুনে চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু ভয়ের বিষয়ই নাই। উহা রামভট্টের পায়ের শব্দ। অনেক দিন পরে কন্যাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন চঞ্চল ছিল। দেবীর আরাধনায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত না করিয়া তিনি দ্বিপ্রহরের সময়ই বাটী প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। স্বর্ণলতাকে নিদ্রিতা দেখিয়া গিয়াছিলেন বলে তিনি গৃহে আসিয়াই তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরে গিয়া তনয়াকে শয্যার উপর ম্রিয়মানা হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি স্বর্ণলতাকে বলিলেন "মা! এখনি কি নিদ্রাভঙ্গ হইল—আবার কেন তোমার মলিন মুখ? আর ত দুঃখের কারণ কিছুই নাই? শরীর কি অসুস্থ হয়েছে?"

"(দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) না বাবা আমার কোন শরীরের অসুখ হয় নাই।"

"তবে ভাস্করের কিছু অশুভ সম্বাদ পাইয়াছ ?"

"কোন সম্বাদই পাই নাই।"

"তবে তোমার চন্দ্রবদন মলিন কেন ? দেবী পাষাণময়ী যেখানে তোমাকে আনিয়া দিয়াছেন সেখানে আর আমি তোমাকে বিষণ্না দেখ্‌তে ইচ্ছা করি না। দেবীর তোমার প্রতি দয়া হইয়াছে। আর তোমার দুঃখ থাকিবেনা। তোমায় আবার কেন দুঃখিত দেখ্‌চি মা ?"

"বাবা আমি একটী অশুভ স্বপ্ন দেখিয়াছি। সেই জন্যই বোধ হয় আমাকে ও রূপ দেখাচ্চে।"

"আমার সম্বন্ধে অশুভ স্বপ্ন দেখিয়াছ ?"

"না"

"তোমার নিজ সম্বন্ধে ?"

"না-তবে নিজ———"

"তবে কি তনয় ভাস্কর সম্বন্ধে ?"

"হ্যাঁ"

"কি অশুভ স্বপ্ন তা আমি আর জানিতে চাই না। তোমার কোন ভয় নাই। তিনি বীর পুরুষ। তাঁহার কি অশুভ ঘটিতে পারে—তা যাহাই হউক আমি কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মন্দিরে যাইব এবং দেবীর নিকট স্বস্ত্যয়ন করিব। তাহাহইলেই সকল কুগ্রহের শান্তি হইবে। দেখো যে সময় ভাস্করের আসিবার কথা আছে, সেই সময়েই তিনি আমার গৃহে আসিবেন।"

"অবশ্যই "আসিবেন।" দেবী যদি এদাসীর প্রতি প্রসন্না থাকেন আর আপনার নিকট যদি আমি আর অপরাধী না থাকি তবে তিনি অবশ্যই আসিবেন।"

"মা তোমার প্রতি দেবী কি জন্য অপ্রসন্না হইবেন রাম ভট্টের প্রতি পাষাণময়ী কি আবার বিরূপা হইবেন ? আমার ত বোধ হয় না—আর আমার কাছেই বা তোমার কি অপরাধ আছে ?—তুমি কোন আশঙ্কা কর না। মা,

তোমার আর কোন বিপদই হইবে না। তুমি আমার বার্দ্ধক্যের ভূষণ। তোমাকে লইয়াই আমি এখন সুখী। মা, তুমি পূর্ব্বের মত কাল আবার ফুল তুলো। কাল তোমার হাতের তোলা ফুল দিয়া আমি সকালে দেবীর পূজা করিয়া আসিব।"

"রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়াছে। কাল প্রত্যুষেই আমি ফুল তুলিয়া আনিব" এইরূপ কথা বার্ত্তার পর উভয়েই শয়ন করিলেন। উভয়ের আর নিদ্রা হইল কি না তাহা তাঁহারাই জানেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

রক্ষকের প্রত্যাগমন।

পাঠক, বোধ হয় তোমার স্মরণ থাকিবে যে মাস্তাফা মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ কালীন পথমধ্যে এক জন বৃদ্ধকে উন্মাদ জ্ঞান করিয়া নৌকারোহণজন্য গঙ্গাতীরে গমন করেন। বুড় বলিয়া তুমি তাঁহাকে একজন কম লোক জ্ঞান করিও না। তিনি মাস্তাফার পরিচিত লোক নন বটে, কিন্তু তোমার পরিচিত। প্রিয় বাবু স্বীয় বাগানবাটী হইতে প্রস্থান করিলে পর তিনিই সেই বাটীতে প্রথমে গিয়া ছিলেন এবং কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়া পরে মুরশিদাবাদ গমন করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন না হওয়াতে তিনি এক রকম উন্মাদই হইয়াছিলেন। পথে পথে ভ্রমণ করিতেন, যার তার ভাত খাইতেন এবং সময়ে সময়ে বলিতেন "বর্গীরা কি যাবে না—প্রিয় বাবু কি পলাশীতে আর যাবেন না আমি কি তাঁহার আশার বস্তু মিলাইয়া দিতে পারিব না? আমার চৈতন্যের মন্দির কি আর হবে না? শাক্ত কর্ত্তৃক আমি অপমানিত হইয়াছি। আমি শাক্তকে অপমানিত করিতে পারিব না?" পাঠক! বৃদ্ধ কে একণে বোধ হয় তুমি চিনিতে পারিয়াছ? তাঁহার সঙ্গে অনেক দিন তোমার দেখা

হয় নাই তিনিই সেই বল্লভাচার্য্য যখন মাস্তাফার সহিত বৃদ্ধের দেখা হয়, তখন ভাস্করের হত্যা সম্বাদ বৃদ্ধ কি রকমে টের পাইয়াছিল। তজ্জন্যই তিনি "এবাব বর্গীর হাঙ্গাম গেল" বলিয়া নৃত্য করিতেছিলেন। উভয়ের সাক্ষাৎ হওয়ার পর উভয়েই মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এক জন জল পথে কাটোয়া যাত্রা করিলেন, অপর জন স্থলপথে পলাশীর দিকে গেলেন। একই সময়ে উভয়ে যাত্রা করিলেন কিন্তু উভয়ের যাত্রার উদ্দেশ্য এক নয়। সেনাপতির উদ্দেশ্য—বর্গীদিগকে দূর করা। বল্লভাচার্য্যের উদ্দেশ্য —দূরীকৃত বস্তু পুনরায় পাওয়া। উভয়েরই কিন্তু এক চরম উদ্দেশ্য—স্বার্থ সাধন। মাস্তাফার উদ্দেশ্য নবাবের স্বীকৃত বেহারের সুবেদারি পদ লাভ। বল্লভের চরম উদ্দেশ্য চৈতন্যের মন্দির ও নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং শাক্তদিগের অবমাননা। এক্ষণে কার অদৃষ্টে যে কি ঘটিবে, কার উদ্দেশ্য কিরূপে সাধিত হইবে—তাহা ভবিষ্যতের গর্ব্ভে নিহিত রহিল।

বল্লভাচার্য্য ভ্রমণ করিতে করিতে পলাশীর ময়দান সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুসম্বাদ শীঘ্রই প্রচারিত হয়। ময়দানস্থিত বর্গীরা তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই যেন ভাস্করের মৃত্যু সম্বাদ পাইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে তখন আর পূর্ব্ব মত আনন্দ কোলাহল ছিল না। তাহারা ময়দান হইতে ছাউনি উঠাইবার উপক্রম করিতে ছিল। বেলা দ্বিপ্রহর এমন সময় বল্লভাচার্য্য "ভাস্কর মরিয়াছে—বর্গী সেনাপতি মরিয়াছে" বলিতে বলিতে উন্মাদের ন্যায় উহাদের নিকট দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। দুই চারি জন বর্গী সেনাপতি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল। আগন্তুকের কথা তাহাদের কর্ণগোচর হইল। তাহারা বৃদ্ধ উন্মাদের মুখে পুনর্ব্বার ঐকথা শুনিয়া পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিল;—

"জনশ্রুতি মিথ্যা নয়। ঐ দেখ বৃদ্ধ উন্মাদ কি বল্‌তে বল্‌তে যাচ্চে।"

"ও বেটা পাগল—ওর কথা কি ঠিক হইতে পারে? আগে রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখ—তার পর উহার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর্‌তে হয় কর। আজ রাত্রি ইস্তক তাঁহার আসিবার মেয়াদ আছে।"

"আর রাত্রি পর্য্যন্ত ; নবাবের শঠতা কি বুঝিতে পার নাই ? যদি নবাব সন্ধিই করিবে তাহা হইলে সেই আমাদের সেনাপতির শিবিরে যাতায়াত করিত। আমাদের সেনাপতিকে তাহার শিবিরে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্য কি ? যদি টাকাই দিবার ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে কি পাঠাইয়া দিতে পারিত না। "তবে তোমার যদি নবাবের মন্দ অভিপ্রায়ই বোধগম্য হইয়াছিল—তুমি কেন পূর্ব্বে তাহা বল নাই।"

"বল্‌ব কাকে। তবু আমি দশ জন সৈনিক সঙ্গে লইয়া যাইতে বলিয়াছিলাম।"

"বেস বলেচ, আমিও অবগত আছি তা হইতেই ত বিপদ ঘটিয়াছে।" এই কথা তৃতীয় ব্যক্তি বলিল।

"তোমাদের কথার অর্থ কিছু বুঝিলাম না।"

"কেন তুমি কি জান না যে তিনি রাত্রিতে স্বীয় শিবিরে থাকিতেন না।"

"তা কিছু কিছু জানি—"

"সে যাই হক্ এখান হইতে প্রস্থান করা উচিত হচ্চে, বিপদ নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে, আমাদের যে এগার জন গিয়াছে তাহাদের মধ্যে বোধ হয় কেউ বেঁচে নাই।"

"তবে কাটোয়ার মধ্য দিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন করা যাউক।"

"সে যাহা হবার তা হবে। এক্ষণে এখান হইতে ত চল।"

"(শব্দ শুনিয়া) ঐ হাতীর ডাক শোন।"

যখন তাহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল তখন তাহাদের নিকট দিয়া দুই জন ভিক্ষুক কি বলিতে বলিতে যাচ্ছিল ?—"এ দিকেও সেপাই আবার সেদিক থেকে এলাম সে দিকেও সেপাই আমাদের ভিক্ষা করা কঠিন হয়েচে। যারা ভিক্ষা দিবে তারা ভয়ে বাড়ীর দুয়ার বন্ধ করে থাকে। এসব বিপদ না গেলে আর আমাদের মঙ্গল নাই।" বর্গী সেনাপতিগণ ভিক্ষুকদের মুখে এই কথা শুনিয়া মনে করিল যে মুসলমান সৈন্যগণ বুঝি পলাশী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। তাহারা আর বিলম্ব করিল না। শীঘ্রই ছাউনি তুলিয়া সৈন্যগণ সহ পলাশীর ময়দান পরিত্যাগ করিল।

বর্গীরা চলিয়া গেল। পলাশীর ময়দান সমীপে এখনও কিন্তু এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান—বল্লভাচার্য্য।—তিনি বর্গীদের প্রস্থান করিতে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। উহারা চলিয়া গেলে পর তিনি একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন "বর্গীর উপদ্রব গেল। এখন সব জায়গা ভালকরে খুঁজব। অবশ্য আমি তাহাকে খুঁজে বের করব।"

আজ সারাদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। পলাশীর ময়দান বর্গীশূন্য হওয়ার পর বেলা ক্রমে শেষ হইল। আস্তে আস্তে মেঘের আড়ম্বর বাড়িতে লাগিল। সদাগতির সোঁ সোঁ শব্দ, মেঘমধ্যে, সৌদামিনীর স্বর্ণবর্ণ ভুজঙ্গ মূর্ত্তি প্রকাশ বিদ্যুতালোকে তমসাচ্ছন্ন দিঙ্মণ্ডল মধ্যে মধ্যে আভাযুক্ত হইতে লাগিল। বল্লভাচার্য্য তখনও ময়দানের নিকট দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি নিকটে মনুষ্যের স্বর শুনিতে পাইলেন। সব কথা ভালরূপ বুঝিতে পারিলেন না। তবে এই তিনটী কথা স্পষ্টরূপ তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল—"এই ঠিক সময়"—যে দিক হইতে কথাগুলি আসিয়া তাঁহার কর্ণে লাগিল সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বিদ্যুতের আভা হইল। অমনি তিনি দেখিলেন কে যেন দ্রুতগতিতে পলাশী গ্রামে প্রবেশ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। বল্লভাচার্য্য আর দাঁড়াইলেন না। তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া তিনিও গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

উভয়েরই নিধন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রামভট্ট তনয়াসহ রাত্রিতে কথোপকথন করিবার সময়ে বলিয়াছিলেন "যে আমি কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মন্দিরে যাইব এবং দেবীর নিকট স্বস্ত্যয়ন করিব।" রামভট্ট কথায়ও যাহা বলিয়াছিলেন কাজেও সেইরূপ করিয়াছিলেন। তিনি কন্যার হাত তোলা ফুল লইয়া একবার সকালে

দেবীর পাদপদ্ম পূজা সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। পুনরায় সন্ধ্যা সমাগমের অনেক পূর্ব্বেই মন্দিরে গমন করিয়া বিপদ শান্তি বিষয়ে যত্নবান হন, শুনা যায় পুরোহিত স্বস্ত্যয়ন দ্বারা অপরের বিঘ্ন নাশ করেন। পুরোহিত ত টাকার লোভে পরের কার্য্যে হাত দেন। তিনি প্রয়োজনীয় সব মন্ত্র বলিলেও বলিতে পারেন। আবার শীঘ্র শীঘ্র কাজ সারিবার জন্য অনেক মন্ত্র বাদ দিলেও দিতে পারেন। কিন্তু রামভট্ট টাকার লোভে দৈবকার্য্যে ব্রতী হন নাই। শুভ হইলে কেবল ভাস্কর নন—স্বর্ণলতা নন—তিনিও তার ফল ভোগী। রামভট্ট কায়মন যত্নে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দৈবকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। পাঠক স্বর্ণলতার অদৃষ্ট পরীক্ষাও অনেক পরিমাণে শেষ হইয়াছে—তৎসম্বন্ধে বিধাতার যে লীলা খেলা তা তুমি ত একরকম দেখিয়াছ। তবে তোমার সমস্ত দেখা হয় নাই। কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর তাহাহইলেই আরও কিছু দেখিতে পাইবে।

রামভট্ট মন্দিরে গমন করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল আবৃত হইল। এ অন্ধকার সন্ধ্যাদেবীর প্রতিদিনের সহচর নয়। এ যেন প্রলয়কালের সঙ্গী। মেঘে গগণমণ্ডল বেষ্টন করিল এবং ক্রমে ক্রমে কি আকাশ কি পাতাল সবই যেন এক হইয়া গেল। স্থাবর, জঙ্গম, গ্রহগণ, সবই যেন এক হইল। একটী বস্তুও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার আর কিছু দেখিবার যো নাই—এ সাদার মধ্যে কাল নয়—সমস্তই কাল—সমস্তই ভয়ঙ্কর অমাবস্যার প্রতিকৃতি। তবে কি জগৎ বিলুপ্ত হইল—না। কোথায় কি রহিল তাহা দেখাইবার জন্য সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে আলোক ছটা প্রকাশ করিয়া দুরস্থ বস্তু সকলকে দীপ্তমান করিতে লাগিলেন। প্রভঞ্জন প্রবল বেগে বৃক্ষ নিচয়কে প্রকম্পিত করিতে লাগিল। আকাশে ইন্দ্রদেব গড় গড় শব্দে স্বীয় অস্ত্র চালনে প্রবৃত্ত হইলেন। উর্দ্ধে বজ্র নিনাদ—অধোতে পবনদেবের সোঁ সোঁ শব্দ—দুই শব্দে মিলিয়া যেন প্রলয়ের ভয়ঙ্কর রোল উৎপন্ন করিল। সেই গভীর ধ্বনিতে জগৎ পরিপূর্ণ হইল।

ঐ সময়ে স্বর্ণলতা স্বীয় ঘরের বাতায়ন প্রদেশে গিয়া উপবেশন করি-

লেন। কেন? তিনি কি প্রকৃতির ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য তথায় গিয়া বসিলেন? না। আজ ভাস্করের আসিবার দিন। আজ রাত্রিতেই তাঁহার স্বর্ণলতার নিকট উপস্থিত হইবার কথা ছিল। স্বর্ণলতা জানালায় বসিয়া প্রকৃতির রূপ দেখিতে দেখিতে বলিলেন—"অকস্মাৎ এ কি হইল? প্রকৃতি দেবীও কি আর সময় পাইলেন না? আজ তাঁর আসিবার দিন আর আজই এইরূপ দুর্যোগ! তবে বুঝি স্বপ্ন———" এই বলিয়া বামার নয়নাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। চকের জল মোছেন আর দেখেন—পথে ভাস্কর আসিছেন কি না? একবার বিদ্যুতের আলো হয় আর চোক মুছিয়া তাকান। কিন্তু ভাস্করকে না দেখ্‌তে পেয়ে আর তাঁর পরক্ষণে তাকাইবার ক্ষমতা থাকে না। যেন হৃদয় হইতে জল উঠিয়া তাঁহার চক্ষুকে প্লাবিত করে। কি করেন— উপায় নাই ললাটের লিখন খণ্ডন করিবার সাধ্য নাই। স্বর্ণলতা কাঁদিতে কাঁদিতে ভাস্করের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে স্বর্ণলতা জানালায় বসিয়া আছেন এমন সময় তাঁহার ঘরের দ্বারদেশে কি শব্দ হইল এবং অগোনেই তিনি আর একাকিনী রহিলেন না। তাঁহার সম্মুখে একটী স্ত্রীলোক আসিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। স্ত্রীলোকটীর কক্ষে যেন বস্ত্রাচ্ছাদিত কি দ্রব্য রহিয়াছে বোধ হইল। ঘরের মধ্যে দীপালোক মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল বলে সে বস্তুটী কি তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা গেল না। ক্ষণকাল পরস্পর দেখা দেখির পর আগন্তুক স্বর্ণলতাকে বলিল;—

"তবে কি তুমিই সেই বর্গীমনোরমা?"

"(চক্ষের জল মুছিয়া আশ্চর্য্য হইয়া) তুমি কে তাহা আমি বুঝিতে পাচ্চি না"

"(কর্কশ স্বরে) আমি যে কে তাহা পরে বল্‌চি। আগে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি কি সেই বর্গী ভাস্করের প্রণয়িনী?"

"(কর্কশ স্বর শুনে ভীতা হইয়া) অ্যাঁ—অ্যাঁ। অমন করে জিজ্ঞাসা কর্চ্চ কেন? আমি তাঁরই——"

"স্পষ্টরূপে বল। তুমি কি ভাস্করের পত্নী?"

"(কাঁপিতে কাঁপিতে) স্বামীর নাম কি বল্‌তে আছে ?"

"তবে নিশ্চয়ই তুমি সেই দুরাত্মা কাফেরের পত্নী। (আরক্ত নয়নে) আমি নিশ্চয়ই সে পাপীষ্ঠের কার্য্যের প্রতিফল দিব। (স্বগতঃ) খোদা। তুমি যে আছ তার আর সন্দেহ নাই। তোমার বিচারে কোন দোষ নাই। আমি এক্ষণে জানিলাম তুমি পক্ষপাত শূন্য। আমি আজ প্রতীজ্ঞা পালন করিব। আজ্ পতি পুত্রের বিয়োগ যন্ত্রণা এড়াইব। নিষ্ঠুর বর্গীপত্নীর হৃদয় আজ আগে আমার মত করিব। পরে——"

"(কাঁপিতে কাঁপিতে) আমি কি তোমার হানি করেছি ?—তা তুমি আমায় মার ? আমি আর বাঁচিতে চাই না। কিন্তু তুমি আমার স্বামীর নিন্দা কর না। তুমি কি কথা বল্‌চ আমি যে সব বুঝ্‌তে পাচ্চি না। অ্যাঁ—অ্যাঁ। তোমার কাছে আমি কি দোষ করেছি ?"

"কি দোষ করেছিস্;—কি হানি করেছিস্;—তাই আবার বল্‌চিস। বর্গীরা আমাকে পতিপুত্রহীনা করিয়াছে। আমি শুদ্ধ বর্গী নয়—যে তরু তাহাকে ছায়া দেয় বা যে পক্ষী তার দেশে গান করে তাকে শুদ্ধ বিনাশ করি"

"(কাঁপিতে কাঁপিতে) তা তুমি আমাকে বধ কর আমাকে মার—মার"—

"রস্। আগে আমার মত তোর হৃদয়কে বিদীর্ণ করি—পতী হীনার কত যন্ত্রণা তা আগে দেখ্। তোরে জবাই না করে কি কাফেরের মত এক কোপে কাট্‌বো ? আমি কি এনেছি এই দেখ" এই বলিয়া আগন্তুক স্বীয় কক্ষ দেশ হইতে একটী ছিন্ন মস্তক বাহির করিয়া স্বর্ণলতার সম্মুখে নিক্ষেপ করিল। স্বর্ণলতা মস্তক পানে দৃষ্টিপাত করিয়া "বিধাত! আমি আর দেখিতে চাই না—আমার"—বলিয়া বাতায়ন প্রদেশেই পড়িয়া গেলেন। তাঁহার আর বাক্য নাই। চেতনা নাই। তিনি স্পন্দহীনা হইলেন।

স্বর্ণলতা ত পড়িয়া গেলেন। এক্ষণে আগন্তুক রমণীর দশা কি হইল তাহা আমাদের জানা আবশ্যক। আগন্তুক স্বর্ণলতাকে পতিত হইতে দেখিয়া যেমন স্বীয় বস্ত্র মধ্য হইতে একখানি ছুরিকা বাহির করতঃ তাহাকে

কাটিতে যাইবেন, অমনি কড়মড় কড়মড় শব্দে ইন্দ্রাস্ত্র পড়িয়া তাহার উদ্যম ভঙ্গ করিল। আগন্তুক কেশহীনা দগ্ধশরীরা হইয়া দণ্ডায়মানা রহিল। তাহার হাতের অস্ত্র হাতেই রহিল। পাঠক! এই রমণীর শেষ পরিচয় তোমাকে দেওয়া হয় নাই। আর কি করেই বা পরিচয় পাইবে? ইন্দ্রদেব ইহার রূপের মাথা খেলেন তা আমি কি করিব। তুমি ইহার মৃত্যুর পূর্ব্ব কথা স্মরণ করে চিনে লও—ইনিই সেই পান্নু বিবি। ইনিই নবাবশিবির হইতে ভাস্করের মস্তক কাটিয়া মাস্তাফার নৌকায় যান এবং তাঁহার নৌকা পলাশীতে লাগাইলে পরে তাঁহার অজানিত ভাবে পলাশী প্রত্যাগমন করেন। ইহাকে বল্লভাচার্য্য ঝড়ের সময় দেখিয়াছিলেন এবং ইহার অনুবর্ত্তী হইয়া তিনি গ্রামে প্রবেশ করেন।

ইন্দ্রের অস্ত্র নিক্ষেপে স্বর্ণলতার ঘরের ছাদের কিয়দংশে একটী প্রকাণ্ড ছিদ্র হইল—পান্নু বিবির প্রাণ বিনষ্ট হইল—এবং আর কি হইল? যে বজ্রের ইরম্মদে মেদিনী কম্পিত হয় সে বজ্র কেবল কি দুখান ইট ভেঙ্গে আর একটী মুসলমানী বধ করেই ক্ষান্ত হইল? না। উহার ক্ষমতার পরিচয় আরও পাওয়া গিয়াছিল। বজ্র আর এক জন সর্ব্বনাশকারীরও প্রাণ বধ করিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি একজন বৃদ্ধ। উহার স্বাভাবিক শরীরের বল থাক্ আর নাই থাক্ শঠের কাজ করিবার সময় উহার দেহে বলসঞ্চার হইত। যে দ্বার দিয়া পান্নু বিবি স্বর্ণলতার ঘরে প্রবেশ করেন সে দ্বারটী উদ্ঘাটিত ছিল। বজ্র পান্নু বিবিকে বিনষ্ট করিয়া ঐ দ্বার দিয়া গৃহের সম্মুখের ঘরে প্রবেশ করে। তথায় বৃদ্ধ দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনার কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থ করিতে ছিল। সে পান্নু বিবির অভিসন্ধির বিষয় কিছুই জানিত না এবং বাহিরে ঝঞ্ঝা বায়ুর শব্দে বধির হইয়া স্বর্ণলতার ঘরের কথোপকথনও ভালরূপ শুনিতে পায় নাই। কেবল অলক্ষিত ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া উভয় রমণীর অবস্থা দেখিতে ছিল। যৎকালে পান্নু অস্ত্র বাহির করিয়া স্বর্ণলতা পানে অগ্রগামিনী হইবার উপক্রম করে তখন সে ব্যক্তি দৌড়িয়া তাহাকে ধরিতে যাইবে এমন সময় বজ্রে তাহারও গতিরোধ করিল। বৃদ্ধ ভূমিতে

পড়িয়া গেল। অবশেষে ইন্দ্র নিক্ষিপ্ত অস্ত্রকে আকর্ষণ করিলেন। গৃহের সম্মুখ দ্বার দিয়া বজ্র পলায়ন করিল।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

শুশ্রূষা।

রাত্রি তিন প্রহর—আর আকাশে মেঘ নাই—দিঙ্‌মণ্ডল পরিষ্কার হইল। অন্ধকার ও মেঘগর্জ্জন সবই গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি—শেষ রাত্রির চন্দ্রালোকে পথ ঘাট সব দেখা যাইতে লাগিল। ঐ সময়ে শ্মশানকালীর মন্দির হইতে রামভট্ট বাহির হইলেন। বাহিরে আসিয়া মন্দিরের সোপানে দণ্ডায়মান পূর্ব্বক দেবীকে করযোড়ে বলিলেন "মা পাষাণময়ি! তুমি মেঘ ঝড় সবই এক্ষণে দূর করিলে। যদি প্রতিদিন অহর্নিশ মেঘ ঝড় থাকিত তাহা হইলে জগৎ রসাতলে যাইত। কিন্তু তুমি দয়াময়ী—তুমি প্রজাগণকে ভয়ও দেখাও আবার তাহাদের মঙ্গলবিধান জন্যও যত্ন কর। মা! আমি অকিঞ্চন। আজ তোমার পূজা ভালরূপে সম্পন্ন করিতে পারি নাই বলে ভীত আছি। তোমার ভাস্কর ও স্বর্ণলতার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল ছিল তাই তোমাকে পূজা করিয়া প্রীত হই নাই। মা! তোমার এ অকিঞ্চনের মনের ভয় নাশ করিতে হইবে, তোমার ভাস্কর ও স্বর্ণলতার বিপদ নাশ করিতে হইবে এবং তোমার দয়ায় পৃথিবীকে পূর্ণ করিতে হইবে। মা! গৃহে চলিলাম—যেন তথায় সব মঙ্গল দেখি। মেঘ ঝড় কাটিলে তোমার স্বর্ণলতারও বিপদ যেন ঐরূপ কাটিও।" এই বলিয়া দেবীকে প্রণিপাত করিলেন এবং তৎপরে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়া নিজ উদ্যান দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

পাঠক! বৃদ্ধরামভট্টকে কি আরও অগ্রগামী হইতে দিবে? তাঁহাকে কি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দিবে? তাঁহার গৃহে যাহা ঘটিয়াছে তাহা তুমিও জান আর আমিও জানি। সে সমস্ত ত শুভ নয়। তবে বুড় মানুষকে আর কষ্ট দিয়া কাজ কি? চল, তাঁহাকে আবার মন্দিরে লইয়া যাই। ধার্ম্মিক বৃদ্ধকে আর সংসার মোহে অভিভূত করাইবার আবশ্যক নাই। এস, উঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করি। এস, উঁহাকে মন্দিরবাসী হইতে বলি। উঁনি কি আমাদের নিষেধ শুনিবেন না?

না। উঁহাকে ফিরান তোমারও কর্ম্ম নয়—আমারও কর্ম্ম নয়। যে ব্যক্তি দেবীর উপাসনায় মন দিতে পারেন নাই—যে ব্যক্তি উপাস্য দেবীকে প্রসন্না না করিয়াই গৃহে প্রত্যাগমন করিল, সে ব্যক্তি তোমার আমার কথায় মন দিবেন?—কখনই নয়। আমাদের আর সে প্রত্যাশায় কাজ নাই। বৃদ্ধের যাহা ইচ্ছা হইয়াছে তাহাই করুন।

রামভট্ট উদ্যানদ্বার হইতে ক্রমে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় সমস্তই নীরব। ঘরে আলো নাই। ঝড়ে দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে। ঘরের মধ্যে এক রকম গন্ধে পরিপূর্ণ। যথায় প্রথমে উপস্থিত হইলেন সেটী সম্মুখের ঘর এবং তন্মধ্যে রামভট্ট থাকিতেন। রামভট্ট মনে ভাবিলেন স্বর্ণলতা বুঝি নিদ্রিতা আছে। তাঁহার অনুমান অযৌক্তিক নহে। কারণ রাত্রি তখন অধিক হইয়াছিল। কিন্তু তত রাত্রিতে তাঁহার ঘরের দ্বার উদ্ঘাটিত ও ঘরটী গন্ধে পরিপূর্ণ থাকাতে তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি একবার "স্বর্ণলতা" বলিয়া ডাকিলেন। কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। তাঁহার সন্দেহ আরও বাড়িল। আর একবার ডাকিলেন কিন্তু তাহাতেও কোন উত্তর পাইলেন না। তৎপরে বৃদ্ধ রামভট্ট প্রদীপ জ্বালিলেন, প্রদীপ লইয়া স্বর্ণলতার ঘরে যাইবেন এমন সময় দেখেন প্রবেশ দ্বারে কি পড়িয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধ আলোক লইয়া ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে একটী মৃতদেহ পতিত আছে। দেখিবামাত্র তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং শবের গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, "দেবি! আমাকে ইহাই দেখাইতে পাঠাইলে? মা স্বর্ণলতা—মা! তোমার কি

এই হইল।" বৃদ্ধের হস্ত হইতে প্রদীপ পড়িয়া নির্ব্বাণ হইল। বৃদ্ধ অচেতন হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ অচেতন থাকিয়া তিনি পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিলেন। তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন "দেবী কি এতই নির্দ্দয় হইবেন। আমার স্বর্ণলতা কি মরিয়াছেন। ঐ কি আমার মায়ের দেহ? ঘরে যে বারুদের গন্ধ বেরুচ্চে। তবে কি কেউ তাহাকে মারিয়াছে? না—তা হইবে না। বল্লভাচার্য্যও এখানে নাই। প্রিয়বাবু ত আমার নিকট ক্ষমা চাহিয়াছেন। বর্গীরা ত মারে নাই? তাই বা কি প্রকারে সম্ভব হবে? স্বর্ণলতা ত বর্গীপত্নী। তবে মায়ের আর কে শত্রু ছিল? দেখি, আর এক বার দ্বীপ জ্বেলে ভাল করে দেখি।" রামভট্ট পরে আবার দ্বীপ জ্বালিলেন এবং আবার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "একি? এযে পুরুষের দেহ। এত স্বর্ণলতা নয়।" তৎপরে তিনি স্বর্ণলতার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন কে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। "এ কে দাঁড়িয়ে? মা-মা" বলিয়া বৃদ্ধ এক স্থানে স্তম্ভবৎ দণ্ডায়মান হইল। ঘরের বাতায়ন দ্বার উদ্ঘাটিত ছিল। মলিন চন্দ্রালোক তন্মধ্য দিয়া বক্রভাবে ঘরে প্রবেশ করিতেছিল। রামভট্টের নয়ন সে দিকেও পতিত হইল। তাঁহার বোধ হইল যেন কে বাতায়ন প্রদেশে পড়িয়া রহিয়াছে। "এ কি সর্ব্বনাশ! ঘরে যে মেলাই লোক। এর মধ্যে কি আমার স্বর্ণলতা আছে?" এই বলিয়া তিনি দণ্ডায়মানা পান্নু বিবির কাছে গমন করিলেন। 'মা-মা' বলিয়া ডাকিলেন। কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। বৃদ্ধ পরে সাহস পূর্ব্বক তাঁহার গায়ে হাত দিলেন। শব ভূমিতে পড়িয়া গেল। "এ কি? এও যে মৃত দেহ" বলিয়া তিনি বাতায়ন প্রদেশের সমীপবর্ত্তী হইলেন। বৃদ্ধের শরীর তখন কম্পিত হইছিল। তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন "মা—মা—তুমি কি স্বর্ণলতা? তুমি কি জীবিত আছ?" কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। বৃদ্ধ বাতায়নবাসীর গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন যে সে স্ত্রীলোক। বাতায়নবাসীর মুখদেশ চন্দ্রালোকে উদ্দীপ্ত ছিল না। বৃদ্ধ দীপটী মুখের কাছে লইয়া বলিলেন 'এই যে আমার স্বর্ণলতা। মা, মা, উঠ। আমি রামভট্ট—তোমার পিতা' কিন্তু এবারও কোন

উত্তর নাই। আর একবার গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন যেন বুকের কাছে 'ধুক ধুক' করিতেছে। এই যে জীবিত আছে—মা আমার বুঝি মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন" বলিয়া জল এনে তনয়ার মুখে চখে দিলেন। অনেকক্ষণে মূর্চ্ছিতারমণী আবার সচেতনা হইলেন। তাঁহার চক্ষু একবার উন্মীলিত হইয়া আবার মুদ্রিত হইল। বৃদ্ধ আবার তাঁহার চোকে মুখে জলের ছাট্ মারিলেন। এবার রমণী অনিমেষ নেত্রে তাকাইতে লাগিলেন; রামভট্ট তনয়াকে সচেতন দেখিয়া তাঁহাকে শয্যায় লইয়া গেলেন। যখন তিনি বাতায়ন হইতে তাঁহাকে লইয়া যান তখন অস্পষ্ট ও মৃদুস্বরে স্বর্ণলতা বলিলেন "কেও বাবা।" হ্যাঁ মা—আমি তোমার হতভাগ্য পিতা" এই বলিয়া রামভট্ট তাঁহাকে উত্তর দিয়া ছিলেন। স্বর্ণলতা শয়ন করিয়া রহিলেন। রামভট্ট শুশ্রূষা করিতে ব্রতী হইলেন। ক্রমে নিশানাথ চলিয়া গেলেন। রাত্রি শেষে হইল। দিবাকর আলোক প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া পুর্ব্বদিক হইতে উদয় হইতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

নাম করণ।

রামভট্টের শুশ্রূষায় স্বর্ণলতা যেন পুনঃজীবিত হইলেন। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁহার জ্ঞানোদয় হইতে লাগিল। শয্যায় পড়িয়া অনিমেষ নেত্রে তিনি রামভট্ট পানে তাকাইতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় আবার অশ্রুপূর্ণ হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি একবার উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার মুখ হইতে কেবল এই কথাগুলি বিনির্গত হইল—"পিতঃ এই কি তোমার স্বস্ত্যয়নের ফল? দেবী কি তোমার তনয়াকে বৈধব্য যন্ত্রণায় নিক্ষিপ্ত করিলেন?"

"মা। মা, অমন কথা বলচ কেন? কথা শুনে আমার যে বুক বিদীর্ণ হল। অমন কথা আমাকে কেন বলচ? আমি যে তোমার পিতা।"

"পিতঃ তোমার কোন দোষ নাই। সকলই আমার কপালের দোষে। তুমি স্বস্ত্যয়ন করিয়াছিলে। কিন্তু আমার কপালে সুফল লাভ না থাকিলে তুমি ত আর দেওয়াইতে পার না। আমি দেবীর কাছে অপরাধিনী তোমার কাছে অপরাধিনী তাই তাই এরূপ বিড়ম্বনা ঘটিল। তাই আমি বিধবা হইলাম।"

"কে তোমায় বিধবা হয়েচ বল্লে? এত দেখ্‌চি সব মৃত দেহ?"

"ঐ মৃত দেহই জীবিতা ছিল। ঐ আমার স্বামীর ছিন্ন মস্তক আনিযাছিল। (ছাদ দেখিয়া) তবে বুঝি বজ্রাঘাতে মরিয়াছে। ঐ যে ঘরের ছাদ ভাঙ্গিয়া গেছে।"

"(ছাদ দেখিয়া) তাই ত। এত আমি আগে দেখি নাই—তা বজ্রাঘাত হইয়া বেস হয়েচে। নিষ্ঠুরের ঐরূপ মৃত্যুই বিধাতার লিখন। কৈ তোমার স্বামীর মস্তক আনিযাছিল কে বল্লে?"

"আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।"

("ঘরের কোণ পানে ছিন্ন মস্তক দেখিযা মা তোমার ভ্রম হইযাছে—তোমার ভ্রম হইতে পারে। রাত্রিতে দেখেচ। ও মস্তক বোধ হয় আর কার (দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ) "তুমি গিয়া দেখ—আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি। আমার দূর হইতে দেখাও যাহা কাছে দেখাও তাহা। আমি তার মুখ বেস চিনি।"

এই বলিয়া স্বর্ণলতা উঠিযা ছিন্ন মস্তকের নিকট গেলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন কিন্তু আবার যেন সন্দেহ হইল। রামভট্টও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। স্বর্ণলতা আবার দেখিলেন। তাহার বুকে যেন শক্তিশেলবিদ্ধ করিল। এই বটে—পিতঃ এই আমার—" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন রামভট্ট তদ্দর্শনে যেন হতজ্ঞান হইয়া স্বগতঃ কেবল বলিতে লাগিলেন "দেবী পাষাণময়ি? আমার কন্যা বিধবা হইল! তা তোমার দোষ নাই। আমি তোমার পূজা করিতে ত্রুটি করিয়াছি" ক্ষণ পরে স্বর্ণলতা আপনিই উঠিলেন এবং পিতাকে হতজ্ঞান দেখিয়া বলিলেন।

"পিতঃ এখন আর শোকের সময় নয়। আমার স্বামীর মস্তক যবন কর্ত্তৃক স্পর্শিত হইয়াছে। উঁহার সদ্‌গতি করা আবশ্যক।"

"(সজ্ঞানে) মা, মা, দেবী আমার ভাস্করের আত্মার মঙ্গল করুণ। তিনি ভাস্করের আত্মাকে স্বর্গে পাঠাইয়া আমাদিগকে সুখী করুণ। চল, আমরা ছিন্ন মস্তক গঙ্গা গর্ভে অর্পণ করিতে যাই।"

ভাস্করের মস্তক লইয়া রামভট্ট গৃহ হইতে বাহির হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণলতাও চলিলেন। উভয়ে গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া ছিন্ন মস্তক দাহনান্তর গঙ্গা গর্ভে অস্থি সমর্পণ করিলেন। ভাস্করের অন্তেষ্ঠি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া উভয়েই গঙ্গাস্নান দ্বারা পবিত্র হইলেন। তাঁহাদের মনের ময়লাও যেন দূরীকৃত হইল। কিয়ৎক্ষণ উভয়েই গঙ্গাতীরে বসিয়া রহিলেন।

একে গঙ্গাতীর তাহাতে স্থানটী শ্মশান তুল্য। প্রায় চতুর্দ্দিকেই শব, অস্থি ইত্যাদি পতিত ছিল। ভাস্করের ছিন্ন মস্তক দাহন করিয়া উভয়েরই মনে বৈরাগ্য ও জ্ঞানের উদয় হইল। হৃদয়ের শোক, তাপ আর কিছুই থাকিল না। স্বর্ণলতা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন।

"পিতঃ দুঃখ যন্ত্রণা অনেক সহ্য করিলাম। সংসারে প্রত্যাগমন করিলে আবার হয়ত দুঃখে পতিত হইতে হইবে। তখন আরত আমি সহ্য করিতে পারিব না।"

"মা, তোমার এখনও অল্প বয়স তাহাতে আমি বৃদ্ধ। হয় ত আরও যন্ত্রণা কপালে আছে। দেবীর দাসী হইয়া নিয়ত তাঁর উপাসনা কর। দেবী তোমার হৃদয় এরূপ পাষাণময় করিয়া দিবেন যে, আর তাহাতে শোক তাপ না বিদ্ধ হইতে পারে।"

"তবে আজ হতে তুমি আমাকে 'পাষাণময়ী' বলিয়া ডেক।"

"বেশ বলেচ মা। তাহা হলে এক নাম করিলেই আমার হৃদয় জুড়াবে। তা আজ হইতে তুমি আমার পাষাণময়ী দেবীর দাসী পাষাণময়ী হইলে।"

"চল তবে আমরা উভয়ে পাষাণময়ী কালীর পূজা করিতে যাই।"

"মা পাষাণময়ি, চল।"

এই বলিয়া তনয়াকে সঙ্গে লইয়া দেবীর মন্দিরে গমন করিলেন।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

প্রতিফল।

যে দিন ভাস্করের ছিন্ন মস্তক চিতানলে ভস্মীভূত হইল, সেইদিনই বেলা-বসান কালে কাটোয়ায় গঙ্গাতীরে এক খানি বজ্‌রা আসিয়া লাগিল। এ আবার কাহার বজ্‌রা? অনেক দিন গত হইল ঐ নগর শোভিনী নদীতটে এক খানি নৌকা দেখা গিয়াছিল। সেখানিও এরূপ সুন্দর জলযান। সে নৌকার স্বামী পাঠকের নিকট অপরিচিত নহেন। কিন্তু এ তরণীর অধিকারী কে? দেখা যাউক, কোন ব্যক্তি এ যানের স্বামী।

বজ্‌রা লাগিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ লৌহ লঙ্গড় নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। যানের আর যাইবার সাধ্য রহিল না। নদীবক্ষে বজ্‌রাখানি স্থিরভাবে ভাসিতে লাগিল। নৌকার অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে এক জন বীরপুরুষ বাহির হইয়া তীরে উঠিবার উপক্রম করিলেন। আর এক মুহূর্ত্তও তাঁহার তরণীর উপর থাকিবার ইচ্ছা হইল না। এক স্থানে অনেকক্ষণ আবদ্ধ থাকিয়া, তিনি যেন বিরক্ত হইয়াছিলেন। মানুষ যে যানেই চড়িয়া যান, নির্দ্দিষ্ট স্থানে শীঘ্র উপস্থিত হইবার জন্য তাঁহার মন যেন ছট্‌ফট্‌ করে। শীঘ্র উপস্থিত হইতে পারিলেও তিনি যেন আরও শীঘ্র উপস্থিত হইতে চাহেন। এমন কি, দ্রুতগামী রেলগাড়ীও তাঁহার সে আশাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। ধূমযানে চড়িয়া এক মাসের পথ এক ঘণ্টায় অতিক্রম করিতে পারিলেও আরোহী যেন আরও শীঘ্রও যাইতে ইচ্ছা করেন। সে যাহা হউক উপরোক্ত বীরপুরুষ নৌকা হইতে তীরে অধিরোহণ করিলেন। তদীয় সঙ্গীগণও তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল। উহাদের মধ্যে একটী স্ত্রীলো-

ককে না দেখিয়া তিনি তাঁহার নাম করিয়া ডাকিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। যদি নৌকার মধ্যে নিদ্রিত থাকে ভাবিয়া নাবিকেরা তাঁহার আদেশমত অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। স্ত্রীলোকটী বজ্‌রা হইতে কোথায় কখন গিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারিল না। "আর খুঁজিবার আবশ্যক নাই বুঝা গিয়াছে। কাল ঝড় জলের সময় সন্ধ্যাকালে পলাশীতে যখন নৌকা লাগান যায়, তখনই তিনি আমাদের অজানিতভাবে প্রস্থান করিয়াছেন। এখনও বুঝি তাঁহার কঠিন হৃদয়ে শান্তি সংস্থাপিত হয় নাই।" এই বলিয়া বীরপুরুষ বর্গীদিগের অনুসন্ধানার্থ নগর মধ্যে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে চারি পাঁচ জন অস্ত্রধারী লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র তাহারা ছেলাম পূর্ব্বক বলিল, "হুজুরের আদেশানুসারে আমরা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখান হইতে মহারাষ্ট্রীয়েরা পলায়ন করিয়াছে। যুদ্ধের আর আবশ্যক হইল না। কৌশলেই নবাবের উদ্দেশ্য সাধিত হইল।" আহুত বীরপুরুষ তৎপরে তাহাদের সঙ্গে নগর প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক স্বীয় বজরায় প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগমনকালে তিনি তাহাদিগকে কেবল এই কথা গুলি বলিলেন, "বোধ হয় নবাব সত্বরেই এখানে আসিবেন। তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কিরূপে সিদ্ধ হইল তাহা আর বক্তব্য নহে। তোমরা আমার স্বজাতীয় বন্ধু! তোমাদের নিকট পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আবার এখানেও বলি যে কাজটী বড়ই গর্হিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি চলিলাম। নবাব আসিলে আমাকে সম্বাদ দিও।" তাহাতে অস্ত্রধারী পুরুষেরা "যো হুকুম" বলিয়া প্রস্থান করিল।

এক্ষণে উপরোক্ত বীরপুরুষ যে কে তাহা আমাদের অবিদিত রহিল না। তাঁহার কথা শুনিয়া এক প্রকার বুঝিতে পারা গেল, যে তিনি মাস্তাফা খাঁ এবং বজ্‌রা খানির স্বামীই তিনি। যে স্ত্রীলোকটীকে তিনি অনুসন্ধান করিতেছিলেন সে রমণীর নাম পান্না বিবি। পলাশীতে মাস্তাফার নৌকা লাগিলে পান্না বিবি তাঁহার অজ্ঞাতভাবে নৌকা হইতে প্রস্থান করেন। উক্ত রমণীর

অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে তদ্বিষয় আমরা অবগত আছি। কিন্তু মাস্তাফা সে সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। তিনি নৌকায় আরোহণ করিয়া পান্নু বিবির বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। অবশেষে পান ভোজন করিয়া মাস্তাফা নিদ্রা গেলেন।

পরদিন প্রাঃকাল—মাস্তাফা খাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হইল—তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া জাহ্নবীজলে মুখ প্রক্ষালন করিলেন। একে গঙ্গাগর্ভে বাস তাহাতে প্রাতঃকালের সমীরণ ঝির ঝির করিয়া প্রবাহিত হইতে ছিল, মাস্তাফা খাঁর মন প্রফুল্ল হইল। তিনি বজ্‌রার ছাদের উপর বসিয়া বায়ু সেবন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তথায় অবস্থিতি করিলে পর এক জন অশ্বারোহী নৌকা সমীপে উপস্থিত হইল। সে ব্যক্তি অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ছেলাম করিয়া বলিল "নবাব আলীবর্দ্দী এখানে রাত্রিশেষে আসিয়াছেন। আমি হুজুরের নিকট সম্বাদ দিতে আসিয়াছি।" মাস্তাফা শ্রবণ মাত্র শীঘ্র পরিচ্ছদ ধারণ করিলেন এবং অবিলম্বেই আগন্তুকের সহিত নবাবের শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বেলা ৭ ঘটিকা। তবুও নগরে লোক জনের কোলাহল নাই। কাটোয়া কলিকাতার মত সহর নয়, যে সকালেই পথ ঘাট সকল জনপূর্ণ হইবে। অনেক গৃহস্থের বাটীর দরজাও এ পর্য্যন্ত খোলা হয় নাই। বর্গীরা পলায়ন করিয়াছে। আর তাহাদেরও কোন উপদ্রব নাই। নগর আজ কোলাহল শূন্য। কেবল নবাব আলীবর্দ্দীর শিবিরদ্বারে কতকগুলি সৈন্য বসিয়া আস্তে আস্তে কথোপকথন করিতেছে। বেলা ৭ ঘটিকা এমন সময় মাস্তাফা খাঁ নবাবের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবাব শিবিরের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার মন প্রফুল্ল ছিল। মাস্তাফার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া তিনি শিবিরের বাহিরে আসিলেন এবং তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক পদচারণা করিতে করিতে বলিলেন।

"বন্ধু এসেছ—আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি। বর্গীসেনাপতি নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গীরা পলায়ন

করিয়াছে। আপাততঃ কিছুদিনের জন্য বোধ হয় আমার রাজ্য উপদ্রব শূন্য হইল। খাঁসাহেব, খোদা কি আমার রাজ্য নিয়ত এরূপ কুশলে রাখিবেন?"

"আপাততঃ ত রাখিয়াছেন, এখন ভবিষ্যতের কথায় কাজ কি। আপনি ভাবী চিন্তা করিয়া আর মনের শান্তি নষ্ট করিবেন না।"

"খাঁসাহেব, বর্গীরা জীবিত থাকিতে কি আমি শান্তি ভোগ করিতে পাইব? কখনই নয়। এক বৎসর নয়, দুই বৎসর নয়, প্রতিবৎসরেই উহারা আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিল। তাহাতে আর আমার মনে কোন মতেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, উহাদের সেনাপতিকে বিনষ্ট করিয়া এবার উহাদিগকে শীঘ্রই দূরীকৃত করা গিয়াছে।"

"তা ত সত্য, এক্ষণে আপনার অঙ্গীকার প্রতিপালন করুন। আপনার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে; এক্ষণে আমাকে বেহারের স্থবেদারের পদ প্রদান করুন।"

"বেহারের স্থবেদারী—তা অঙ্গীকার করিয়াছি বটে তবে—"

(বিরক্ত হইয়া) "আমি আপনার "তবে টবে" শুনিতে চাহি না। দিতে ইচ্ছা হয় তবে স্পষ্ট করিয়া বলুন। অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি উক্ত পদ প্রার্থনা করিতেছি।"

"বন্ধো! আপনিকি অন্য কোন পুরস্কার পাইতে ইচ্ছা করেন না?"

(রাগান্বিত ভাবে) "আমি আর কোন পুরস্কারই চাই না। এক্ষণে আপনি আমার বেতনের বাঁকি টাকাগুলি পরিশোধ করিলেই আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হইব।"

"(মনে মনে) এব্যক্তিকে বেহারের স্থবেদার করিয়া দিলে ত কোন ক্রমেই আমাকে সিংহাসনাধিকার করিয়া থাকিতে হইবে না। আমি যেমন উক্ত পদে থাকিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছি, এ ব্যক্তিও সৈনাবলে ক্রমে ক্রমে তদ্রূপ কৃতকার্য্য হইতে পারে। আমি কখনই অঙ্গীকার পালন করিব না— কখনই ইহাকে স্থবেদারী দিব না। (প্রকাশ্যে) খাঁসাহেব, আপনি আমার নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থগ্রহণ করুন না কেন?"

(রাগান্বিতভাবে) "আমার আর অর্থ পুরস্কার লইবার প্রয়োজন নাই। আপনি এক্ষণে আমার বেতনের অবশিষ্ট প্রাপ্য টাকা দিয়া আমাকে বিদায় করুন।"

"তবে কি আর আপনি আমার অধীনে কার্য্য করিবেন না?"

"না, এক মুহূর্ত্তের জন্যও নয়।"

"(অবিচলিত ভাবে) তা যদি অনিচ্ছুকই হন, তাহাতে আর আমার হাত কি। আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত, কিন্তু আমার পক্ষে আপনাকে বিদায় দেওয়া বড় কষ্টজনক হইবে।"

(রাগান্বিত ভাবে) সে কথায় আর কাজ নাই। আমি বারম্বার আপনাকে যাহা বলিতেছি তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন। আমার প্রাপ্য টাকা দিয়া আপনি আমাকে আপনার অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করুন।"

"তবে রাজধানী চলুন। তথায় উপস্থিত হইয়া আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিব।"

কথপোকথন শেষ হইল। মাস্তাফার হস্ত পরিত্যাগ করিয়া নবাব রাজধানী গমনার্থ যত্নবান হইলেন। আলীবর্দ্দী অতিশয় চতুর ছিলেন। শুভকার্য্য সাধনোদ্দেশে কিছুক্ষণ পরেই তিনি মুরশিদাবাদ যাত্রা করিলেন। মাস্তাফা খাঁও নবাবের পশ্চাদ্গামী হইলেন। সন্ধ্যা অতীত হইলে পর উভয়েই রাজধানীতে পৌঁছিলেন। নবাব স্বীয় শিবিরে প্রবেশ করিয়া আফগান সেনাপতিকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "বন্ধো, তবে কি আপনি নিশ্চয়ই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন? রাগ সম্বরণ পূর্ব্বক আমার কথার উত্তর দেন। দেখুন, আমি স্বীয় অঙ্গীকার একরকমে প্রতিপালন করিতে প্রস্তুতই আছি, আমাকে বিনা দোষে পরিত্যাগ করিবেন না।" মাস্তাফা তদুত্তরে বলিলেন, আমি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি আপনি টাকা দিতে আর বিলম্ব করিবেন না।" নবাব তাহাতে আর কিছু না বলিয়া রাজকোষাধ্যক্ষকে মাস্তাফার প্রাপ্য টাকা দিবার আদেশ করিলেন। মাস্তাফা যত টাকা চাহিলেন নবাব তাঁহাকে তত টাকা প্রদান করিলেন। তিনি নবাবের নিকট বিদায় গ্রহণকালে এই কথা

গুলি বলিলেন "আমি বীরধর্ম্মে পতিত হইয়াছি। আমার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল ফলিল। আমি বিদায় লইলাম। যদি বেঁচে থাকি তবে আপনার কর্ম্ম-ফলও দেখিতে পাইব।" নবাব সুচতুর ছিলেন। স্বকার্য্য সাধন হইল বলিয়া তিনি মাস্তাফার কথায় রাগান্বিত না হইয়া নীরব রহিলেন। মাস্তাফা পর দিন মুরসিদাবাদ হইতে প্রস্থান করিলেন। এক্ষণে আলীবর্দ্দী, বর্গী ও আফগান উভয় সেনাপতির হস্ত হইতে আপনাকে কৌশল দ্বারা বিমুক্ত করিলেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

গেরুয়াম্বর ধারণ।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে পাষাণময়ী পিতার সহিত শ্মশানকালীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহারা কি করিলেন? উভয়েই ক্ষণকাল দেবীর নিকটে দণ্ডায়মান রহিলেন। বামে রামভট্ট, দক্ষিণে পাষাণময়ী এবং উভয়ের সম্মুখে মুণ্ডমালা-বিভূষণা উপাস্য দেবতা—কি মনোহর দৃশ্য! কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! পূজকদ্বয়ের সম্মুখেই তাঁহাদের উপাস্য দেবতা দণ্ডায়মানা। এখানে কোন ক্রমেই কপটতার অধিকার থাকিতে পারে না। তাহাই বা কি করিয়া বুঝা যাইবে? উপাস্য দেবতা সম্মুখে থাকিলেও ত অনেকে মুখে হরি হরি কিন্তু অন্তরে অন্যকে ডাকিতে থাকে। কপটীকে মনুষ্য কি শীঘ্র চিনিতে পারেন? বোধ হয় দেবতারাও পারেন কি না সন্দেহ। কিন্তু রামভট্ট আমাদের পরিচিত ব্যক্তি এবং পাষাণময়ীও আমাদের অপরিচিতা নহেন। সে যাহা হউক, আজ তাঁহাদের মধ্যে কেহই পূজা করিতে অপ্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের মন আজ প্রকৃত বৈরাগ্য সমন্বিত। তাঁহারা শব দাহনান্তর শ্মশানের ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কালীর মন্দিরে

প্রবেশ করেন। শ্মশান অতি ভয়ঙ্কর স্থান—অতি হিতকারী বন্ধু। শ্মশানই কেবল সকল ব্যক্তিকে বুঝাইতে পারে যে সংসারের সকলই অসার ও অনিত্য। প্রকৃত যোগীর পক্ষে সকল স্থানই শ্মশান সদৃশ হিতকরী সুহৃদ। কিন্তু শ্মশান কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি বিলাসী, কি উদাসীন, সকলেরই পক্ষে সমোপকারী। তথাকার নশ্বরত্বের প্রমাণ সকল সকলেরই নিকট দেদীপ্যমান—সকলেরই নিকট অকাট্য। এইরূপ প্রমাণসংগ্রহ করিয়া রামভট্ট ও পাষাণময়ী আজ দেবীর নিকটে দণ্ডায়মান। তাঁহাদের উভয়েরই হৃদয়ে আজ জ্ঞানবৈরাগ্যের অধিষ্ঠান। ক্ষণকাল অচলভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেবীকে দেখিতে দেখিতে তাঁহারা উপবেশন করিলেন। কি জন্য? পূজার জন্য, দেবীর পদারবৃন্দে মন প্রাণ সমর্পণ করিবার জন্য। আজ রামভট্টের পূর্ব্ববাঞ্ছিত মনোরথ সিদ্ধ হইল। আজ তনয়ার সঙ্গে তিনি শ্যামা পাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে সক্ষম হইলেন।

উভয়ে উপবেশন করিলেন। মন্দিরের চারিদিকে শিবাগণ কণ্ঠধ্বনি করিতে লাগিল। রজনী ঘোরা—দিঙ্মণ্ডল কেবল তমসা দ্বারা আচ্ছন্ন। মন্দিরের অভ্যন্তর প্রদেশ যেন গম্ গম্ ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। এই সময়ে পূজকদ্বয় আপনাদিগের শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে দেবীর পূজায় ব্রতী করিলেন। উভয়েরই হৃদয় আজ জ্ঞানবৈরাগ্যে পরিপূর্ণ—উভয়েই আজ দেবীর ধ্যান করিতে সক্ষম। করযোড়ে উভয়েই ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের উন্মীলিত নেত্র নিমীলিত হইল। উভয়েই পরে নিস্তব্ধ ভাবে মানসপূজায় ব্রতী হইলেন। অনেকক্ষণ তাঁহাদের চক্ষু মুদ্রিত রহিল। তাঁহারা ধ্যানে কি ধারণা করিলেন? যেন দেবী তাঁহাদের উভয়কেই বলিলেন, "আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্না হইয়াছি। সাংসারিক দুঃখে আর তোমরা ব্যথিত হইবে না। তোমাদের হৃদয়মন্দিরে আজ আমি আমার পাদপদ্ম চিরসংস্থান করিলাম। উহার উপর প্রাণ সংন্যস্ত করিয়া জীবনের সার্থক্য সম্পাদন কর।" আহা, যোগীগণ কি অপূর্ব্ব দ্রব্যই উপভোগ করেন! নিত্যানন্দ তাঁহাদেরই ভোগ্য পদার্থ! রামভট্ট ও পাষাণময়ী যখন হৃদয়ে

দেবীর পাদপদ্ম ধারণা করিলেন, তখন তাঁহাদের চক্ষু হইতে দরদর ধারে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। আহা, কি অপূর্ব্ব দর্শন! কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাদের ধ্যান ভঙ্গ হইল। দেবীকে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহারা পূজা সমাধা করিলেন। তৎপরে উভয়ে ধরাসনে পতিত হইয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন। পরদিন প্রত্যুষকাল। রামভট্টের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মন্দিরের বাহিরে আসিলেন এবং উহার সোপানে বসিয়া গঙ্গাদর্শন করিতে লাগিলেন। গাঙ্গাতীর—ঐ সময়ে নদীতীরে অনেক পক্ষী কণ্ঠধ্বনি করিতেছিল। উহাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া রামভট্ট মোহিত হইলেন। এইরূপ ক্ষণকাল উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে পাষণময়ী তাঁহার নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মানা রহিলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি স্বীয় বসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতার গেরুয়া বসন পরিধান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে গেরুয়া বসন পরিধানা দেখিয়া রামভট্ট বলিলেন, "মা, একি? তোমার অঙ্গে গেরুয়া বসন! তবে কি আজ হইতে তুমি সর্ব্বত্যাগিনী হইলে? মা, আমি তোমার পিতা হইয়া কিরূপে এই রূপ বসন পরিধানা দেখিব? আমি তোমাকে দেবীর কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়া থাকি। কিন্তু জীবন থাকিতে তোমার ঐরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া পূজা করিতে দেখিতে পারিব না।" এই কথা বলিতে বলিতে রামভট্টের নয়নজল পতিত হইতে লাগিল। পাষাণময়ী পিতার কথায় উত্তর প্রদান না করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তিনি কিছুক্ষণ কেবল একদৃষ্টিতে পিতার অশ্রুপূর্ণ লোচন পানে চাহিয়া রহিলেন।

এইরূপে প্রায় দুই দণ্ডকাল অতীত হইল। পরে রামভট্ট মনে ভাবিলেন যে, পাষাণময়ী গেরুয়া বসন পরিধানা হইয়া অনুচিত কার্য্য করেন নাই। তাঁহার মনে জ্ঞানের উদয় হইল। হিন্দু ধর্ম্মের অনুশাসন সমস্ত তখন তাঁহার স্মরণ পথে আবির্ভূত হইল। তিনি ভাবিলেন যে, শাস্ত্রকারদিগের অনুশাসনসকল অবশ্যই পালনীয়। কিন্তু জ্ঞানের উদয় হইলে কি হয়? স্বভাবের গতিরোধ করা মনুষ্যের পক্ষে বড় কঠিন। তিনি ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কন্যার বৈধব্য স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল।

অস্পষ্টস্বরে তাঁহার মুখ হইতে এই কথাগুলি বাহির হইতে লাগিল, "পাষাণময়ি! আমি পূর্ব্বে তোমাকে পার্থীব সুখ হইতে বিরত হইতে বলিতাম বটে, কিন্তু এক্ষণে তোমাকে মলিন বসনা দেখিয়া আমার হৃদয় কেন বিদীর্ণ হয়? মা, তখন তুমি এরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিলে, বোধ হয়, আমার মনে কোন রূপই বিকার উপস্থিত হইত না—কিন্তু এক্ষণে সন্ন্যাসিনীর বেশযুক্তা দেখিয়া আমি যে অশ্রু সম্বরণ করিতে অক্ষম হইলাম। আমার চক্ষের জল যে আপনি বাহিরে আসিতেছে। মা, পিতা হইয়া আমি কিরূপে তোমার অঙ্গে সর্ব্বক্ষণ বিধবার চিহ্ন দেখিব? তুমি আমার ধার্ম্মিকা তনয়া। দেবীর সেবিকা হও, কিন্তু ওবস্ত্র তোমাকে ত্যাগ করিতে হইবে।" এই বলিতে বলিতে তাঁহার বক্ষঃস্থল নয়ন-জলে প্লাবিত হইল। পাষাণময়ী নিকটে দণ্ডায়মানা ছিলেন। পিতার অবস্থা সন্দর্শন পূর্ব্বক তিনি সজলনয়নে বলিলেন, "পিতঃ আমি যে এখন তোমার পাষাণময়ী—আমার জন্য কেন কাঁদিতেছেন? আমি যে দেবীর সেবিকা। দেবীর কার্য্যে আমি যে এখন আত্মসমর্পণ করিয়াছি। চলুন, আমাদের উদ্যান হইতে আজ ফুল তুলিয়া আনি। উভয়ে মনের সাধে আজ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া দেবীর পাদপদ্ম পূজা করিব।" রামভট্ট কন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া তনয়ার চক্ষের জল মুছিয়া দিতে লাগিলেন। পাষাণময়ীর নয়নবারি শুষ্ক হইল দেখিয়া, অবশেষে তিনি বলিলেন—"মা, তুমিই দেবীর প্রিয় পাত্রী। আমি এখনও সংসারের মায়াপাশ ছেদন করিতে সক্ষম হই নাই। চল, মা, তোমার প্রস্তাবিত শুভকার্য্য সাধনার্থে গমন করি।"

তৎপরে উভয়ে পুষ্প চয়নার্থে গমন করিলেন। যাইবার সময় রামভট্ট মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "তনয়া পাষাণময়ী নিশ্চয়ই দেবীর প্রসাদ লাভ করিয়াছেন। তা না হইলে তাঁহার মুখ হইতে এরূপ সারগর্ভ কথা কখনই বাহির হইত না। যাহা হউক, আমি কথা শুনিয়া প্রীত হইয়াছি। তাঁহাকে আর বৈধব্য যন্ত্রণায় ব্যথিত করিতে পারিবে না। দেবীর কৃপায় মা আমার নিত্যসুখ অনুভব করিতে পারিবেন।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাম-

ভট্ট তনয়ার সহিত স্বীয় উদ্যান দ্বারে উপস্থিত হইলেন। উভয়েই উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাম ভট্ট উদ্যান মধ্যে এক স্থানে উপবেশন করিলেন। পাষাণময়ী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে পুষ্প চয়ন করিতে লাগিলেন। বেল, জুঁই গোলাপ, রজনীগন্ধ ইত্যাদি অনেক ফুল প্রস্ফুটিত ছিল। রমণী ফুলদ্বারা পুষ্পপাত্র পূর্ণ করিলেন। তৎপরে তিনি পিতার নিকটে আসিয়া বলিলেন "পিতঃ আজ অনেক ফুল তুলিয়াছি। চলুন, মনের সাধে পূজা করিতে যাই। প্রতি দিন উদ্যান হইতে আমি পূজার জন্য ফুল তুলিয়া লইয়া যাইব।" রামভট্ট তনয়ার কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং পরে উভয়ে উদ্যান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টবিংশ অধ্যায়।

আশাপ্রদীপ নির্ব্বাণ।

ভাস্কর মানবলীলা সংবরণ করিলেন। বর্গীরা সেনাপতি বিহীন হইয়া বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিল। আলীবর্দ্দীর প্রজাগণ স্থানে স্থানে হরির লুঠ এবং পীরের সিন্নি দিতে লাগিল। "আর ভয় নাই। বর্গীরা পলায়ন করিয়াছে। নবাবের জয় হউক।" এই সব কথা লোক মুখে প্রচারিত হইতে লাগিল। যৎকালে জনশ্রুতি স্থানে স্থানে এইরূপ বার্ত্তা প্রচার করেন, তখন কাশিম বাজারের একজন শীর্ণকায় পুরুষ বার্ত্তা বাহকের কথা শুনিতে পাইলেন। বর্ষার বারি পাইলে যেমন বৃক্ষলতা সজীব হয়, তদ্রূপ জন শ্রুতির বাক্য শুনিয়া সেই শীর্ণকায় পুরুষ যেন সতেজিত হইলেন। "নহ্যমূলা জন শ্রুতি'। তবেত বর্গীরা পলাশী হইতে গিয়াছে। আমি আর একবার তথায় অনুসন্ধান করিব।" এই বলিয়া তিনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। অনেক

দিন হইতে তিনি কেবল শয্যায় পড়িয়া সময় ক্ষেপন করিতেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভোজন, নিদ্রার বিমলানন্দ উপভোগ বা কাহার সহিত বাক্যালাপ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ইচ্ছা ছিল না। নিরোগী অথচ শীর্ণকায় সেই ব্যক্তি কেবল শয্যায় পড়িয়া ভাবিতেন। কি ভাবিতেন? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিতে পারে? হৃদয়ের গূঢ় ভাব কি অপরে জানিতে পারে? তবে যদি তিনি আমাদের পরিচিত হন, তাহা হইলে জানিতেই পাওয়া যাইবে। যাহা হউক, জনশ্রুতি তাঁহাকে কিছু জীবন্ত করিল। তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিলেন এবং ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ রাত্রিতে বেহারা ঠিক করে রাখিস্। কাল সকাল পলাশী যাব।" প্রভুমুখে হঠাৎ এই কথা শুনিয়া ভৃত্য আশ্চর্য্যান্বিত হইল। অনেক দিন প্রভুর কোন আদেশই শুনিতে পায় নাই, এক্ষণে হঠাৎ প্রভুর পরিবর্ত্তন দেখিয়া সে ক্ষণ তাঁহার মুখ পানে তাকাইয়া রহিল। পরে আজ্ঞা পালন জন্য তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিল।

মনোবৃত্তি যখন উত্তেজিত হয় তখন দুর্ব্বলের দেহেও যেন বল স্রোত চলিতে থাকে। শীর্ণকায় সেই পুরুষ বসিয়াই সে রাত্রি কাটাইলেন। হৃদয়ে ভাবনা থাকিলে নিদ্রার কোমল ক্রোড়ও কঠিন বোধ হয়। সে ক্রোড়ে শয়ন করিলে তখন আর শরীর শীতল হয় না। তিনি শয্যায় বসিয়া "কখন রাত্রি শেষ হইবে" তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ত্রিযামা শেষ হইল। উষার আলোক চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইল। যে গৃহের অভ্যন্তরে তিনি বসিয়া ছিলেন তথায় আলোক প্রবেশ করিল। প্রত্যুষে সেই ব্যক্তি পলাশী যাত্রা করিলেন। "হীন জোৎ হীন জোৎ" রবে বাহকেরা পাল্‌কি স্কন্ধে করিয়া পলাশীর রাস্তা ধরিল। আরোহীর আদেশানুসারে তাহারা রাস্তার মধ্যে কোথাও পাল্‌কি নামাইল না। অবশেষে বেলা দ্বিতীয় প্রহর হইলে তাহারা পলাশীতে উপস্থিত হইল। গ্রামের প্রান্তভাগে প্রিয় বাবুর উদ্যান বাটী। বাহকেরা আরোহীর আদেশ পাইয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল। আরোহী পাল্‌কি হইতে নামিয়া উক্ত বাটী মধ্যে গমন করিলেন।

যত্নের অভাব হইলে কোন বস্তুই সুশৃঙ্খলে থাকে না। প্রিয় বাবুর উদ্যান

বাটীর আর সেরূপ শোভা নাই। মালী না থাকায় উদ্যান মধ্যে অনেক আগাছা জন্মিয়াছিল। অট্টালিকার বহির্দ্দেশের স্থানে স্থানে জমাট খসিয়া পড়িয়াছিল, কোন স্থানের চুনকাম বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং উহার স্তম্ভ সকলের চুনকামের উপর কয়লার দাগে অঙ্কিত ছিল। বাটীর অভ্যন্তর ঝুল মাটি দ্বারা অপরিষ্কৃত হইয়াছিল। আগন্তুক বাটী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্তই পরিষ্কার করাইলেন। কিঞ্চিৎ কালের মধ্যে ঘর গুলি বাসোপযোগী হইল।

পাঠক! আগন্তুক কি জন্য প্রিয় বাবুর বাটীতে গমন করিলেন তাহা কি আমরা বুঝিতে পারিতেছি? গৃহটী পরিত্যক্ত দেখিয়া তিনি কি তথায় কিঞ্চিৎ কালের জন্য আশ্রয় লইতে গেলেন? না, সে অট্টালিকা তাঁহারই—তিনিই প্রিয় বাবু। স্বর্ণলতা—না, আর ত তাঁহার সে নাম নাই, তাঁহার নাম যে এক্ষণে পাষাণময়ী—পাষাণময়ীর অদর্শন যন্ত্রণায় তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন। তজ্জন্যই তাঁহার বিষয়াদিতে অনাস্থা, ভোজনে অনাস্থা, সকল বিষয়েই অনাস্থা জন্মিয়াছিল। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলে কে কত দিন স্বচ্ছন্দ শরীরে থাকিতে পারে? ক্রমে তাঁহার শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দিবা রাত্র তিনি সেই রমণীর বিরহে জর্জ্জরিত হইতেন। প্রণয় কি আশ্চর্য্য সামগ্রী! ইহাতে লিপ্ত হইয়া কেহ বা চির সুখী আবার কেহ বা চির দুঃখী হন। ইহার প্রস্রবণ হইতে পীযূষ ও গরল উভয় দ্রব্যই উত্থিত হয়। তবে যাহার যেমন অদৃষ্ট তাহার কপালে তেমনি ফল ফলে। কেহ বা ইহার আশা-মরীচিকায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া জীবনান্ত করেন, আবার কেহ বা ইহার অনুগ্রহে জীবনকে চিরসুখী করিতে সক্ষম হন। প্রিয় বাবু প্রণয়ের আশা-মরীচিকা দর্শন করিয়া জীবনান্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না যে পাষাণময়ী আর সে স্বর্ণলতা নাই। তিনি জানিতেন না যে সে রমণী অপর ব্যক্তির হৃদয়বাসিনী হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেন যে আবার রমণী তাঁহার সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধা হইবেন—প্রণয়াবদ্ধ হইবেন। এইরূপ ভাবিতেন বলিয়া পুনরায় তিনি পলাশীতে অনুসন্ধান জন্য আসিলেন।

অপরাহ্ণ দিনমণির আভা ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। প্রিয় বাবু

ভোজনান্তে নিদ্রা গিয়াছিলেন। এক্ষণে নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে বাটীর বাহিরে আসিলেন। মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছিল। উদ্যানের বাহিরে গিয়া তাঁহার ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু তিনি সে ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করিলেন না। তিনি আপন ভৃত্য নবাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে নবা, বাগানের মধ্যে দুখানা চেয়ার দে।" নবা তৎক্ষণাৎ চেয়ার আনিয়া দিল। বাবু এক খানির উপর বসিয়া, অপর খানির উপর পদদ্বয় রাখিলেন। নবা বাবুর নিকটে দণ্ডায়মান রহিল। বাবু বায়ু সেবন করিতে করিতে রামভট্টের উদ্যান পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "নবা, তুই ঐ উদ্যানে যা ত; দেখে আয়, উহার মধ্যস্থিত বাটীর মধ্যে কেউ আছে কি না। "যে আজ্ঞা" বলিয়া নবা চলিয়া গেল।

নিকটেই রামভট্টের পুষ্পোদ্যান। প্রভুর নিকট বিদায় হইয়া নবা শীঘ্রই তথায় উপস্থিত হইল। উদ্যানের দ্বারদেশ সমীপে একটী স্ত্রীলোক বসিয়া ফুল তুলিতেছিলেন। নবা তাঁহাকে দেখিতে পাইল। কিন্তু তাঁহার নিকটে অগ্রে না গিয়া সে উদ্যানস্থিত বাটীর দিকে গমন করিল। বাটীর দরজা বন্ধ ছিল। সে প্রবেশ করিয়া বাটীর অভ্যন্তর প্রদেশ দেখিতে পাইল না। কি করে অগত্যাই সে বাটীর দ্বারদেশ হইতে প্রত্যাগত হইল। প্রত্যাগমনকালে আর সে পূর্ব্বোক্ত রমণীকে দেখিতে পাইল না।

এ দিকে প্রিয় বাবু ভৃত্যের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কেবল তাহা নয়, তিনি চেয়ারে বসিয়া আরও কি ভাবিতেছিলেন। কি ভাবিতে-ছিলেন? বিরহীর মনের ভাব অনুভব করিয়া বলা যাইতে পারে। কার্য্য দেখিয়া কারণ নির্দ্দেশ করা জ্ঞানের সাধ্যাতীত নহে। তিনি মনে মনে ভাবি-তেছিলেন যে, "আর কি সেই সঙ্গীত বিমোহিতা রমণীকে পাইব? সেই ভৎসিতা অবলা কি আর রামভট্টের ভবনে প্রত্যাগমন করিয়াছে? নবা কি সম্বাদ লইয়া আসিবে?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত হইয়া তিনি যেন নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন। নবা প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল, তবুও তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন না। নবা দাঁড়াইয়াই

রহিল। কিছুক্ষণ পরে বাবু তাকাইলেন। সম্মুখে নবাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন;

"কিরে নবা, খবর কি ?"

"বড় ভাল নয়" বলিয়া নবা নীরব রহিল।

"তা যাহাই হউক, তুই সবিশেষ বল্।"

"বল্‌ব আর কি ?—বাটীর দরজা বন্ধ রহিয়াছে তবে——"

" 'তবে' বলে যে চুপ কল্লি। সব ভেঙ্গে চুরে বল্ ই না কেন।"

"না, আর কিছু বল্‌বার আবশ্যক নাই।"

"বল্‌বিনে ত তোকে পাঠিয়ে ছিলাম কেন। যা যা দেখেছিস্ সমস্তই বল্।"

"সে একটা সামান্য বিষয়।"

"সামান্য কি অসামান্য তা আমি বুঝ্‌ব এখন। তুই যা বল্‌বার তা বল্।"

"বলছিলাম কি—উদ্যান মধ্যে একটী স্ত্রীলোককে দেখিলাম। আমি আগে তাহার কাছে না গিয়া বাটী দেখ্‌তে গেলাম। কিন্তু ফিরে আস্‌বার সময় আর তাহাকে দেখ্‌তে পেলাম না। সে স্ত্রীলোকটী ফুল তুলছিল।"

"তোর কাজ দেখেই ত তোকে ভেমগয়লা বলি। তুই আগে কেন তার কাছে গেলি নে ?"

"সেটা না করায় বড় চুক হয়েছে। তা আজ ত হল না। কাল তাহাকে জিজ্ঞাসা করব যে সে কে ?"

"হাঁ, কাল আবার সে তোর্ সঙ্গে দেখা করতে আস্‌বে" বলিয়া প্রিয়বাবু মৌনাবলম্বী হইলেন। তিনি মনে ভাবিতে লাগিলেন, "নবা কাহাকে দেখিয়াছে ? বাটীর যদি দ্বার বন্ধ থাকে তবে ত সে স্বর্ণলতা নয়। এত সকাল বেলা নয় যে, পূজার জন্য কোন গ্রামবাসিনী ফুল তুল্‌তে আসিবে। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক কাল স্বয়ং সবিশেষ অনুসন্ধান করিব।" কিছুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রিয়বাবু স্বীয় বাটী মধ্যে গমন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকাল—প্রিয়বাবু শয্যা হইতে উঠিয়াই রামভট্টের উদ্যানে গমন করিলেন। শরীরে বল না থাকায় তিনি উদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া একস্থানে বসিলেন। কিছুক্ষণ বসিয়া আছেন, এমন সময় একটী স্ত্রীলোক এক বৃদ্ধের সঙ্গে তথায় উপস্থিত হইল। বৃদ্ধটী একস্থানে উপবেশন করিলেন। রমণী পুষ্পচয়ন কার্য্যে নিযুক্তা হইলেন। যে তরুতলে রমণী ফুল তুলিতে গেলেন, বাবু তদভিমুখে গমন করিলেন। বাবু নিকটে গেলেন তবুও রমণী তাঁহার পানে তাকাইলেন না। অবশেষে বাবু তাঁহাকে বলিলেন, "ওগো সন্ন্যাসিনী এ বাটীর লোকেরা কোথায় গিয়াছে তাহা তুমি বলিতে পার?" রমণী একবার বাবুর পানে তাকাইলেন, কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। বাবু পুনরায় সেইরূপ জিজ্ঞাসা করায় রমণী আস্তে আস্তে বলিলেন "আপনি সে বিষয় অনুসন্ধান কচ্চেন কেন?

"এ বাটীর লোকেরা আমার আত্মীয় বলিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চি।"

"তাঁহারা কখনই আপনার আত্মীয় নন।"

বাবু রমণীর উত্তরে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া ভাবিলেন "এ প্রকার উত্তরের তাৎপর্য্য কি? এ রমণী কি রামভট্টের কেহ হয়? মুখের আকৃতি প্রায় স্বর্ণলতার মত। তা হলেও হতে পারে। না, তা হলে আমাকে চিনিতে পারিত। তাই বা কি করে হবে? স্বর্ণলতা কেন গেরুয়া বসন পরবে?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি রমণীকে বলিলেন, "তুমি কি করিয়া জানিলে যে তাঁহারা আমার আত্মীয় নন?"

"তাহা হইলে কি আপনি আমাকে চিনিতে পারিতেন না?"

"তবে কি তুমি স্বর্ণলতা? তাহাই বটে—তা তোমার এবেশ কেন? তুমি কি সন্ন্যাসিনী হইয়াছ? আহা, তোমার যে আর সে মুখশ্রী নাই! তা তুমিও আমাকে চিনিতে পার নাই এবং আমিও তোমাকে ভালরূপে চিনিতে পারি নাই। আমার নাম প্রিয়লাল শীল।"

"আমাকে ক্ষমা করিবেন। একে অনেক দিনের পর দেখা—তাহাতে আবার আপনি শীর্ণকায় হইয়াছেন—তজ্জন্যই চিনিতে পারি নাই। আমি

এক্ষণে বিধবা হইয়াছি (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ) তজ্জন্যই এখন শুক্লাবসন ধারণ করিয়াছি। আমার নামটী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পিতা আমাকে পাষাণময়ী বলিয়া ডাকেন। আপনি কি আমার পিতার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করেন?"

"(মনে মনে) এই রমণীর প্রণয় লাভের জন্য আমি এত উন্মত্ত হইয়াছি! ইহার ত আর সেরূপ নাই। ইহা অপেক্ষাত আমার ভাল ভাল রমণী আছে। আবার শুনচি যে এ বিধবা। তবে এ অন্যকে ভাল বাসিত। যাহাহউক আর আমি ইহার জন্য আত্ম সুখ বিসর্জ্জন করিব না। (প্রকাশ্যে) তোমার পিতা কোথায়?"

(অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) "ঐ যে তিনি বসিয়া আছেন" "তবে চল"।

তৎপরে উভয়ে রামভট্টের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রিয় বাবু রামভট্টকে দেখিয়া বলিলেন, "প্রণাম করি। আপনি ভাল আছেন ত?" কে আপনি আমি যে চিনিতে পারিতেছি না" বলিয়া বৃদ্ধ রামভট্ট নীরব হইলেন।

"আজ্ঞা আমার নাম প্রিয়লাল শীল। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। আমি আপনার নিকট অপরাধী আছি। আমাকে ক্ষমা করিয়া বিদায় দিতে হইবে।"

"না বাবা, তোমার কোন দোষ নাই। সমস্তই আমার নিজের পাপের প্রতিফল। তা দেবী আমার প্রতি এখন প্রসন্না হইয়াছেন। আমি তনয়াকে পাইয়াছি।"

"তবে আমি চলিলাম" বলিয়া প্রণামপূর্ব্বক প্রিয়বাবু প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় পাষাণময়ীকে কেবল এই বলিয়া বিদায় লইলেন "আমাকে বিদায় দাও।"

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

পিতা ও তনয়া।

প্রায় দুই মাস হইল বর্গীরা বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। নবাব আলীবর্দ্দীর রাজ্য এক্ষণে উপদ্রব শূন্য—তাঁহার রাজ্যে এক্ষণে শান্তি বিরাজমানা। যদিও বর্গীরা বঙ্গদেশ আবার আক্রমণ করে,—যদিও ইহার পর বিরার দেশাধিপতি রঘুজী আলীবর্দ্দীর নিকট প্রচুর অর্থগ্রহণ ও কটক দেশ হস্তগত করিয়া নবাবের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপণ করার কোন প্রয়োজন নাই। ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণন করা আমাদের এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। পাঠক, এস এইবার পাষাণময়ীর সঙ্গে শেষ দেখা করিয়া আসি।

প্রায় দুই মাস চলিয়া গেল। আর বর্গীদিগের উপদ্রব নাই। বেলা অবসান প্রায়। সহস্ররশ্মি তেজশূন্য হইয়া ক্রমে অস্তাচল শিখর অবলম্বন করিলেন। ক্রমে ক্রমে পশ্চিম গগন সিন্দূরবর্ণ মেঘমালায় রঞ্জিত হইল। ঐ সময় রামভট্ট স্বীয় তনয়ার সঙ্গে শ্মশানকালির মন্দিরের প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যাস্ত দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি তনয়াকে বলিলেন :—

"পাষাণময়ি, ঐ দেখ্ সূর্য্যদেব আস্তে আস্তে অস্তমিত হইলেন। উহাঁর দিনের কর্ত্তব্য কাজ করিয়া উনি বিশ্রাম লইতে গেলেন। ঐরূপ আমাদের জীবনের আয়ুঃ সূর্য্য অস্তমিত হইবে। কোন্ দিন, মৃত্যু আসিয়া সে কার্য্য সাধন করিবে তাহা আমরা কিছুই জানি না। অতএব জীবন থাকিতে আমাদের কর্ত্তব্য পালন করা উচিত।"

"পিতঃ, মনুষ্যের কর্ত্তব্য কার্য্যের কি কোন সীমা আছে?"

"দেবীর অভিপ্রেত কার্য্যই মনুষ্যের করণীয়। তাঁহাকে অন্তরে দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি কার্য্য করেন, তিনিই জানেন কোন্ কাজ কর্ত্তব্য আর কোন্ কাজ অকর্ত্তব্য। দেখ, কি ভোজন, কি শয়ন, সামান্য সামান্য কার্য্য করণ সময়ে তাঁহাকে স্মরণ করা উচিত। ইহা আমাদের ধর্ম্মের অনুশাসন।"

"তবে যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই তাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন, তিনি ত আর অকর্ম্ম্য কার্য্য করিতে পারেন না।"

"কখনই না, কিন্তু দেবদর্শন কি সহজে হয়? কায়মনচিত্তে দেবীর সেবায় ব্রতী হইলে তবে তিনি ভক্তের প্রতি প্রসন্না হন। দেবী প্রসন্না হইলে বিষয় কার্য্য করিতে গেলেও মনুষ্য ভ্রমে পতিত হয় না।"

"পিতঃ এক্ষণে ত আমি দেবীর প্রিয়কার্য্য সাধনজন্য আত্ম সমর্পণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। দেবী কি আমার প্রতি প্রসন্না হইবেন? আর কি আমি সংসার মোহে অবসন্ন হইব?"

"কখনই নয়। তাঁহার পাদপদ্ম হৃদয়ে বিরাজিত থাকিলে মোহ কি তথায় উপস্থিত হইতে পারে?—কোনমতেই নয়।"

"আমি ত নিয়তই এক্ষণে দেবীর পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া থাকি। আপনার সেবা আর তাঁহার আরাধনা ভিন্ন আমার জীবনের ত আর কোন কাজ নাই। পিতঃ আমার মনে এখন আর অন্য কিছুই ভাল লাগে না। সর্ব্বদাই যেন দেবীকে ধ্যান ও পূজা করিতে ইচ্ছা করে। এখন সন্ধ্যা হইল—আমার চিত্তকে যেন দেবী আকর্ষণ করিতেছেন।"

(মনে মনে) "মা আমার নিশ্চয়ই দেবীর সেবিকা হইয়াছেন; এত দিনে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইল। আমি কালগ্রাসে পতিত হইলেও আর ক্ষতি নাই। দেবীর দাসী জীবিত থাকিলেই তাঁহার সেবা চলিবে। তাঁহার সেবায় আর কোন বিঘ্ন হইবে না। যাহাহউক, এক্ষণে সন্ধ্যা উপস্থিত। কন্যার মন উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আর বিলম্ব করিয়া উপাসনার সময় অতিবাহিত করিব না। (প্রকাশ্যে) মা পাষাণময়ি, উপাসনার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া দেবী তোমার চিত্তাকর্ষণ করিতেছেন। চল, তবে জীবনের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে যাই।"

"চলুন।"

এই বলিয়া পাষাণময়ী পিতার সঙ্গে দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পাঠক! এস আমরা তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করি।

সমাপ্ত।